Best Selected Pomes of Bertolt Brecht
Translated into Bengali
by Asit Sarkar



প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

বিগত শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ১৮৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীতে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম বিতর্কিত কবি বের্টোল্ট ব্রেশটের জন্ম আগসবুর্গের একটি শহর বেভেরিয়ানের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। কৈশোর থেকেই পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর মনে গভীর বিতৃষ্ণা জাগায়, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন অহেতুক অতিরেক অথবা কোলাহল থেকে নিজেকে দুর্লভ নির্জনতায় সরিয়ে রাখতে। এমন কি ছাত্রাবস্থাতেই ধরা পড়ে এমন একটা চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পরবর্তীকালে যা তিক্ত যন্ত্রণা, হতাশা আর নিঃসঙ্গতায় অনুরণনিত। ১৯১৬ সালে ডাক্তারি পড়ার জন্যে চলে আসেন মিউনিখে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মেডিকেল আরদালী হিসাবে কাজ করেন সামরিক বাহিনীতে।

১৯১৮ সালে 'মৃত সৈনিকের জন্যে লোকগাথা' প্রকাশিত হবার পর থেকেই তাঁর কবি খ্যাতির সূচনা। অন্য অনেক তরুণ জার্মান কবিদের মতো ব্রেশটও প্রথম জীবনে ইম্প্রেসনিস্ট কাব্যআন্দোলনের দ্বারা দারুণ প্রভাবিত হন। পরে অবশ্য নিহিলিস্ট ব্রেশট ইম্প্রেসনিজম থেকে ফিরে আসেন 'ফাংশনলিজম' বা ফ্রান্স ও স্পেনের বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক পরিচালিত স্যুররিয়ালিস্ট কাব্য আন্দোলনের মাঝে। রাজনৈতিক ভাবনার বিস্তীর্ণতায় ব্রেশট এই সময়ে সমাজবাদী শিবিরের নিয়মিত লেখক, এবং সম্ভবত ব্যাভেরীয় বিপ্লবে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ডি হাউসপোস্টিলে,' যুদ্ধোত্তর জার্মানির বিপ্লব এবং অবক্ষয়ী অর্থনৈতিক শোষণই যে অভিজ্ঞতার অন্যতম পটভূমি। তবু তাঁর এই সময়কার মানসিকতা যতটা র‍্যাবোর পৃথিবীর, ততটা মার্কসের পৃথিবীর নয়। ১৯২৭ সালের প্রায় শেষার্ধ থেকেই ছন্নছাড়া ভবঘুরে ব্রেশটের নতুন এক অভিযান সন্ত্রাসমূলক চরম বিপ্লববাদ থেকে মার্কসিজমের পথে, সর্বহারার কঠিন আদর্শে; পরবর্তীকালে যা তাঁর সমগ্র সাহিত্যভাবনা ও মননের সংকীর্ণ পৃথিবীকে চুরমার করে স্পষ্ট উদ্ভাসিত করে তোলে এক নতুন স্বর্ণদিগন্ত। বিতর্কিত ব্রেশট তখন বার্লিনে। তার আগেই তিনি খ্যাতি কুখ্যাতি উভয়ই অর্জন করেছেন নাটক ও সমালোচনার জন্যে। অন্যান্য বহু বিপ্লবী শিল্পী সাহিত্যিকদের মতো তিনিও তখন চাবুকে চাবুকে রক্তাক্ত করতে শুরু করেছেন শোষণের নগ্ন মুখোশ। ১৯৩৩ সাল। রাইখস্টাগ পতনের পর নাৎসি অত্যাচারে হিটলারের জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখান থেকে ফ্রান্স এবং ডেনমার্কে সেই থেকে শুরু হলো এক নির্বাসিত জীবন। যে অভিজ্ঞতা তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতা, 'স্বেডনবার্গের গেডিস্টে' ১৯৩৯ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম ফলশ্রুতি। প্রথম দিকের কবিতায় নিচের মহলের অবহেলিত শোষিত

মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত তীব্র ঘৃণার মধ্যে সুপ্ত ছিলো এই পর্যায়ে বিপ্লবী ভাবনারই নগ্ন প্রতিভাস।

ডেনমার্কে কাটালেন সাতটা বছর। নাৎসি অবরোধের সময় ডেনমার্ক ছেড়ে পালিয়ে এলেন ফিনল্যাণ্ডে। সেখান থেকে আবার সাইবেরিয়া পেরিয়ে সোজা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানকার অস্থায়ী তাঁবুতেও কাটলো জীবনের সাতটা বছর। সারা আমেরিকা জুড়ে যখন গড়ে উঠলো কমিউনিস্ট বিরোধী এক আশ্চর্য তৎপরতা, ব্রেশটকে তখন আবার ফিরে আসতে হলো সুইজারল্যাণ্ডে। ১৯৪৮ সালে ফিরে এলেন পূর্ব বার্লিনে। বিখ্যাত অভিনেত্রী, তাঁর স্ত্রী হেলেন ভাইগেলের সঙ্গে এপিক থিয়েটারের আদর্শে গড়ে তুললেন 'বার্লিনার আঁসম্বল। আমৃত্যু তিনি এরই সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৮-৫৬ সাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যের তৃতীয় পর্যায়। প্রথম দিকের নৈরাশ্য বা পরবর্তী পর্যায়ের 'জটিল আত্মসচেতনতা'র তুলনায় এই পর্যায়ে তিনি লিখেছেন অত্যন্ত কম, অথচ নানান ভাঙা গড়ার আশ্চর্য বৈপ্লবিক চেতনায় যা নিঃসন্দেহে আগের চাইতে অনেক অনেক বেশি সোচ্চার আর সমৃদ্ধ।

শুধু ভাবনার গভীরতাতেই নয়, চিত্রকল্প এবং আঙ্গিকেও চালালেন নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা। চিরাচরিত শ্লথ ধ্রুপদী রীতি, বিশেষ করে লিরিকের ছন্দকে ভাঙলেন নিপুণ হাতে, প্রাচীন চীনা কবিতা এবং জাপানী হাইকুকে মেশালেন তাঁর স্কেচ ঢঙের ছোট ছোট কবিতায়, ছন্দমুক্ত আধুনিক গদ্য কবিতার ধারাকে তিনিই ব্যবহার করলেন প্রথম। মনন এবং আদর্শের প্রতিভাত সমীকরণে, সংঘাত ও দ্বন্দ্বে বের্টোল্ট ব্রেশট আজ আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম। জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার ব্রেশট যখন খ্যাতির চরম শীর্ষে, তখনই সহসা কবির মৃত্যু হয় ১৯৫৬ সালে পূর্ব বার্লিনে। মৃত্যুর পর এ পর্যন্ত নটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় তার কাব্যসমগ্র 'গেডিস্টে'।

সবশেষে, যদিও ইংরাজি থেকে এই বাংলা অনুবাদ। তবু প্রায় প্রতিটা কবিতাই মূল জার্মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেওয়া সত্ত্বেও যথার্থ হবার কোথাও কোনো অবকাশ পায়নি—কেননা ব্রেশটের প্রাণময় কথ্যভাষাও জার্মানদের কানে আশ্চর্য বৈপ্লবিক, যার দীপ্ত প্রতিফলন বাংলায় প্রায় অসম্ভব। তাই ছন্দ বা ধ্বনিমাধুর্যকে এড়িয়ে ব্রেশটের তন্ময় কাব্যচেতনাকেই প্রাধান্য দিলাম সবার আগে এবং নির্বাচন করলাম সেই রকম দুশো কুড়িটা কবিতা, যার বাংলা অনুবাদ কিছুটা সুগম। এ ব্যাপারে যাঁদের অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছি—রঞ্জন সরকার, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজতান্ত্রিক জার্মানির ভাইস কনসাল এইচ. ডি. ৎসিমার তাঁদের অন্যতম।

এক : প্রথম দিকের কবিতা ও স্তোত্র ১৯১২৩-১৯২০

সূচীপত্র

দুই : প্রথম শহুরে কবিতা ১৯২০-১৯২৫

তিন : শহর জীবনের প্রভাব : ১৯২৪-১৯২৮

চার : দুর্বিষহ বর্ষের কবিতাগুচ্ছ : ১৯২৯-১৯৩৩

পাঁচ : নির্বাসনের প্রথম কয়েকটি বছর : ১৯৩৪-১৯৩৬

ছয় : শেষের দিকের স্বেডনবার্গ কবিতা ও ব্যঙ্গ : ১৯৩৬-১৯৩৮

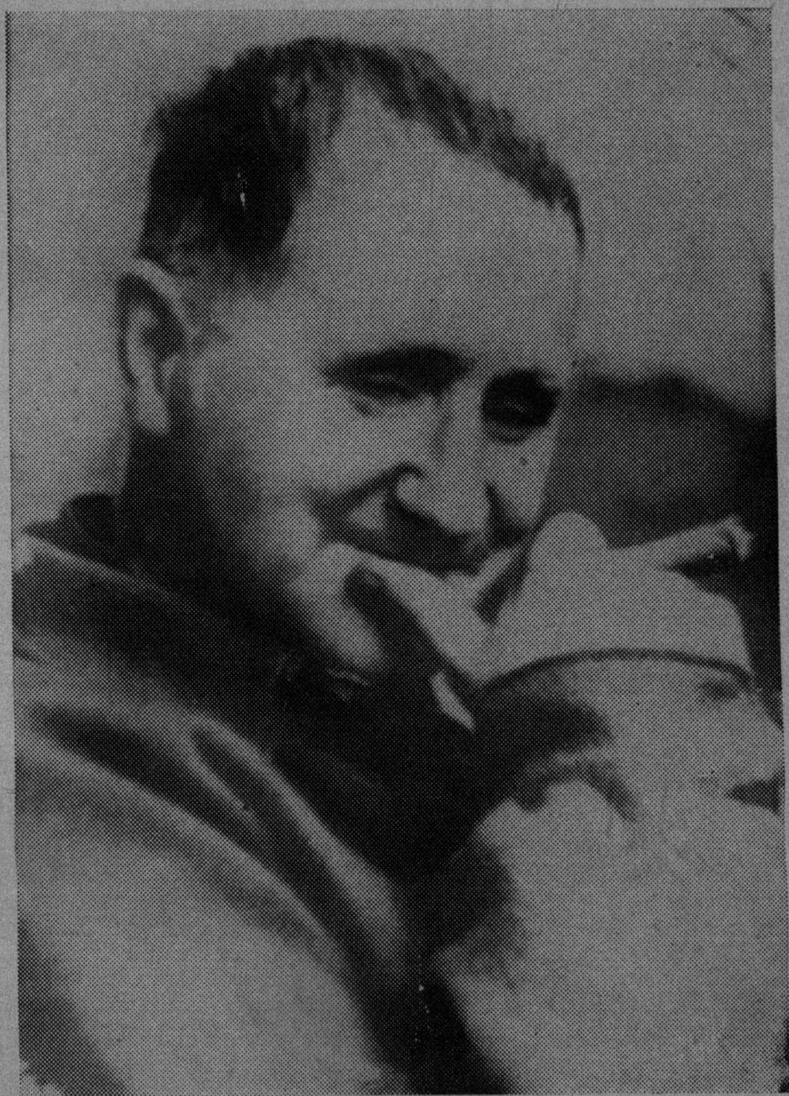
সাত : তামসিময় সময় : ১৯৩৮-১৯৪১

আট : আমেরিকায় থাকাকালীন কবিতাগুচ্ছ : ১৯৪১-১৯৪৭

দশ : শেষ কবিতা : ১৯৫৩-১৯৫৬

সংযোজন :

বন্ধুপ্রতিম এইচ. ডি. ৎসিমারের
অমর স্মৃতির উদ্দেশে—



১. জ্বলন্ত গাছ

সন্ধ্যার জমাট-বাঁধা আরক্ত কুয়াশার মধ্যে আমরা দেখলাম
আগুনের লেলিহান শিখা উদ্‌ভ্রান্তের মতো
ঠিকরে ঠিকরে উঠছে অন্ধকার আকাশের গায়ে।
নিচে, প্রান্তরের গুমোট নিস্তব্ধতায়
চড়চড় করে ফাটছে
একটা জ্বলন্ত গাছ।

উঁচুতে টানটান করে মেলে দেওয়া আতংকিত শাখাগুলো
নেচে চলা আরক্ত স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টির মাঝে
কালো হয়ে গেছে।
কুয়াশার মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠছে অগ্নিশিখা।
প্রাচীন মহীরুহের চারপাশ ঘিরে
উৎফুল্ল, স্বাধীন,
বীভৎসভাবে ঝলসে যাওয়া ভস্মলীন পাতাগুলো
পাগলের মতো নেচে চলেছে।

যদিও রাত্রির বুকে উত্তাল হয়ে উঠছে অগ্নিশিখা
যেন ইতিহাসের কোনো বিজয়ী বীর, ক্লান্ত, মৃত্যুর মতো ক্লান্ত,
তবু হতাশার মধ্যেই রাজকীয় ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্বলন্ত গাছটা।

হঠাৎ সে ঋজু কালো শাখাগুলো মেলে দিলো আকাশের গায়ে
আর তার মাথা ছাপিয়ে উঠলো গাঢ় অগ্নিশিখা—
কয়লার মতো কুচকুচে কালো আকাশের গায়ে
কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো

তারপর আরক্ত স্ফুলিঙ্গ ঘেরা গাছের গুঁড়িটা
হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো মাটিতে।

Der brennende Baum. 1913

২. আধুনিক উপকথা

রণাঙ্গনে যখন সন্ধ্যা নামলো
শত্রুরা হলো পরাজিত।
টেলিগ্রাফের তারে তারে
সে সংবাদ ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হলো বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে।

পৃথিবীর এক প্রান্তে
আকাশের গম্বুজে তখন ভেঙে পড়লো করুণ বিলাপ।
আকাশের তুঙ্গতায় ফুলে উঠলো
ক্রোধোন্মত্ত মাতাল মানুষের হতাশা জর্জরিত আর্তনাদ।
হাজারো ঠোঁট অভিপাশে বিবর্ণ
হাজারো হাত ভয়ংকর ঘৃণায় মুষ্টিবদ্ধ।

এবং পৃথিবীর অন্য প্রান্তে
আকাশের গম্বুজে ভেঙে পড়লো তীব্র উতরোল।
বুকের বিস্তীর্ণতায় নিঃশ্বাসের স্বচ্ছ ওঠানামা,
রলোরোলিত অরণ্য উল্লাস।
হাজারো ঠোঁট উত্থিত আদিম প্রার্থনায়
হাজারো হাত বিনীত আনুগত্যের শোভন ভঙ্গিতে।

নিশুত রাতে
টেলিগ্রাফের তার গাইলো
রণাঙ্গনের পড়ে থাকা মৃতের গান…
দেখ দেখ, শত্রু আর সাথীদের বুকে নেমে আসা একই নিস্তব্ধতা

কেবল এখানে ওখানে মায়েদের করুণ বিলাপ।

Moderne Legende. 1914

৩. ফোর্ট ডোনাল্ড রেলপথ তৈরি কুলিদের গান

১

ফোর্ট ডোনাল্ড রেলপথ তৈরি শ্রমিক-ভাই—হেই-ও-হো!
উজান বেয়ে ওরা যেখানে পৌঁছলো অরণ্য সেখানে চিরটা কালই নিশ্চলের মতো দাঁড়িয়ে।
কিন্তু একদিন প্রবল বর্ষণে ওদের চারপাশের অরণ্য একেবারে থৈ থৈ সমুদ্র হয়ে গেলো।
হাঁটু অব্দি জলে ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
ওরা বলাবলি করলো, নিশান্তিকা আর আসবে না
তার আগেই আমাদের সবাইকে ডুবে মরতে হবে,
এবং স্তব্ধ বিস্ময়ে ওরা শুনলো ইরিই বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন।

২

ফোর্ট ডোনাল্ড রেলপথ তৈরি শ্রমিক-ভাই—হেই-ও-হো!
শাবল আর গাঁইতি নিয়ে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা অন্ধকার আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে
কেননা তখন আঁধার ঘনিয়ে উঠেছে, তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র থেকে উঠে আসছে সন্ধ্যা।
না, কোথাও একফালি আকাশও ওদের মনে আশা জাগতে পারছে না।
ওরা বলাবলি করলো, আমরা এখন ক্লান্ত
ঘুমে জুড়ে আসছে চোখের পাতা
এবং কোনো সূর্যই আর আমাদের সে-ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

৩

ফোর্ট ডোনাল্ড রেলপথ তৈরি শ্রমিক-ভাই—হেই-ও-হো!
ওরা আরও বললো : আমরা যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাহলে বিদায়…
কেননা জল আর রাত্রির অতল থেকে যে ঘুম উঠে আসে তা নির্মম,
তাই যূথবদ্ধ মানুষগুলো হয়ে উঠলো চঞ্চল।
একজন বললো : এসো, 'সমুদ্র পাড়ি দেওয়া জনি'র গানটা গাওয়া যাক।

ওরা বললো, ঠিক ঠিক, আমরা তাতে জেগে থাকতে পারবো
ওরা বললো, হ্যাঁ, আমরা ওই গানটাই গাইবো,
এবং ওরা সমুদ্র পাড়ি দেওয়া জনির গানটা গাইতে শুরু করলো।

৪

ফোর্ট ডোনাল্ড রেলপথ তৈরি শ্রমিক-ভাই—হেই-ও-হো!
অন্ধ মূষিকের মতো ওহিওর মাটিতে ওরা সেই অন্ধকার হাতড়ে চলেছে
তবু চিৎকার করে গান গাইছে, যেন ওর মধ্যে থেকেই ভালো কিছু উঠে আসবে,
হ্যাঁ, নইলে ওরা কোনোদিনই এমন তারস্বরে চিৎকার করতো না।
ওরা গাইলো, আহা, আজ রাতে কোথায় আমার জনি
সবাই স্বর মেলালো, আহা, আজ রাতে কোথায় আমার জনি,
এবং ওদের পায়ের নিচে ওহিও ভিজে ঢোল, সমানে চলেছে বৃষ্টি আর বাতাসের তাণ্ডব।

৫

ফোর্ট ডোনাল্ড রেলপথ তৈরি শ্রমিক-ভাই—হেই-ও-হো!
ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা ঠায় জেগে জেগে গাই গাইবে?
অথচ ভোরে জল উঠলো ওদের মাথা ছাপিয়ে, ওদের চাইতে আরও জোরে শোনা গেলো ইরিই বাতাসের ক্রুদ্ধ হুংকার।
ওরা গাইলো, আজ রাতে কোথায় আমার জনি
ওরা বললো, ওহিও এখন ভিজে ঢোল
এবং এই জলই যত নষ্টের মূল যা নিশান্তিকা আর ইরিই বাতাসকে জাগিয়ে রেখেছে।

৬

ফোর্ট ডোনাল্ড রেলপথ তৈরি শ্রমিক-ভাই—হেই-ও হো!
লেক ইরিইর পাশ দিয়ে ওদেরই দিকে ছুটে আসা ট্রেনের শব্দ শোনা গেলো
এলোমেলো ছন্দে গান গেয়ে উঠলো বাতাস

আর দেওদার বন ট্রেনের শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো :
হেই-ও-হো !
ওরা বললো, সেবার সত্যিই নিশাস্তিকা আসেনি
ভোরের আগেই আমরা তলিয়ে গিয়েছিলাম
এবং সেই সন্ধ্যায় বাতাসই আমাদের গেয়ে শুনিয়েছিলো 'সমুদ্র পাড়ি দেওয়া জনি'র গান।

Das Lied der Eisenbahntruppe Von Fort Donald. 1916

৪. একজন শিল্পীর কাহিনী

মেশিনগানের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মাঝেই
নেহার কাস কুঁজ-ওয়ালা উটের পিঠে চড়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে
জলরঙে এঁকে চলেছে একটা সবুজ খেঁজুর গাছের ছবি।

তখনও যুদ্ধ চলেছে। স্বাভাবিকের চাইতে আকাশটা আরও ভয়ংকর নীল।

জংলা-জলায় পড়ে রয়েছে অজস্র মৃতদেহ।
তুমি যে কোনো সময়েই কৃষ্ণাঙ্গদের গুলি করে মারতে পারো।
সন্ধ্যেবেলায় উজ্জ্বল রঙে আঁকতে পারো ওদের ছবি।
মাঝে মাঝে দেখা যায় ওদের হাতগুলো সত্যিই স্মরণীয়।

ভোরের মৃদুল হাওয়ায় নেহার কাস গঙ্গার ওপর ধূসর আকাশের ছবি আঁকে।
সাতজন কুলি ঠেস দিয়ে রাখে ওর ক্যানভাস, চোদ্দজন কুলি
ধরে রাখে নেহার কাসকে,
যে ধীরে ধীরে মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চলেছে
কেননা আকাশটা তখন সত্যিই ভারি সুন্দর।

নেহার কাস রাত্তিরে পাথরের ওপর শুয়ে ঘুমোয় আর শক্ত বলে অভিশাপ দেয়
তবু ওগুলো ওর চোখে সুন্দর মনে হয়

(অভিশাপ দিতে দিতেই) ওগুলোকে ধরে রাখতে চায় ওর ছবিতে।

পেশওয়ারের ওপর গাঢ় রক্তিম আকাশটাকে নেহার কাস সাদা দিয়েই আঁকতে
চায়, কেননা ওর আধারে আর নীল রঙ নেই।
ধীরে ধীরে সূর্য ওকে গ্রাস করে। দেখতে দেখতে
রূপান্তরিত হয়ে যায় ওর হৃদয়।
নেহার কাস অবিরাম এঁকে চলে।

সিংহল আর পোর্ট সৈয়াদের মাঝের সমুদ্রে, পালতোলা জাহাজের খোলের ভেতর
ছোট দুটো ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে এসে পড়া আলোয়
তিনটে রঙ দিয়ে ও এঁকে যায় ওর জীবনের সবচেয়ে সেরা ছবি।
তারপর জাহাজটা যখন ডুবে গেলো, কাস বেরিয়ে এলো বাইরে।
ছবিটার জন্যে ও গর্বিত।
ওটা বিক্রির জন্যে নয়।
Von einem Maler. 1917

৫. রাত্রির মেঘের গান

রাত্রির মেঘেরই মতো বিষণ্ণ আমার হৃদয়
আমি গৃহহীন, আহা, প্রিয়তম আমার !
প্রান্তর আর গাছেদের মাথা ছাড়িয়ে আকাশের মেঘ
যে নিজেই জানে না তার অস্তিত্ব।
চারদিকেই সুদূর প্রসারী দিগন্ত।

রাত্রির মেঘেরই মতো আদিম আমার হৃদয়
যন্ত্রণায় ভরে উঠি, আহা, প্রিয়তম আমার !
আপনা থেকে কে ভরিয়ে তুলবে সারা আকাশ
যে নিজেই জানে না তার অস্তিত্ব।
রাত্রির মেঘ আর বাতাস দুজনেই নিঃসঙ্গ একা।
Das Lied Von Der Wolke Der Nacht. 1918

৬. অভিযাত্রীর গান

সূর্যের শাসন, বৃষ্টির চাবুক আর লুণ্ঠিত আবহাওয়া
তার এলোমেলো ভয়াল চুলে, সে ভুলে গেলো
তার যৌবন, ভোলেনি কেবল যৌবনের স্বপ্ন,
আকাশ নয়, ভুলে গেলো সেই ছাদ যার নিচে সে জন্মেছিলো!

আহা, স্বর্গ থেকে তুমি বিতাড়িত, বিতাড়িত নরক থেকেও,
মর্মঘাতী দুঃখের হন্তারক,
কেন তুমি থেকে গেলে না তোমার মাতৃগর্ভে
যেখানে নিশ্চুপ শান্তিতে তুমি ঘুমিয়ে ছিলে?

তবু সে এখনও খোঁজে অটেমিয়ার ললিত সমুদ্র,
যদিও ওর মা ভুলে গেছে তার মুখচ্ছবি।
বিদ্রূপে, অভিশাপে, কখনও বা অস্ফুট আর্তনাদে
সে কেবলই খুঁজে ফেরে একটু সুখের ঠাঁই।

সুরম্য-কাননে ক্ষত-বিক্ষত, নরকের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়
নিঃশব্দ শুকনো হাসিতে ভরা মুখ।
প্রায়ই সে স্বপ্ন দ্যাখে কেবল ছোট্ট একটা মাঠের
তার ওপরে নীলিম আকাশ, আর কিছু নয়।

Ballade Von den Abentuen. 1918

৭. ফাঁসোয়া ভিলন

ফাঁসোয়া ভিলন ছিলেন গরীব ঘরের সন্তান
তাঁর দোলনাটা দুলতো বসন্তের মৃদুল হাওয়ায়,
যৌবনের দিনগুলোতে—বাতাস আর তুষারের মাঝে
তাঁর মাথার ওপরের আকাশটা ছিলো সত্যিই ভারি সুন্দর।

ফাঁসোয়া ভিলন, যিনি কোনোদিনই খুঁজে পাননি শোবার মতো একটা শয্যা
অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন খোলা হাওয়াই তাঁর বেশি পছন্দ।
স্বর্গের স্বর্ণীল পুরস্কার তাঁকে কোনোদিনই হাতছানি দিয়ে ডাকেনি
বরং আরক্ষীবাহিনীই ভেঙে খান খান করে দিয়েছিলো
তাঁর হৃদয়ের সীমাহীন গর্ব,
তবু তিনি ছিলেন ঈশ্বরেরই আপন সন্তান,
বাতাস আর বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তিনি চলে গিয়েছিলেন বহুকাল আগে।
তাঁর যা কিছু পুরস্কার—শহীদের ফাঁসীর মঞ্চ।

কৌশলে কারগার থেকে পালিয়ে যাবার পর
রাস্তায় ওরা তাঁকে ধরতে পারার আগেই
ফাঁসোয়া ভিলন নিহত হলেন পথের ধুলায়।
তবু আজও
এ পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে তাঁর নির্ভিক হৃদয়,
আবহমান সংগীতের মতো যা কোনোদিনই মরতে পারে না।
Vom Francois Villon. 1918

৮. জলে ডোবা মেয়েটি

জলে ডুবে গিয়ে মেয়েটি খরস্রোতে ভেসে চলেছে
খাড়াই নদী পেরিয়ে প্রশস্ত মোহনার দিকে,
আকাশেব উজ্জল নীলকান্ত মণিটা জলজল করছে
যেন মৃতদেহটার গায়ে ছড়িয়ে দিতে চাইছে কিছু উত্তাপ।

মৃতদেহের চারপাশে জড়িয়ে রয়েছে শেওলা আর সাগর-ঝাঁঝি
যতক্ষণ না ধীরে ধীরে ভারি হয়ে উঠছে কুমারী শরীর,
ওর পায়ের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে চলেছে যত মাছ,
যেন এই সব প্রাণী আর সাগর-ঝাঁঝিই ওর শবযাত্রার সাথী।

সন্ধ্যায় ধোঁয়ার মতো কালো হয়ে উঠলো আকাশ
রাতের আঁধারে তারার আলোরা দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চল,
নিশান্তিকায় আবার ফুটে উঠলো উজ্জ্বল আলো
তবু ওর জন্যে অন্তহীন সকাল-সন্ধ্যার বুঝি আর শেষ নেই।

দেখতে দেখতে পচন শুরু হলো কুমারীর বিবর্ণ মৃতদেহটাতে,
ধীরে ধীরে ঈশ্বরও ওকে সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন,
প্রথমে ওর মুখ, তার পরে হাত, সব শেষে ওর চূর্ণ কুন্তল
এখন ও শুধু গলিত শব অন্য শবের সাথে ভেসে চলেছে স্রোতে।
Concerning of a drawn girl. 1919

৯. মারিয়ের স্মৃতিতে

১

শরতের সে এক নীলিমানিমগ্ন দিন
আমি ওকে নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরেছিলাম তরুণ তমালের নিচে,
জড়িয়ে ধরেছিলাম সলজ্জ-ম্লান নিশ্চুপ প্রিয়তমাকে আমার
আর কোমল একটা স্বপ্নের মতো ও ছিলো আমার দুবাহুর মালায়।

আমাদের মাথার ওপর গ্রীষ্মের উজ্জ্বল আকাশে ছিলো
ভেসে যাওয়া এক স্বচ্ছ মেঘমালা
আশ্চর্য শুভ্র আর ভয়ংকর সুদূর,
এবং যখন মুখ তুলে তাকালাম, সে নেই, উধাও।

২

সেই থেকে কত মাস, কত না দিন নিঃশব্দে ভেসে গেছে
হারিয়ে গেছে নিরুদ্দেশে।
হয়তো সে তমালের বনও এতদিনে কাটা হয়ে গেছে।

আর আমাকে যদি জিগেস করো ওর কি হলো
তাহলে অকপটেই স্বীকার করবো আমি ওকে ভুলে গেছি।
আমি জানি তুমি কি বলবে,
তবু তার মুখ আমি সত্যিই ভুলে গেছি,
কিছুই আর স্পষ্ট স্মরণ নেই কেবল অতীতের সে-চুম্বন ছাড়া।

৩

এমন কি সে-চুম্বনও আমি সম্পূর্ণ ভুলে যেতাম
যদি না মাথার ওপরে থাকতো সেদিনের সেই মেঘ,
যে মেঘ এখনও দেখি, দেখবো চিরটা কাল—
আশ্চর্য শুভ্র, তুষারের মতো ঝরে ঝরে নামে।

হয়তো তমালের বন এখনও পুষ্পিত ঋতুতে ঋতুতে
আর সে নারী সাত সন্তানের জননী,
তবু সে মেঘ পলকের জন্যেও ফুটে উঠেছিলো আকাশে
আর যখনই মুখ তুলে তাকিয়েছি, সে নেই, বাতাসে উধাও।

Erinuerung an die Marie A. 1920

১০. বসন্তদিনে স্তোত্র

১ এখন আমি গ্রীষ্মকে তন্ন তন্ন করে খুঁজি।

২ আমরা কিনেছি কড়া মদ, গিটারে নতুন করে লাগিয়েছি তার। অবশ্য সাদা কামিজ এখনও সংগ্রহ করা হয়নি।

৩ বর্ষায় বেড়ে ওঠা ঘাসেরই মতো সতেজ আমাদের শরীর, মধ্য-শরতে কুমারী মেয়েরা কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। সীমাহীন আনন্দের এই তো সময়।

৪ দিন দিন আকাশ কোমল উজ্জ্বলতায় ভরে ওঠে আর রাতগুলো কেড়ে নেয় তোমাদের দুচোখের ঘুম।

Psalm im Fruhjahr. 1920

১১. প্রিয়তমার জন্যে গান

১ আমি জানি, প্রিয় বান্ধবীরা আমার, উৎশৃঙ্খল জীবন-যাপনের জন্যেই আমার মাথার চুল এমন উঠে যাচ্ছে, আমাকে ঘুমতে হয় পাথরের ওপর। তোমরা দেখ আমি সস্তা মদে চুমুক দিই, বাতাসে নগ্ন হয়ে হাঁটি।

২ অথচ একটা সময় ছিলো যখন আমি ছিলাম পবিত্র।

৩ আমার এক প্রিয়তমা ছিলো, যে আমার চাইতেও বলিষ্ঠ, ঘাসেরা যেমন বলিষ্ঠ ষাঁড়েদের চাইতেও : কেননা ওরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

৪ সে জানতো আমি দুর্বল, তাই আমাকে ভালোবাসতো।

৫ সে আমাকে কখনও জিগেস করেনি পথটা কোথায় গেছে, কোনটে তার পথ। সম্ভবত পথটা পাহাড়ের নিচের দিকেই নেমে গেছে। সে যখন তার দেহটা তুলে দিয়েছিলো আমার কাছে, বলেছিলো—এই সব। আর তার শরীরটা হয়ে গিয়েছিলো আমার।

৬ এখন সে আর নেই, বৃষ্টির পরে মেঘেরই মতো উধাও হয়ে গেছে। আমি তাকে যেতে দিয়েছি, সে নেমে গেছে পাহাড়েব নিচে, কেননা সেটাই ছিলো তার পথ।

৭ অথচ রাত্রে, কখনও কখনও তোমরা যখন আমাকে পান করতে দেখ, আমি দেখি তার মুখ, আমারই দিকে ফেরানো, বাতাসে অস্পষ্ট, অথচ প্রত্যয়ে দৃঢ়। আমি বাতাসেই তাকে অভিবাদন জানাই।

Gesang von einer Geliebten. 1920

১২. আমার মার জন্যে গান

১ যন্ত্রণা শুরু হবার আগে ওঁর মুখটা যেমন ছিলো, সেই মুখ এখন আমার আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। অস্থিসার কপালের ওপর থেকে ক্লান্ত হাতে উনি কালো চুলের গুচ্ছগুলো পেছনে ঠেলে সরিয়ে দিতেন। কেবল শীর্ণ হাতে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার সেই ভঙ্গিটাই আমি যেন এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই।

২ কুড়িটা শীত ওঁকে সমানে শাসিয়ে গেছে, ওঁর কষ্টের কোনো সীমা ছিলো না, মৃত্যুও লজ্জা পেতো ওঁর কাছে ঘেঁষতে। তারপর উনি মারা গেলেন। তখন ওরা আবিষ্কার করলো ওঁর দেহটা ঠিক কোনো শিশুর মতো।

৩ উনি বেড়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণ-অরণ্যে।

৪ মৃত্যুর সময় দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা কঠিন মুখগুলোর মাঝেই উনি মারা গেলেন। দুঃখকষ্টের জন্যে যারা ওঁকে ক্ষমা করলো, মারা যাওয়ার আগে সেই মুখগুলোর মাঝেই উনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

৫ বহু লোক, আমরা ওদের অপেক্ষা করিয়ে রাখার আগেই ওরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলো। আমার যা বলার ছিলো সবাই বলেছি, ওদের আর আমাদের মাঝে কিছুই বলাব বাকি নেই। বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মুখগুলো হয়ে উঠলো কঠিন। অথচ আমরা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোই বলিনি।

৬ হায়, কেন যে আমরা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো বললাম না, বললে ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে যেতো। সত্যিই আমরা জঘন্য, কেননা সহজ শব্দ আমরা চাই না, ওগুলো চাপা থাকে আমাদের দাঁতের নিচে, যখনই হাসি ওগুলো ঝরে পড়ে এবং আমাদের একেবারে হতচকিত করে দেয়।

৭ পয়লা মে, গতকাল সন্ধ্যের দিকে আমার মা মারা গেলেন। এখন আর কেউ ওঁকে নখে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারবে না।

Lied von Meiner Mutter. 1920

১৩. আমার মাকে

এবং উনি যখন মারা গেলেন ওরা ওঁকে কবর দিলো মাটির নিচে
এখন সেখানে ফুল ফোটে, প্রজাপতিরা সারাদিন নেচে বেড়ায়…
উনি এত হালকা যে নিচের মাটি কোনো ভারই অনুভব করেনি
অমন হালকা হয়ে যাবার জন্যে কত যন্ত্রণা যে ওঁকে সহ্য করতে হয়েছে!

Meiner Mutter. 1920

১৪. জন্মেছি অনেক পরে

অকপটেই স্বীকার করছি: আমার
আর কোনো আশা নেই।

কোনো পথ খুঁজে বার করার চেষ্টা নিতান্তই অর্থহীন। আমি দেখেছি।

শেষ সঙ্গীর মতো
ভুলগুলোকে যখন সম্পূর্ণ ব্যবহার করা হয়ে গেছে,
আমাদের মুখোমুখি বসে রয়েছে শূন্যতা।

Der Nachgeborene. 1920

১৫. আমি তোমাকে কোনোদিনই এত ভালোবাসিনি

আমি তোমাকে কোনোদিনই এত ভালোবাসিনি, মা সোয়েয়ার,
যেমন সেদিন বেসেছিলাম সূর্যাস্তে তোমাকে ছেড়ে আসার সময়।
অরণ্য, নীলিম অরণ্য আমাকে ঢেকে ফেলেছিলো, মা সোয়েয়ার,
আর তার মাথার ওপর পশ্চিমে ঝিকমিক করছিলো অস্পষ্ট কয়েকটা তারা।

তোমাকে বলতে পারি, সেদিন আমি অজস্র হেসেছিলাম, মা সোয়েয়ার,
যখন আমার পোড়া কপালটার বিরুদ্ধে খেলতে শুরু করেছিলাম—
ইতিমধ্যে নীলিম অরণ্যে সেই গোধূলি আলোয়
আমার পেছনে সুখগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।
সেদিন সবকিছুই ছিলো আশ্চর্য সুন্দর, মা সোয়েয়ার,
এমন চমৎকার সূর্যাস্ত আর কখনও আসেনি, কখনও আসবেও না—
যদিও সবকিছুই আমি নিঃশেষে পেছনে ফেলে এসেছি
তবু ভুলতে পারছি না সান্ধ্য পাখির ঝাঁকে ভরে ওঠা সেই আরক্ত আকাশ।

Ich hab dich nie je so geliebt. 1920

১৬. ধন্যবাদজ্ঞাপক রমণীয় ঐকতান

১

স্তবগান করো রাত্রি আর অন্ধকারের, যা ঘিরে থাকে তোমাদের চারদিক!
অজস্র ভিড়ে একাকার হয়ে

তাকাও ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে,
ইতিমধ্যেই একটা দিন যা ভরিয়ে তুললো তোমাদের।

২

বন্দনা করো ঘাস আর পশুদের, যারা তোমাদেরই প্রতিবেশী,
তোমাদেরই মতো যারা মরে আর বাঁচে।
তোমাদেরই মতো ঘাস আর পশুদের জীবন।
তোমাদের মতো তাদেরও মৃত্যুর একই রীতি।

৩

স্তবগান করো সেই সব গাছের, অনন্য উল্লাসে যারা গলিত শব থেকে
বেড়ে ওঠে আকাশের নীলে।
স্তবগান করো মাংসাশী গাছের,
এমন কি সেই নীলিম উদার আকাশেরও।

৪

হৃদয়ের অতলান্ত থেকে বন্দনা করো আকাশের অন্যমনস্কতার।
কেননা সে জানে না
তোমাদের নাম কিংবা মুখ,
কেউই জানে না তোমরা এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে কিনা।

৫

স্তবগান করো শীত, অন্ধকার আর এই বিকৃতির।
দূরের দিকে তাকিয়ে দেখ
তোমাদের দিকে কেউ আদৌ ফিরে তাকাচ্ছে না।
তাই একটুকু বিচলিত না হয়ে তোমরা অনায়াসেই মরতে পারো।
Grosser Dankchoral. 1921

১৭. স্তোত্র

১ সাদা জল যখন আমাদের গলা পর্যন্ত পৌঁছলো আমরা একবারও চোখের পাতা বন্ধ করিনি,

২ গাঢ় বাদামী রঙের সন্ধ্যে যেমন আমাদের কুরে কুরে খায় ঠিক তেমনি ভাবে আমরা চুরুটে দম দিলাম,

৩ আকাশে তলিয়ে যাবার সময় আমরা একবারও না বলিনি।

৪ জল কাউকেই বলেনি যে ওরা আমাদের গলা পর্যন্ত পৌঁচেছিলো,

৫ আমাদের এই কিছু না-বলার সম্পর্কে কাগজে কোনো খবরও ছিলো না,

৬ তলিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কোনো চিৎকারই আকাশ শুনতে পায়নি।

৭ সুতরাং ভাগ্যবান মানুষের মতো আমরা বড় পাথরটার ওপর বসে রইলাম,

৮ সুতরাং যেসব মুনিয়া আমাদের নীরব সুখগুলো সম্পর্কে বলাবলি করছিলো আমরা তাদের হত্যা করলাম।

৯ পাথরগুলো সম্পর্কে কে আর কবে বলতে যায় ?

১০ কে আর জানতে চায় আমাদের কাছে জল সন্ধ্যা আর আকাশের প্রকৃত অর্থ কি ?

Psalm. 1921

১৮. প্রথম আগমনী

১ কালো জমির উত্তল মুখ রাত্রিতে কি ভয়াবহ !

২ পৃথিবীর ওপরে মেঘমালা, ওরাও এ পৃথিবীর। মেঘের ওপারে আর কিছু নেই।

৩ পাথুরে জমির ওপর নিঃসঙ্গ গাছটার নিশ্চয় এ বোধ আছে যে সবই নিষ্ফল। সে কখনও গাছ দেখেনি। এখানে আর অন্যকোনো গাছও নেই।

৪ আমি কেবল ভাবি, রাত্রিতে খসে পড়ার আগে যখন গলিত নক্ষত্র একা একা ডুবে যায়, আমাদের কোনো কিছু লক্ষ্য না করাই ভালো।

৫ উষ্ণ বাতাস এখনও ক্যাথলিকের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করে।

৬ আমি আশ্চর্য পরিত্যক্ত। আমার ধৈর্য নেই। আমাদের আস্তিক নিঃস্ব অনুজ্জ পৃথিবী সম্পর্কে বললো : এতে কিছুই এসে যায় না।

৭ ছায়াপথ থেকে দ্রুত আমরা ছুটে যাই নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। পৃথিবীর মুখে এক আশ্চর্য প্রশান্তি। হৃদয় আমার অসহ্য স্পন্দিত। তাছাড়া আর সবই শান্ত।

Der erste Psalm. 1921

১৯ দ্বিতীয় আগমনী

১ স্বচ্ছ রঙ সূর্যের নিচে উজ্জ্বল পুবালী আকাশ, মধ্যরাত্রি শেষে নিশ্বাসের সহজ স্বচ্ছতা, একরাশ বাতাস ঝলকে ঝলকে ওদের জড়ায় যেন শবাচ্ছদনে ঢাকা, ফুসেন থেকে পাসাউ অবধি মাঠেরা বিছিয়ে রাখে তাদের জীবন-তৃষ্ণার অমিত প্রসার।

২ থেকে থেকে দুধ আর যাত্রিবোঝাই ট্রেনগুলো ভাঙে ফসলের মাঠ। অথচ মেঘগর্জনকে ঘিরে দাঁড়ানো স্তব্ধ বাতাস, নিশ্চল মাঠের তপ্ত নিদাঘ আর জীবাশ্মের মাঝে দীপ্ত আলোক।

৩ মাঠের ওপর কদর্য দেহরেখা, জীবাশ্মের মাঝে মন্থর ম্লান মুখে কাজ করে।

৪ ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবী যা দেবে রুটি, বাদামী স্তন, যার দুধ প্রবেশ করবে আমাদের অন্তস্থলে। অথচ উজ্জ্বল গাছের আগায় বাতাসের কি দরকার?

৫ বাতাস দেয় মেঘ, যার বৃষ্টি নামবে লাঙলের মাঠে, আসবে রুটি। এখন আমরা কামনায় জন্ম দিই শিশু, রুটির জন্যে ক্ষুধিত লোলুপ।

৬ এখন গ্রীষ্ম। উজ্জ্বল গাঢ় বাতাস উত্তেজিত করে তোলে মাঠ, স্নিগ্ধ গন্ধের বাঁধ ভাঙে জ্যৈষ্ঠের শেষে। দক্ষিণের পাহাড়ি পথে দাঁত-কিড়মিড়ে উলঙ্গ মানুষের বিশাল ছায়ামিছিল।

৭ কুটিরে কুটিরে নিশীথ প্রদীপের শিখা যেন রূপালী মাছ।

Der zweite Psalm. 1921

২০. তৃতীয় আগমনী

১ গ্রীষ্মে জলের বুক থেকে তুমি টেনে আনলে আমার কণ্ঠস্বর। শিরায় শিরায় আমার রঙিন মদ। হাত আমার রক্তমাংসের।

২ ঝিলের জল পাকায় আমার চামড়া, আমি হিজলের মতো কঠিন, হয়তো আমি তোমাদের সঙ্গে শয্যায় বেশ ভালোই থাকবো, নারী।

৩ পাথরের গায়ে আরক্ত সূর্যে আমি গিটার ভালোবাসি। পশুর অন্ত্রে তৈরি, পশুরই মতো উদ্দাম ব্যাঞ্জোর সুর।

৪ গ্রীষ্মে আমার সম্পর্ক আকাশের সাথে, আমি তাকে বলি ছোট্ট, নীলিম, উজ্জ্বল, আরক্ত গাঢ়, ও আমাকে ভালোবাসে। এও এক সমকামিতা।

৫ লজ্জায় সে বিবর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমি আমার অন্ত্রের পশুটাকে উৎপীড়ন করি, আর মাঠের অবৈধ সংগমের অনুকরণে আমরা দুজন ঘুমিয়ে পড়ি।

Der dritte Psalm. 1912

২১. চতুর্থ আগমনী

১ এখনও জনতা কি আশা করে আমার কাছে ?
আমি তো ধৈর্যের সমস্ত বাঁধই দিয়েছি ভেঙে, দূর করেছি বুনো চেরির মদ,
আগুনে পুড়িয়েছি যত বই
ভালোবেসেছি সব নারীদেরই যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ছড়িয়ে দিয়েছে
সিন্ধুঘোটকার মতো নোংরা গন্ধ !
এখন আমি মহাজ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষ, কানটা আমার এমনই গলে এসেছে বুঝি খসে পড়বে। তবু এখনও শান্তি নেই কেন ? কিসের আশায় এখনও জনতা বিশ্রী বেতের ঝাঁপির মতো উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে ? আমি তো সহজ করেই মানিয়ে নিয়েছি, আমার আর আশা করবার কোনো দরকার নেই সলোমনের গান।
পুলিসকে আমি লেলিয়ে দিয়েছি ক্রেতাদের বিরুদ্ধে।
যাকেই তুমি খোঁজো না কেন অন্তত আমাকে নয়।

২ আমার ভাইয়েদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে অভিজ্ঞ, এবং এ সবকিছু বেশ ভালোই খেলে আমার মাথায়।
আমার ভাইয়েরা নিষ্ঠুর, আমি তাদের চেয়েও নৃশংসতম নিষ্ঠুর
এবং সে আমি যে রাত্রে কাঁদি !

৩ অনুশাসনের টেবিলে ভাঙে নষ্টামি।
কেউ ঘুমোতে পারে না তার বোনের সঙ্গে, এবং আদৌ না।
হনন অনেকের জন্যে অত্যন্ত কষ্টের
কবিতা লেখাটা নিতান্তই সাধারণ তুচ্ছ একটা কিছু।
যেহেতু সবকিছুই অনিশ্চিত, বিপদের আশংকায় অজ্ঞ অনেকেই সত্যি বলতে চায়।
বেশ্যারা শীতের জন্যে জরিয়ে রাখে মাংস
এবং শয়তানটা আর বহন করে না তার সবচেয়ে সুন্দরতম মানুষটিকেও।
Der Vierte Psalm. 1921

২২. নিদারুণ ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে তিক্ত অভিযোগের পর

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামীকাল দিনটা ভারি চমৎকার হবে
বৃষ্টি-বাদলার পর উঠবে রোদ-ঝলমলে সূর্য
আমার পাশের বাড়ির প্রতিবেশীটি ভালোবাসবে তার মেয়েকে
আর আমার যে শত্রু সে লোকটা সত্যিই খুব খারাপ।
সন্দেহ নেই যে
অন্য যে কোনো লোকের চাইতে আমি বেশ ভালো।
তাছাড়া আমি কখনও কাউকে বলতে শুনিনি—
সবকিছু ভালো হতে
কিংবা মানব-সমাজ ক্রমশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে
অথবা এমন কোনো নারী নেই যাকে একজন পুরুষ তৃপ্তি দিতে পারে।
এ সবকিছুর মধ্যে
আমি প্রশস্ত-মনা, আরও বিশ্বস্ত এবং অতৃপ্তির চাইতে কিছুটা বিনীত
অবশ্য এ সবকিছুর
আমি প্রায় কিছুই প্রমাণ দিতে পারবো না।
Brief nn die mestizen, da erbittort klage gefuhrt wurde gegen die unwirtliohit. 1922

২৩. মস্কোবাসী জনৈক ভদ্রলোককে প্রথম পত্র

'হ্যাঁ' আর 'না'-র মধ্যে
কারুর খুব বেশি একটা গোঁড়ামি থাকা উচিত নয়
ও দুটোর মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত নেই।
সাদা কাগজের ওপর লিখে যাওয়াটা খুবই ভালো জিনিস,
ঠিক তেমনি ভালো—খাওয়া আর ঘুমনো।
মসৃণ ত্বকের ওপর স্বচ্ছ জলের ধারা
বাতাস
পরিষ্কার জামা কাপড়
তারপব অ আ ক খ
আব কোমল অনুভূতিগুলোকে উন্মুক্ত করে দেওয়া।
গলায়-দড়ি-দেওয়া কোনো মানুষের ঘরে এটা শোভন নয়
ফাঁস সম্পর্কে কারুর কিছু বলা।
জঘন্য আঁস্তাকুড়ে
কাদা আর গোবরের মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে যাওয়াটা নিতান্তই বোকামি
আঃ,
কেউ একজন
যে নক্ষত্রখচিত আকাশেব কল্পনায় মগ্ন থাকতে পারে
তাব সত্যিই উচিত মুখ বন্ধ করে থাকা।
Au di' Menschenfre:ser, briefe an die Moskaur. 1922

২৪. মস্কোবাসী জনৈক ভদ্রলোককে আরও একটি সতর্কবাণী

তিফলিস্ থেকে ফিরে আসা যে কেউ আমাকে খুন করতে পারে।
তারপর একটা দিন
বাতাসে বিবর্ণ হতে হতে মিলিয়ে যাবে
কেঁপে উঠবে ঘাসের কয়েকটা শিস, যা বহুকাল আগেই আমি লক্ষ্য করেছি

সব শেষে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
একজন মৃত মানুষ যার বিশেষ বন্ধু ছিলাম আমি
তার এমন কেউ নেই যে বলতে পারে সত্যিই তাকে কেমন দেখতে ছিলো।
আমার তামাকের ধোঁয়া
যা ইতিমধ্যেই অযুত আকাশের মধ্যে দিয়ে
এঁকে বেঁকে ওপরে উঠতে শুরু করেছে
হারিয়ে ফেলেছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস
এবং তা ক্রমশ
ওপরে উঠছে তো উঠছেই।

Brief an die Moskauer eine weitere Ermahnung, 1922

২৫. ইস্টারের ঠিক আগের মুহূর্তে কালো শনিবারের জন্যে গান

বসন্তে সবুজ একটা আকাশের নিচে প্রায় বর্বর উন্মত্ত আদিম
অনন্ত বাতাসকে আমি সমাহিত করলাম নিজেরই মধ্যে
যখন আমি প্রবেশ করলাম শহরের কদর্য অন্ধকারে,
নিজেরই মধ্যে বহন করে নিয়ে চললাম হিমেল জনশ্রুতির সাজসজ্জা।

রাস্তার শানবাঁধানো পাথরের পশুতে আমি নিজেকে ভরিয়ে তুললাম
নিজেকে ভরিয়ে তুললাম জল আর কান্নার উৎচকিত আর্তনাদে,
অথচ সে তুলে ধরলো আমার হালকা হিমেল দেহ,
আঃ, কি পরিপূর্ণ অতপ্ত আর গভীরতাবিহীনই না আমি!

যথার্থই ওরা হানা দিলো আমার দেওয়ালের কোটরে কোটরে
ঘৃণ্য, আমাকে আবার টেনে বার করলো ঘরের ভেতর থেকে
কিছুই ছিলো না আমার মধ্যে, কেবল অজস্র দূরত্ব আর নিস্তব্ধতা ছাড়া,
নিতান্তই ছেঁড়া কাগজ, চিৎকার করে ওরা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

অসহ্য যন্ত্রণায় আমি আছড়ে পড়লাম দু ঘরের মাঝের

একটা ফাঁকা জায়গায়, উল্লসিত কোমল বাতাস
আরও কোমল হয়ে বহে গেলো আমার ঘরের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে,
তখনও তুষার পড়ছিলো, রিমঝিম বৃষ্টি ঝরছিলো আমাব গভীর সত্তায়।

শুভ্র মেঘেদের চেয়ে ভঙ্গুর, স্বচ্ছ বাতাসের চেয়ে আশ্চর্য লঘু!
হয়তো বা অদৃশ্য! হালকা, নিষ্ঠুর আর বিবর্ণ সময়,
ঠিক যেন আমারই লেখা কোনো কবিতা, আমি উড়ে চললাম
আকাশের মধ্যে দিয়ে কিছুটা দ্রুত ডানার আশ্চর্য একটি ছন্দে।

Lied am Schwarzen Sa.nstag in dec Elften Stunde der Nacht Vór Ostern. 1922

২৬. বেচারি বে. ব্রে

আমি বের্টোল্ট ব্রেশ্ট, এসেছি কালো অরণ্যের দেশ থেকে।
মা যখন আমাকে নিয়ে চলে এলেন শহরে
আমি ছিলেম তাঁর গভীর সত্তায়। আর আমৃত্যু
আমার শিরা উপশিরায় থেকে যাবে অরণ্যের সেই হিমেল শিহরণ।

পিচ-বাঁধানো এই শহরে আমি বেশ মানিয়ে গেছি।
শুরু থেকেই মুমূর্ষুর প্রতিটা মন্ত্রে আমি সুসজ্জিত :
খবরের কাগজ, তামাক আর মদ!
সন্দেহপ্রবণ, অলস এবং পরিশেষে তুষ্ট মানুষ।

লোকেদের সঙ্গে বেশ ভাবসাব রাখি। অন্য সবাইয়ের মতো
মাথায় হালফ্যাশনের শক্ত টুপি পরি। আমি বলি :
ওরা সব অবিকল এক একটা গন্ধমূষিক, আরও যা বলি
তাতে কি কিছু এসে যায়? কেননা আমি নিজেও তো তাই।

কোনো কোনো সকালে আমি আমার দোলানো খালি চেয়ারটায়

দু একজন নারীকে এনে বসাই এবং খুশির চোখে
ওদের দিকে অপলক তাকিয়ে বলি : আমার মধ্যে
খুঁজে পাবে সেই ধরনের মানুষ, যাকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না।

সন্ধ্যার ঝোঁকে আমার চারপাশে কিছু লোকজনদের জড়ো করি,
পরস্পরকে 'ভদ্র মহোদয়' বলে সম্বোধনও করি।
ওরা আমার টেবিলে পা তুলে দিয়ে বলে : শীগগির
আমাদেরও সুদিন আসছে। আমি অবশ্য আর জিগেস্ করি না : কবে ?

ভোরের আগে নিশান্তিকার অস্পষ্ট আলোয় পাইন ঝরায় শিশির,
আর গাছেদের উকুন, পাখিরা শুরু করে দেয় চেঁচামেচি।
প্রায় সেই সময় আমি সরাইয়ে শেষ পানপাত্রে চুমুক দিই,
তারপর সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েই ঘুমতে যাই।

আমরা অর্বাচীন, নির্বোধ, এমন সব বাড়িতে বাস করি
যেগুলো ধ্বংসেরও অতীত (এমনি ভাবেই আমরা গড়ে তুলেছি
মানহাট্টান দ্বীপের বিশাল কোঠাগুলো, বানিয়েছি ছোট ছোট শুঁড়ের
বাহার, যেগুলো অতলান্তিকে সমুদ্র-সীবনের মধ্যেও হাসে।)

এইসব শহরের মধ্যে টিঁকে থাকবে যা ওদের মধ্যে দিয়ে
ঘুরে যায়, হাওয়া। বাড়িটা খুশি করে তার হাঘরে ভাড়াটেদের,
তারপর খালি করে দেয়। আমরা জানি
আমরা কেবল সাময়িক, আমাদের পরেও যারা আসবে, নগণ্য তারাও।

আসন্ন ভূমিকম্পের দিনে, আশা রাখি ভার্জিয়ান তামাকের
চুরটটা আমি তিক্ততায় নিভতে দেবো না।
আমি বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট সেই দীর্ঘদিন আগে যখন মায়ের পেটে ছিলাম
কালো অরণ্যের দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে এসেছি এই পিচ-বাঁধানো শহরে।

Vom Armen B. B. 1924

২৭. আমি শুনি

আমি শুনি
বাজারে ওরা আমার সম্পর্কে বলাবলি করে
আমি নাকি বিশ্রী ভাবে ঘুমোই
অথচ আমার শত্রুরা দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে,
ওরা বলে আমার বান্ধবীরা সব সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়
অথচ আমার বৈঠকখানায় লোকজন যারা অপেক্ষা করছে
তারা সবাই হতভাগ্য মানুষটার বন্ধু বলেই পরিচিত।
অচিরেই
তুমি শুনতে পাবে
আমি যে শুধু ভালো খাচ্ছি-দাচ্ছি তাই নয়
নতুন নতুন সব পোশাকও পরছি
কিন্তু সব চাইতে যা খারাপ :
নিজেই লক্ষ্য করছি
দিন দিন মানুষের কাছে আমি হয়ে উঠছি রুক্ষ।

Ich hore. 1925

২৮. মা বেমলেন

মা বেমলেনের একটা পা কাঠের
ফলে এক পায়ে জুতো পরে উনি স্বাভাবিক ভাবে
হাঁটতে পারেন না। আমরা যদি সুসন্তান হতাম
ওঁকে দেখাশোনা করার সুযোগ পেতাম।

ওঁর কাঠের পায়ে পেয়ালা ঝোলানোর মতো একটা আংটা আছে
সেখানে উনি ঝুলিয়ে রাখেন ঘরের চাবি
যাতে বাইরে থেকে ঘরে ফিরে আসার পর
অন্ধকারেও চাবিটা খুঁজে পেতে ওঁর কোনো অসুবিধে না হয়।

মা বেমলেন যখন পথে পথে ঘুরে বেড়ান
আর ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কোনো উদ্বাস্তুকে
উনি সিঁড়ির নিচের বাতিটা সবার আগে নিভিয়ে দেন
তারপর খুব সন্তর্পণে খোলেন ঘরের দরজা।
Mutter Beimlen. 1925

২৯. অতিথি

গৃহস্বামিনী অতিথিকে জিগেস করেন বাইরে রাত্রি নেমেছে কি না।
সাত সাতটা বছরের গল্প এক নিমেষেই শেষ হয়ে যায়।
অতিথি শুনতে পায় অঙ্গিনায় কারা যেন মুরগী জবাই করছে
এবং সে ভালো করেই জানে এ সবের পেছনে রয়েছে কেবল একজনই।

আগামী কালে তার কপালে আদৌ মাংস জুটবে কিনা কে জানে
উনি বললেন—পেট ভরে খাও। সে বললো—আর পারছি না।
এখানে পৌঁছনোর আগে কোথায় ছিলে?—নিরাপদে।
এখন আসছো কোথা থেকে? কাছেরই একটা শহর থেকে।

তারপর সে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। কেননা সময় বয়ে যাচ্ছে।
গৃহস্বামিনীর দিকে তাকিয়ে অতিথি হাসলো, বললো: বিদায়।
ওঁর উষ্ণ মুঠোর মধ্যে থেকে তার হাতদুটো ধীরে ধীরে খসে পড়লো,
উনি তখনও তাকিয়ে রয়েছেন তার জুতোয় লেগে থাকা অপরিচিত
ধুলোর দিকে।
Der Gast. 1926

৩০ শহরের উপকণ্ঠে সমবেত আট হাজার নিঃস্ব মানুষ

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সবচেয়ে বড় শহরটায়
আট হাজার মানুষ আমরা সবাই ক্ষুধার্ত

আট হাজার মানুষ আমাদের খাবার কিছু নেই
আট হাজার মানুষ আমরা খাবার চাই।

জানলা থেকে সেনাধ্যক্ষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন
চেঁচিয়ে বলেলন—তোমরা এখানে সমবেত হতে পারো না
ভালো মানুষের মতো শান্ত ভাবে সবাই ঘরে ফিরে যাও
যদি কিছু বলার থাকে লিখে জানাও।

খোলা রাস্তায় আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম :
'ভেঙে পড়ার আগে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের খেতে দেবে।'
কিন্তু কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকালো না
অথচ আমরা দেখলাম ওদের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে।

শেষ পর্যন্ত সেনাধ্যক্ষ নিজেই এলেন।
আমরা ভাবলাম উনি বুঝি আমাদের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করেছেন।
সেনাধ্যক্ষ এসে বসলেন একটা মেশিনগানের ওপর।
আর উনি যা রাঁধার ব্যবস্থা করেছেন তা হলো ইস্পাত।

সেনাধ্যক্ষ বললেন : সংখ্যায় তোমরা তো দেখছি অনেক
এবং সরাসরিই উনি গুনতে শুরু করে দিলেন।
আমরা বললাম : এখানে যাদেরকে দেখছেন সংখ্যায় আমরা তত জনাই
এবং আজ সারাদিন পেটে একটা দানাও পড়েনি।

এ শহরে আমাদের মাথা গোজার মতো কোনো ঠাঁই নেই
কামিজগুলো যে পরিষ্কার করবো তেমনও কোনো সুযোগ পাইনি।
আমরা বললাম : আর অপেক্ষা করতে পারছি না।
সেনাধ্যক্ষ বললেন : সে তো খুব স্বাভাবিক।

আমরা বললাম : সবাই এভাবে মরতে পারি না

সেনাধ্যক্ষ বললেন : কেন নয় ?
সেই কথা শুনে যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো সারা শহর
ঠিক তখনই আমরা প্রথম শুনতে পেলাম গুলির শব্দ।

Achttausend Arme Leute Kommen Vor Die Strd. 1926

[বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আট হাজারেরও বেশি খনিশ্রমিক যখন বুদাপেস্ট শহরের উপকণ্ঠে উন্মুক্ত সালগোতারজান সড়কের ওপর সমবেত হয়েছিলো, প্রথম দুটো রাত তাদের না খেয়েই কাটাতে হয়েছিলো। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিলো যেভাবেই হোক বুদাপেস্ট শহরে প্রবেশ করবে, তাতে যদি রক্তপাত ঘটে তবুও, কেননা তাদের তখন হারাবার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। অথচ সেনাবাহিনীর ওপর কড়া নির্দেশ ছিলো কোথাও যদি শান্তি ভঙ্গের এতটুকুও আভাস পাওয়া যায় ওরা যেন সরাসরি গুলি চালায়।]

৩১. মাইকের জন্যে কয়লা

আমি শুনেছি
এ শতাব্দীর শুরুতে
ব্রেকম্যান মাইক ম্যাকয়ের বিধবা স্ত্রী, মেরী ম্যাকয়
কি ভাবে ওহিওর বিডওয়েলে
চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতো।

অথচ ব্রেকম্যানরা প্রতিদিন রাত্রে
'ঘোরানো রেলপথ'-এ প্রচণ্ড শব্দে চলে যাওয়া ট্রেন থেকে
সংরক্ষিত বেড়ার ওপারে আলুর ক্ষেতে
কিছু কয়লার চাঁই ফেলে দিয়ে সংক্ষেপে
রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে বলতো :
মাইকের জন্যে !

এবং প্রতিদিন রাত্রে
যখনই মাইকের জন্যে কয়লার চাঁই এসে আছড়ে পড়তো
কুঁড়েঘরের পেছনের দেওয়ালে

অন্ধকারে গুড়ি মেরে উঠে আসতো এক বৃদ্ধা নারী,
ঘুমে মাতাল, ওভারকোটা চাপিয়ে কুড়িয়ে জড়ো করতো কয়লার চাঁই,
মৃত হলেও ভুলে-না-যাওয়া মাইকের জন্যে ব্রেকম্যানদের উপহার।

তাই ভোর হবার অনেক আগেই উঠে বৃদ্ধা
পৃথিবীর চোখের আড়াল থেকে সরিয়ে ফেলতো সে উপহার
যাতে 'ঘোরানো রেলপথ'-এর ব্রেকম্যানরা
কোনো বিপদে না পড়ে।

ওহিওর কয়লা-ট্রেনের ব্রেকম্যান, মাইক ম্যাকয়,
(দুর্বল ফুসফুসজনিত রোগে যে মারা গেছে)
তার অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের প্রতি
বন্ধুসুলভ আচরণের জন্যে এই কবিতাটি উৎসর্গীত।
Kohlen Fur Mike. 1926

৩২. যারা শহরে বাস করে তাদের জন্যে দশটি কবিতা : এক

স্টেশনে তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবাব পর
কোটের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে সাত সকালে তুমি প্রবেশ করলে শহরে
একটা ঘরের খোঁজে,
তারপর কোনো বন্ধু যখন কড়া নাড়লো তোমার দরজায় :
না না, খুলো না, খুলো না দরজা—
বরং
মুছে ফেলো তোমার পায়ের চিহ্ন।

হামবুর্গ কিংবা অন্য কোথাও যদি তোমার বাবা মাব সঙ্গে দেখা হয়
অচেনা মানুষের মতো তুমি ওঁদের অতিক্রম করে যেও
হারিয়ে যেও পথের বাঁকে ওদের চেনার চেষ্টা কোরো না

ওঁদেরই দেওয়া টুপিটায় ঢেকে ফেলো চোখ
না না, দেখিও না, দেখিও না তোমার মুখ—
বরং
মুছে ফেলো তোমার পায়ের চিহ্ন।

ওখানকার মাংসে ভাগ বসাও। নিজেকে সীমিত কোরো না কোথাও।
বৃষ্টি এলে যে কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়ো
টেনে নাও যে কোনো একটা চেয়ার
কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ওখানে বোসো না। ভুলে যেও না টুপিটার কথা।
আমি বলি :
তুমি বরং মুছে ফেলো তোমার পায়ের চিহ্ন।

যা কিছু বলো না কেন, কখনও দুবার বোলো না
যদি অন্য কারুর মধ্যে কখনও খুঁজে পাও তোমার আদর্শ, সরাসরি অস্বীকার কোরো।
যে মানুষ কখনও কিছুতে সাক্ষর করেনি, রেখে যায়নি কোনো ছবি
যে ওখানে ছিলো না, যে কখনও কিছুই বলেনি,
কেমন করে ওরা ওকে ধরবে ?
তুমি বরং মুছে ফেলো তোমার পায়ের চিহ্ন।

তুমি যখন মৃত্যুর কথা ভাবো, স্পষ্টই দেখতে পাও
তুমি যেখানে শুয়ে রয়েছো সেই কবরে
তোমাকে ভর্ৎসনা করার মতো স্পষ্টাক্ষরে খোদাই করা নেই কোনো স্মৃতিস্তম্ভ,
এমন কি মৃত্যুর বছরটাও তোমাকে নিয়ে গেছে অনেক অনেক দূরে।
তবু আর একবার বলি :
মুছে ফেলো তোমার পায়ের চিহ্ন।

(এই সব ওরাই আমাকে শিখিয়েছিলো।)

৩৩. যারা শহরে বাস করে তাদের জন্যে দশটি কবিতা : তিন

আমরা চাই না তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও
আমরা চাই না তোমাদের উনুনগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিতে
আমরা চাই উনুনের ওপর পাত্রটা বসানো থাক।
বাড়ি উনুন পাত্র—সবই থাক
কেবল তুমি ধোঁয়ার রেখার মতো আকাশে মিলিয়ে যাও
যাকে কেউ আর কখনও ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

তুমি যদি আমাদের আঁকড়ে ধরতে চাও
আমরা দূরে সরে যাবো,
যদি তোমার স্ত্রী কেঁদে ভাসায়
আমরা মুখের ওপর টুপিগুলো টেনে দেবো,
কিন্তু নাৎসিরা যখন তোমায় খুঁজতে আসবে
আমরা সরাসরি তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলবো : হ্যাঁ, এই লোকটাই।

আমরা জানি না ভবিষ্যতে কি ঘটবে, নিশ্চয়ই শুভ নয়
তবু তোমাকে আমরা আর চাই না।
যতক্ষণ না তুমি চলে যাচ্ছো
এসো, দরজা-জানলার পরদাগুলো টেনে দিয়ে আগামীকালকে ঠেকিয়ে রাখি।

শহরগুলোকে পালটে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে
কিন্তু তোমার পালটে যাওয়া চলবে না।
আমরা পাথরের সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত
কিন্তু তোমাকে খুন করবোই
কোনো মতেই তোমাকে আমরা বাঁচতে দেবো না।
যত মিথ্যেই হোক না কেন আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবো
কোনোকালেই তোমার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না।

(ঠিক এমনি ভাবে আমরা আমাদের বাবাদের সম্পর্কেও বলাবলি করি।)
Aus einem Lesebuch Fur Stadtebewohner. 1920

৩৪. শহুরে পাঠকদের জন্যে কবিতাগুচ্ছ : এক

শহরগুলো গড়া হয়েছে তোমাদের জন্যে।
ওরা তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্যে উদ্গ্রীব।
বাড়ির দরজাগুলো সব হাট হাট খোলা।
টেবিলে সাজানো রয়েছে খাবার।

যেহেতু শহরগুলো বড়
বিশেষজ্ঞরাই বানিয়েছে তার নকশা—
যারা জানে না অনুষ্ঠানসূচী, তাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে
স্পষ্ট করেই দেখানো হয়েছে সহজতম পথ।

যেহেতু কেউ জানে না ঠিক তুমি কি চাও
সবাই আশা করে সাজসজ্জার জন্যে তুমি অবশ্যই কিছু না কিছু বলবে।
এখানে ওখানে
এমন দু-একটা জিনিস থাকতে পারে
যা হয়তো তোমার রুচির সঙ্গে মিলবে না
তবু তোমার আঙুল ওঁচানোর আগেই
ওরা আবার সব ঠিক করে দেবে।

সংক্ষেপে
তোমার জন্যে যথাসাধ্য করা হবে।
এখন সবকিছুই সম্পূর্ণ প্রস্তুত,
কেবল যা
তোমার এসে পৌঁছনোটাই বাকি।

৩৫. শহুরে পাঠকদের জন্যে কবিতাগুচ্ছ : দুই

আসুন! কি ব্যাপার, এত দেরি করলেন যে? দাঁড়ান
এক মিনিট! না না, আপনি নন!

তুমি এখন বিদেয় হতে পারো, আমরা তোমাকে খুব ভালো করেই চিনি,
তোমার এখানে ঠেলেঠুলে ঢোকার চেষ্টাতে খুব একটা লাভ হবে না।
থামো ! এখন কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছো ?
আপনাদের মধ্যে কেউ অনুগ্রহ করে কি ওকে দুটো ঘুষি মারবেন ?
হ্যাঁ, ঠিক আছে :
এবার ওর মাথায় ঢুকেছে।
কি, এখনও ঘ্যানঘ্যান করছে ?
ঠিক আছে, তাই করতে দিন, বরাবরই ও অমন ঘ্যানঘ্যান করে।
তবে ও যদি ভেবে থাকে ছোটখাটো প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেই অহেতুক গোলমাল
পাকাবে, তাহলে ওকে আবার দুটো ঘুঁষি দিন
এবং আপনাদের যেখানে যেমন খুশি।
ওকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেবার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে
স্বচ্ছন্দে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন, আমরা
ওকে গ্রহণ করবো।

৩৬ শহুরে পাঠকদের জন্যে কবিতাগুচ্ছ : চার

অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই
খালি ঘরের দেওয়ালগুলোকে চুনকাম করে ফেলা হয়
ওদেরকে আর দেখা যায় না কোথাও।
অন্যের রুটিতে ওরা ভাগ বসায়, একই গভীর
দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদের প্রণয়িনীরা শোয় অন্য পুরুষের সাথে।
রোদ ঝলমলে ভোরের সোনালী আলোয় দেখা যায় অন্য সব মুখ,
আগের মতো একই জানলায় ঝোলে
জামা কাপড়।

৩৭. শহুরে পাঠকদের জন্যে কবিতাগুচ্ছ : আট

আমি ওঁকে বললাম উঠে যাওয়ার জন্যে।
সাত সপ্তা ধরে উনি এই ঘরটায় বাস করে আসছেন
এবং চান না উঠে যেতে।
আমার কথা শুনে উনি হেসে উঠলেন, ভাবলেন
আমি বোধহয় ঠাট্টা করছি।
সেদিনই রাত্তিরে উনি যখন বেড়িয়ে ফিরে এলেন
দেখলেন তল্পিতল্পা সব নামানো রয়েছে সিঁড়ির নিচে।
এতে উনি সত্যিই মর্মাহত হলেন।

Zum Lesebuch Fur Stadtebewohner Gehorige Gedichte. 1926

৩৮. উচুর তলার লোকজনদের প্রতি একটি নির্দেশ

রাইফেলধ্বনির মাধ্যমে
যেদিন অজানা সৈনিককে কবর দেওয়া হয়েছিলো
সেই একই দ্বিপ্রহরে
লণ্ডন থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত
বারোটা দুই থেকে বারোটা চার
নিটোল এই দু মিনিটের জন্যে
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো সমস্ত কাজ
কেবল সেই অজানা মৃত সৈনিকটিকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে।

ঠিক তেমনিভাবে
উপচে-ওঠা মহাদেশগুলোর বড় বড় শহর থেকে
হয়তো এই একই নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে
অজানা শ্রমিককে সম্মান জানানোর স্মারকচিহ্ন হিসেবে।
যানবাহনের জটপাকানো ভিড়ে হারিয়ে-যাওয়া কোনো মানুষ

যার মুখ কেউ কখনও লক্ষ্য করেনি
যার নাম পর্যন্ত কখনও স্পষ্ট উচ্চারিত হয়নি
এমন একজন মানুষ
আমাদেরই সবার স্বার্থে যার স্মরণ-উৎসব পালন করা উচিত
বেতারের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো উচিত :
"অজানা একজন শ্রমিকের জন্যে"
এবং
তামাম দুনিয়া জুড়ে
মানবজাতির সবাই থামিয়ে দেবে তাদের কাজ।

Anleitung fur die Oberen. 1927

৩৯. ধানবোঝাই নৌকার মাঝির গান

নদীর ওপার শহরে
আমরা একমুঠো খেতে পাবো,
অথচ দাঁড় টেনে চলা নৌকাটা কি ভারি
আর জল চলেছে
ভাটার টানে :

আউর টানো,
ভুখসে কামাল।
জোরসে টানো,
দেখ্‌কে সামাল।

এখুনি রাত্রি হবে।
কুকুরের ছায়ার চেয়েও তাঁবুটা ছোট,
দুর্লভ একমুঠো খাবার।
পাড়টা পিছোল,
নড়া যায় না এক পাও।

আউর টানো,
ভুখসে কামাল।

জোরসে টানো,
দেখ্‌কে সামাল।

চার পুরুষ
ওদের চাবুকে রক্তাক্ত কাঁধ,
আমাদের জানের চেয়েও
শক্ত ওদের জান।
আহা, কবে যে শেষ হবে?

আউর টানো,
ভুখসে কামাল।
জোরসে টানো,
দেখ্‌কে সামাল।

আমাদের বাপ ঠাকুর্দারা
নৌকা টেনেছে মোহনার মুখ থেকে একটু দূরে।
আমাদের ছাওয়ালরা পৌঁছবে
উৎসে।
আমরা রইলুম মাঝে।

আউর টানো,
ভুখসে কামাল।
জোরসে টানো,
দেখ্‌কে সামাল।

নৌকায় ওদের ধান।
চাষী যারা নিয়ে এলো
পেলো দুচার পয়সার ভিক্ষে।
একটা বলদের দামও ওঠে না তাতে।
পেলে সেও বরাত।

আউর টানো,
ভুখসে কামাল।
জোরসে টানো,
দেখ্‌কে সামাল।

ধান যখন পৌঁছবে শহরে,

কে এই ভারি নৌকাটা টেনে আনলো-
শিশুরা জিগেস করলে
বলা হবে :
এমনিই এলো ভেসে।
আউর টানো,
ভুখসে কামাল।
জোরসে টানো,
দেখ্‌কে সামাল।
গলুই থেকে ধান এলো
মহাজনের গোলায়।
দাঁড় টেনে যারা তাকে নিয়ে এলো,
রইলো ভুখায়
একমুঠো পেলো না কিছুই।
Gesang der Reiskahnschlepper. 1927

৪০. বেলেল্লাবাজারের গান

শুনুন বাবুমশাইরা, সতেরো বছর বয়েসে
আমি গেছি বেলেল্লাবাজারে
অনেক কিছুই শিখেছি সেখানে।
অনেক দুঃখ-কষ্ট,
দুহাত ভরে যার সুযোগ নিচ্ছেন আপনারা।
অথচ হতাশায় কেঁদেছি কত বার।
(হাজার হোক, আমিও তো একটা মানুষ।)
ঈশ্বরের অসীম দয়া—সবকিছুই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়,
যতটা দুঃখ ভালোবাসা আমরা বহন করতে পারি।
কোথায় গেলো গত রাতের সমস্ত চোখের জল ?
কোথায় গেলো গত শীতের যত তুষার ?

যত বছর যায় দিন দিন সবই সহজ হয়ে আসে,

এমন কি বেলেল্লাবাজারেও।
আর কত কিছুতেই না আপনাদের দুহাত উপছে ওঠে।
অথচ কোমলতা
দিন দিন কি আশ্চর্য কমে যায়
দয়ামায়াহীন আপনাদেরই নির্মম নিষ্ঠুরতায়।
(কেননা সব সঞ্চয়েরই তো একটা সীমা থাকে।)
ঈশ্বরের অসীম দয়া—সব কিছুই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়,
যতটা দুঃখ-ভালোবাসা আমরা বহন করতে পারি।
কোথায় গেলো গত রাতের সমস্ত চোখের জল ?
কোথায় গেলো গত শীতের যত তুষার ?

হয়তো বেলেল্লাবাজারের ব্যবসাটা আপনারা ভালোই শিখবেন,
কিন্তু সামান্য কটা খুচরো পয়সার বিনিময়ে
দেহটাকে বিকিয়ে দেওয়া
ভারি শক্ত কাজ।
তবু এখানেই আপনারা আসেন,
কিন্তু এখানে এলেই তো আর আপনাদের বয়েস কমে যাবে না।
(কেননা চিরটা কাল তো আর সতেরো বছরের তরুণ হয়ে কাটাতে পারেন না।)
ঈশ্বরের অসীম দয়া—সব কিছুই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়,
যতটা দুঃখ-ভালোবাসা আমরা বহন করতে পারি।
কোথায় গেলো গত রাতের সমস্ত চোখের জল ?
কোথায় গেলো গত শীতের যত তুষার ?

Nanna's song. 1923

৪১. জলদস্যু জেনি

বাবুমশাইরা, আজ আমাকে দেখছেন গেলাসগুলো পরিষ্কার করে রাখছি
আর আপনাদের সবার জন্যে বিছনাগুলো ঠিক করছি।
সামান্য কিছু বকশিশ পাই, খদ্দেরকে তাই ধন্যবাদ।
আমাকে দেখছেন জীর্ণ পোশাকে এই নোংরা হোটেলে

অথচ আপনারা জানেন না কার সঙ্গে কথা বলছেন।
কিন্তু কোনো এক সন্ধ্যায় এই বন্দরে উঠবে তুমুল বলোরোল
সবাই জিগেস করবে :·ও কিসের আওয়াজ ?
আর ওরা আমাকে দেখবে হাসতে হাসতে আমি গেলাসগুলো পরিষ্কার
করে রাখছি। ওরা বলবে : ওর হাসিটা কি আশ্চর্য।

আর তখনই আট পালের একটা জাহাজ
আর তার পঞ্চাশটা কামান
ভিড়েবে বন্দরে।

তারা বলবে, লক্ষ্মী মেয়ে, যাও গেলাসগুলো ধুয়ে ফেল
হয়তো আমার হাতে গুঁজে দেবে কয়েকটা পয়সা
আর আমি সেগুলো রেখে দেবো পকেটে, চাদরগুলো টানটান করে দেবো
অথচ আপনারা কেউ তাদের সঙ্গে আজ রাত্রে ঘুমতে পারবেন না
এবং আপনারা এখনও ভাবতেই পারছেন না আমি কে !
কিন্তু কোনো এক সন্ধ্যায় এই বন্দরে ঘটবে তুমুল বিস্ফোরণ
ওরা জিগেস করবে : ওই বিশ্রী আওয়াজটা কিসের ?
ওরা শুধু আমাকে দেখবে আমি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে
ওরা বলবে : মেয়েটার হাসিটা আদৌ সুবিধের মনে হচ্ছে না।

আর তখনই আট পালের একটা জাহাজ
আর তার পঞ্চাশটা কামান
বোমায় বিধ্বস্ত করবে শহর।

বাবুমশাইরা, নিশ্চয়ই আপনাদের হাসি তখন যাবে মিলিয়ে
কেননা মুহূর্তের মধ্যে দেয়ালগুলো খসে পড়বে
আর শহরটা হবে ধূলিসাৎ! কেবল এই নোংরা হোটেলটা যাবে থেকে
ওরা জিগেস করবে : এখানে কি বিশেষ কেউ থাকে ?
সারা রাত ওরা হোটেলটায় বিশ্রী চিৎকার করবে, বলবে :
এই হোটেলটাই বা কেন শুধু পার পাবে ? তারপর ওরা যখন দেখবে
ভোরের দিকে দরজা দিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি
ওরা বলবে : আরে, ওই মেয়েটাই তো ওখানে থাকতো !

আর তখনই আট পালের একটা জাহাজ
আর তার পঞ্চাশটা কামান
মাস্তুলে ওড়াবে নিশান।

দুপুরের দিকে একশো মানুষ নামবে তীরে, ধূসর জলের ধার দিয়ে
এগিয়ে আসবে, দ্রুত হাতে সবাইকে টেনে নামাবে রাস্তায়,
ওদের হাতে বেড়ি পারিয়ে ফেলে দেবে আমার পায়ের নিচে
তারপর আমাকে জিগেস করবে : কোনগুলোকে সাবাড় করতে হবে আগে ;
সেদিন দুপুরে স্তব্ধ হয়ে যাবে সারাটা বন্দর,
তারা যখন জিগেস করবে : বলো, কোনটাকে ?
তখন আপনারা শুনবেন আমার উল্লসিত চিৎকার : সবকটাকে !
এবং প্রতিটা মাথা গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আমি হেসে উঠবো : শাবাশ !
আর তখনই আট পালের একটা জাহাজ
আর তার পঞ্চাশটা কামান
উধাও হয়ে যাবে আমাকে নিয়ে।

Die Seerauber-Jenny, 1928

৪২. জেনির গান

বাবুমশাইরা, আমার মা একদিন আমার মুখের ওপর
খারাপ কথা বললো।
বললো তোর স্থান হবে সেই লাশকাটা ঘরে
কিংবা তার চেয়েও খারাপ কোনো জায়গায়।
হ্যাঁ, কথাটা মুখে বলা সহজ
তাই আমি আর ওতে কান দিইনি।
তুচ্ছ কথায় মূর্ছা যাবার পাত্রী আমি নই।
সবুর করুন, দেখবেন আমার মতো একটা মেয়ের কি হয়
মানুষ তো আর পশু নয়।
শয্যা যেমন শোয়াটাও তেমনি, এতো সাফ কথা,

কিন্তু সবার আগে কেউ যদি পা ফেলে তো সে আমি,
তারপরে কেউ যদি পা ফেলে, সে আপনারা।

বাবুমশাইরা, একসময়ে আমার এক পিরিতের বন্ধু ছিলো
প্রায়ই সে বলতো : 'এ পৃথিবীতে
ভালোবাসার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।'
হ্যাঁ, কথাটা বলা সহজ বটে,
কিন্তু যৌবন যখন তোমাকে ছেড়ে সম্পূর্ণ চলে গেছে
তখন তো আর সারাটা জীবন বিছনায় শুয়ে কাটানো যায় না
সময় যখন কম, কাজে লাগাতে হবে তাকে।
মানুষ তো আর পশু নয়।
শয্যা যেমন শোয়াটাও তেমনি, এতো সাফ কথা,
কিন্তু সবার আগে কেউ যদি পা ফেলে তো সে আমি,
তারপবে কেউ যদি পা ফেলে, সে আপনারা।
Jenny's Song 1928

৪৩. মানুষের চারিত্রিক অপর্যাপ্ততার গান

মাথা খাটিয়েই মানুষ বাঁচে :
অথচ মাথাটাই তার যথেষ্ট নয়
নিজেদের মাথাগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ
বড়জোর উকুনের বাসা।
কেননা যে পৃথিবীতে বাস করি
তার মতো ধূর্ত আমরা কেউই নই।
কোনোদিন লক্ষ্যই করি না সবকিছুই মিথ্যে আর ধাপ্পা

এমন একটা পরিকল্পনা করো
যা দেখে তুমি নিজেই তাজ্জব বনে যাবে!
তারপর দ্বিতীয় একটা পরিকল্পনা
যা কেউ কখনও করবে না।

আমরা শুনেছি কেমন করে কুজান-বুলাকের মানুষেরা
সম্মান জানিয়ে ছিলো কমরেড লেনিনকে। সেদিন সন্ধ্যায় ওরা যখন জলায়
পেট্রোল ঢেলে দিলো, একটি মানুষ সেই স্মরণ-সভায় উঠে দাঁড়ালেন এবং
এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে রেলস্টেশনে
একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করতে চাইলেন।
এবং এ সবকিছুই লেনিনের সম্মানে।
এবং ওরা তাইই করলো।

Die Teppicaweber Von Kujan-Bulak ehren Lenin. 1929

৪৫. রোসা লুক্সেমবার্গের জন্যে উৎকীর্ণলিপি

এখানে কবরের মাটিতে ঢাকা রয়েছে রোসা লুক্সেমবার্গ
পোলাণ্ড থেকে চলে আসা এক ইহুদি নারী
জার্মান শ্রমিকদের অগ্রণী
নির্মম শোষকের হাতে যে নিহত
মাটির তলায় ওরা ঢেকে দিয়েছে তোমার ঋজু ভাবনাকেও

Grabschrift 1919. 1929

৪৬. অভিনেত্রী ক্যারোলা নেহারের প্রতি উপদেশ

তামার পাত্রে বরফের টুকরো গলা জলে খুব ভালো করে
স্নান করো, বোন আমার,
জলের মধ্যেই বিস্ফারিত চোখদুটোকে মেলে দাও
পরিষ্কার করে নাও ঘন পল্লব
তারপর খসখসে শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মোছো.
চোখ বোলাও যে বইটা তুমি সব চাইতে বেশি ভালোবাসো।

এমনিভাবে শুরু করো
সুন্দর অথচ প্রয়োজনীয় একটা দিন।
Rat an die Schauspielerin C. N. 1930

৪৭. রাতের জন্যে একটি শয্যা

আমি শুনেছি নিউ ইয়র্কে
শীতের মাসগুলোতে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় এক ভদ্রলোক
২৬তম সরণী আর ব্রডওয়ের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে থাকেন
আর পথচারীদের কাছে যারা এখানে গৃহহীন
তাদের রাতের শয্যার জন্যে আহ্বান জানান।

এতে অবশ্য পৃথিবী একটুও বদলাবে না
উন্নত হবে না মানুষে মানুষে সম্পর্কের মর্যাদা
এতে সংক্ষিপ্তও হবে না শোষণের কাল
তবু অল্প কয়েকজন মানুষ পাবে রাতের জন্যে শয্যা
অন্তত একটা রাতের জন্যেও বাতাস ওদের স্পর্শ করতে পারবে না
তুষার ওদের কথাই স্মরণ রেখে ঝরে পড়ে প্রশস্ত রাজপথে।

এই কবিতাটা পড়ার সময় বইটা ঠেলে সরিয়ে দিও না হে।

অল্প কয়েকজন মানুষই পায় রাতের জন্যে শয্যা
অন্তত একটা রাতের জন্যে বাতাস ওদের স্পর্শ করতে পারে না
তুষার ওদের কথাই স্মরণ রেখে ঝরে পড়ে প্রশস্ত রাজপথে
তবু এতে পৃথিবী একটুও বদলাবে না
উন্নত হবে না মানুষে মানুষে সম্পর্কের মর্যাদা
এতে সংক্ষিপ্তও হবে না শোষণের কাল।
Die Nachtlager. 1931

৪৮. বেআইনী কাজের সপক্ষে

শ্রেণী সংগ্রাম
এই কথাটাকে আয়ত্তে আনা কি আশ্চর্য সুন্দর।
এবং গম্ভীর অথচ আবেগমন্দ্রিত স্বরে জনতাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা,
অত্যাচারীকে পদদলিত কবা আর নির্যাতিতকে মুক্তি দেওয়া।
যত কঠিনই হোক না কেন, দৈনন্দিন আর এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ
শোষকের বন্দুকের নলের
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
দলের জন্যে ধৈর্য ও গোপনীয়তাব জাল বুনে যাওয়া।
কথা বলা—
অথচ বক্তাকে সংগোপনে বাখা।
বিজয়-উৎসব করা
অথচ বিজেতাকে গোপন বাখা।
মরা
অথচ তার মৃত্যুকে আড়াল করে রাখা।

গৌরবের জন্যে তেমন কিছু না করে
কে আর কবে নৈঃশব্দ্যের জন্যে কিছু করতে যাবে ?
তবু দুঃস্থ অতিথিসেবক তার নিজেরই পরিবেশন করা আহার্যের সম্মান কুড়তে চায়,
ভাঙচোরা দোমড়ানো-মোচড়ানো কুঁড়েঘর থেকে কথা বলে
দুর্দম মহত্ত্ব।
খ্যাতির শিখারা বৃথাই খোঁজে
বিরাট কর্মযজ্ঞের কর্তাকে।
কেবল মুহূর্তের জন্যে তোমরা এগিয়ে এসো
হে অপরিচিতজন,
এসো মুখ ঢেকে
আর গ্রহণ করো
আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
From Die Mutter. 1931

৪৯. অনুসন্ধিৎসা

সহজতম জিনিসগুলো শেখো। কেননা
দেরি না করে
এটাই তোমার শেখার প্রশস্ত সময়।
যদিও অ আ ক খ শেখাটাই সব নয়
তবু শেখো।
তা যেন তোমাকে কখনও নিরুৎসাহ না করে,
এখনই শুরু করে দাও।
জানতে তোমাকে হবে সবই।
একদিন যে তোমাকেই নিতে হবে নেতৃত্বের ভার।

শেখো, পাগলাগারদের মানুষটাকে!
শেখো, বন্দীকারার মানুষটাকে!
শেখো, রান্নাঘরের স্ত্রীকে!
শেখো, অশীতিপর বৃদ্ধকেও!
যে-তুমি উদ্বাস্তু, খুঁজে বার করো তোমার পাঠশালা!
যে-তুমি ঠাণ্ডায় কাঁপছো, তীক্ষ্ণ করো তোমার মেধা!
যে তুমি ক্ষুধার্ত তুলে নাও বইটা, ওটাই তোমাব একটা অস্ত্র!
একদিন যে তোমাকেই নিতে হবে নেতৃত্বের ভার।

কখনও প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ভাই আমাব।
মেনে নিও না সহজে,
নিজেই যাচাই করে দেখ সবার আগে।
যা তুমি নিজে জানো না
সেটা তোমার জানাই নয়।
হিসেব-নিকেশ করে দাম দেবে তুমিই।
যাকিছু সবই স্পর্শ করে
প্রশ্ন করো
এটা কেমন করে এলো?
একদিন যে তোমাকেই নিতে হবে নেতৃত্বের ভার।

From Die Mutter. 1931

৫০. জোড়াতালির গান

যখনই আমাদের পরনের জামাটা শতচ্ছিন্ন হয়েছে
তাড়াতাড়ি তোমরাই ছুটে এসে বলেছো—না, এভাবে আর চলে না,
যেভাবেই হোক এর একটা বিহিত করা দরকার।
অমনি অসীম উদ্দীপনা নিয়ে তোমরা ছুটে গেছো মনিবদের কাছে।
এদিকে আমরা প্রতীক্ষা করতে করতে শীতে জমে যাচ্ছি
আর তোমরা বিজয়ীর মতো মাথা উঁচু করে ফিরে আসছো,
দেখাচ্ছো আমাদের জন্যে জয় করে এনেছো
জোড়াতালি দেওয়ার সাজসরঞ্জাম।

বেশ তাপ্পিতুপ্পি না হয় দিয়েই নিলাম
কিন্তু কোথায় গেলো বলো তো
আস্ত জামাটা ?

যখনই খিদের আমরা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করছি
তাড়াতাড়ি তোমরাই ছুটে এসে বলেছো—না, এভাবে আর চলে না,
যেভাবেই হোক এর একটা বিহিত করা দরকার।
অমনি অসীম উৎসাহ নিয়ে তোমরা ছুটে গেছো মনিবদের কাছে।
এদিকে আমরা প্রতীক্ষা করতে করতে খিদেয় মরে যাচ্ছি
আর তোমরা বিজয়ীর মতো মাথা উঁচু করে ফিরে আসছো,
দেখাচ্ছো আমাদের জন্যে জয় করে এনেছো
এক টুকরো রুটি।

বেশ, এক টুকরো রুটিই না হয় খাই
কিন্তু কোথায় গেলো বলো তো
গোটা রুটিটা ?

জোড়াতালির দেওয়ার চাইতেও আমরা চাই আরও অনেক বেশি কিছু
আমরা চাই আস্ত জামাটাই,
এক টুকরো রুটির চাইতেও আমরা চাই আরও অনেক বেশি কিছু
আমরা চাই গোটা রুটিটাই।
বিশেষ কোনো কাজের চাইতেও আমরা চাই আরও অনেক বেশি কিছু

আমরা চাই সমস্ত কারখানাটাই, কয়লা আর লোহার খনি
এমন কি রাষ্ট্রের ক্ষমতাও।
এখন শুনলে তো আমাদের দাবিদাওয়া
এবার তোমরা
আমাদের কি কি দিচ্ছো শুনি ?

From Die mutter. 1931

৫১. ঝটিকা বাহিনীর গান

অসহ্য ক্ষুধায় আমি ঝিমিয়ে পড়ি
জঠরের যন্ত্রণায় যখন বিষণ্ণ,
তখন আমার কানের কাছে কে যেন চিৎকার করে বলে ;
জার্মানি জেগে ওঠো !

আমি তাকিয়ে দেখি অজস্র লোক চলেছে
তৃতীয় রাইখের দিকে, ওরাই বললো।
যেহেতু আমার আর হারাবার ভয় ছিলো না কিছুই
আমিও চললাম ওদের সাথে সাথে।

এবং যতই আমি এগিয়ে যাই, সেও হাঁটে
বিশাল জঠর, আমারই পাশে পাশে।
যখনই আমি চিৎকার করে উঠি : 'রুটি আর রুজি।
সেও আর্তনাদ করে : 'রুটি আর রুজি।'

অধিনায়কদের পায়ে ভারি উঁচু বুট,
আমি হোঁচট খাই সিক্ত নগ্ন পায়ে।
তবু আমরা সবাই এগিয়ে চলি সামনের দিকে
সমান তালে পা ফেলে।

যখন ভাবি এবার আমি বাঁয়ে ঘুরবো,
আদেশ এলো—ডাইনে চলো।
ভালোই হোক কিংবা মন্দ
আমি অন্ধের মতো মাথা পেতে নিই সে আদেশ।

এবং নতুন কোনো তৃতীয় রাইখের দিকে
যদিও ঠিক স্পষ্ট জানি না সেটা কোথায়,
বিবর্ণ আর ক্ষুধার্ত মানুষেরা
এমন কি ভরা পেট মানুষেরাও এগিয়ে চলেছে একসাথে।

ওরা আমাকে একটা পিস্তল দিলো
বললো শত্রুদের এবার গুলিবিদ্ধ করো।
কিন্তু যখনই আমি শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি চালালাম
দেখলাম আমারই ভাই ঢলে পড়েছে আমার পাশে।

আমারই ভাই, আমি জানি,
অসহ্য ক্ষুধা আমাদের এক করে দিয়েছে।
আর আমি এখন পা ফেলে চলেছি, চলেছি
আমার আর আমার ভায়ের শত্রুদেরই পাশাপাশি।

এমনিভাবে আমি হারালাম আমার ভাইকে,
আমি নিজেই বুনে দিয়েছি তার শুভ্র শবাচ্ছাদন।
এখন এই জয়ের মধ্যে বুঝতে পারলাম
ভ্রমলব্ধ টেনে এনেছি আমি আমার নিজের পরাজয়কেই।
Das Lied vom S. A.-Mann. 1931

৫২. কমিউনিজমের প্রশংসায়

এ যুক্তিসংগত, তাই সবাই তাকে বুঝতে পারে। এ সহজ।
তুমি শোষক নও, তাই তাকে গ্রহণ করবে।

তোমাদের জন্যে এ শুভ, তাই তাকে খুঁজবে।
কদর্যরা একে বলে কদর্য, নোংরারা একে বলে নোংরা।
এ যে নোংরারই বিরুদ্ধে, কদর্যতার বিরুদ্ধে।
শোষকেরা একে বলে অপরাধ,
অথচ আমরা জানি
এ অপরাধেরই অবসান।
এ মূঢ়তা নয়
বরং মূঢ়তা থেকে মুক্তি।
এ বিশৃঙ্খলা নয়
বরং শৃঙ্খলা।
এ এমনই সহজ
যে সফল করা সত্যিই কঠিন।
From Die mutter. 1931

৫৩ এখনই

যে এখনও বেঁচে আছে, তাকে কখনও বলতে বোলো না : না।
যেটাকে ভাবছো সুনিশ্চিত, সেটা আদৌ সুনিশ্চিত নয়।
আজ যেমনটা রয়েছে, তেমনটা থাকবে না চিরকাল।
প্রভুদের কথা শোনা হয়েছে ঢের
এবার প্রজাদের কথা শোনার পালা,
কার এমন বুকের পাটা যে বলবে : কক্ষনো নয়!
নির্যাতন যদি থেকেই যায়, তার জন্যে দায়ী কে? সে তো আমারই।
ধ্বংস যদি শাসন করে, তার জন্যে দায়ী কে? সে তো আমারই।
যেখানেই যে মার খাক না কেন, তাকে উঠে দাঁড়াতে বলো।
যেখানেই যে হারিয়ে যাক না কেন, তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো।
যে জানে তার ভাগ্য, কে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে?
আজ যারা নির্যাতিত, কাল তারা হবে জয়ী।
আর 'কখনও না'টা ব'লে যাবে 'এখনই'-তে।
From Die mutter. 1931

৫৪ মায়ের কাছে বিপ্লবীদের গান

কমরেড ভ্লাসোভা, তোমার ছেলেকে ওরা
গুলি করে মেরেছে।
দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে
ওরই মতো সব মানুষের হাতে গড়া দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে
ওরা ওকে গুলি করে মেরেছে,
ওরই মতো সব মানুষের হাতে গড়া বুলেট বা বন্দুক নেমে এসেছিলো
ওর বুক লক্ষ্য করে। এখন ওরা আশেপাশে কোথাও নেই
হয়তো অন্য কোথাও পালিয়েছে, তবু ওর জন্যে
ওরা সেখানে উপস্থিত ছিলো
উপস্থিত ছিলো নিজেদের স্বকীয়ত্বে ওরা বেঁচে থাকবে বলে।
এমন কি যারা ওকে গুলি করে মেরেছিলো
ওর চেয়ে খুব একটা ভিন্ন কিছু ছিলো না, অসম্ভব ছিলো না ওদেরকে শেখানো।
বন্ধুদের হাতে বানানো শেকলে বেঁধে বন্ধুরাই যখন ওকে
টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিলো
খোলা রাস্তা থেকেই ওর চোখে পড়ছিলো
ঘন হয়ে বেড়ে ওঠা কলকারখানা আর সারি সারি চিমনি,
যেহেতু সময়টা ছিলো নিশান্তিকা
কেননা দিনের ওই সময়টাতেই ওরা সাধারণত লোকজনদের টেনে বার করে আনে—
তাই কলকারখানাগুলো ছিলো সব খালি,
তবু ওর চোখে মনে হচ্ছিলো
অলক্ষ্যে বেড়ে ওঠা সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভিড়ে ওগুলো যেন জমজমাট।
অথচ ওরই মতো সব মানুষ ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়েছিলো দেওয়ালের দিকে
আর ও, যে সবই বুঝতো, কেবল এই জিনিসটাই বুঝতে পারলো না।

From D·e mutter. 1931

৫৫. সব দেশের সমস্ত ভ্লাসোভারা

এই তো আমাদের কমরেড ভ্লাসোভা, চমৎকার এক যোদ্ধা।
অসম্ভব বুদ্ধিমতী, খাটাখাটুনিতে যেমন দড়, তেমনি নির্ভরযোগ্যা

লড়াইয়ে আস্থা রাখার মতো। শত্রুর
বিরুদ্ধে যেমন চতুর, তেমনি
প্রচারে।
কাজটা হয়তো কঠিন নয়
তবু লেগে থেকে তা করা, আর সেটা নিতান্তই অপরিহার্য।
যে যেখানেই লড়ুক না কেন, তিনি তো আর একা নন।
অন্যেরা তাঁর মতোই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কামড়ে থেকে,
আস্থা রাখার মতো
বুদ্ধি খাটিয়ে,
টভের, গ্লাসগো, লিওন আর শিকাগোয়
সাংহাই কিংবা কলকাতায়
সব দেশের সমস্ত ভালোবাসারাই
সামান্য হলেও চমৎকার এক-একজন যোদ্ধা
বিপ্লবের নাম না-জানা সৈনিক
যাদেরকে আমাদের না হলেই নয়।
From Die mutter. 1931

খুব ভালো

ভালো, কিন্তু কিসের ভালো?
যেমন তেমন ভাবে তোমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। বিদ্যুতের ঝলকে
আহত হতে পারে যেকোনো বাড়ি
কিন্তু প্রলোভন দেখিয়ে তাকে বন্ধ করা যায় না।
একদিন তুমি যা বলেছিলে তাকেই তুমি আঁকড়ে রয়েছো।
কিন্তু কি বলেছিলে?
তুমি সৎ, যা চিন্তা করো তাইই কি বলো?
কিন্তু কি তোমার সেইসব চিন্তা?
এবার মন দিয়ে শোনো : আমরা জানি
তুমি আমাদের শত্রু।

আমরা তোমাকে একটা দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে দেবো।
কিন্তু তোমার প্রতিভা
তোমার উৎকর্ষতার কথা স্মরণ রেখেই
আমরা বেশ ভালো একটা দেওয়াল বানাবো,
ভালো বুলেট আর ভালো রাইফেল দিয়ে
আমরা তোমাকে গুলি করে মারবো,
ভালো একটা বেলচা দিয়ে
আমরা তোমাকে কবর দেবো ভালো মাটিতে।

From Die mutter. 1931

৫৭. বিশ্বাস করি কেবল

বিশ্বাস করি কেবল যে-চোখদুটো তোমার
অপলক চেয়ে থাকে যে-কান আশ্চর্য শোনে।
বিশ্বাস করি না কেবল তোমার চোখদুটো যা ছাখে
তোমার কান যা শোনে!
জেনো, কিছু বিশ্বাস না করা মানেই কিছু বিশ্বাস করা।

Glaube Nur. 1931

৫৮. আমরা সবাই কিংবা কেউ না

ক্রীতদাস! কে সে যে তোমাদের মুক্তি দেবে?
গভীরতম অতল অন্ধকারে যারা শুয়ে,
কমরেড, এরাই কেবল তোমাকে দেখতে পায়
এরাই কেবল শুনতে পায় তোমার অন্তিম আর্তনাদ।
কমরেড, কেবল ক্রীতদাসেরাই পারে তোমাকে মুক্তি দিতে।
সবকিছুই অথবা কিছু না। আমরা সবাই কিংবা কেউ না।
কেবল কেউ একজন ফিরিয়ে নিতে পারে না তার ভাগ্য।

হয় রাইফেল, না হয় শৃঙ্খল।
সবকিছুই অথবা কিছু না। আমরা সবাই কিংবা কেউ না।

তোমরা যারা ক্ষুধার্ত, কে তোমাদের খেতে দেবে
শুক্ত একটুকরো রুটি ?
তাই এসো আমাদের সাথে, আমরাও উপবাসী।
এসো আমাদের সাথে, আমরাই তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।
কেবল ক্ষুধার্ত মানুষই অনুভব করতে পারে তোমাকে।
সবকিছুই অথবা কিছু না। আমরা সবাই কিংবা কেউ না।
কেবল কেউ একজন ফিরিয়ে নিতে পারে না তার ভাগ্য।
হয় রাইফেল, না হয় শৃঙ্খল।
সবকিছুই অথবা কিছু না। আমরা সবাই কিংবা কেউ না।

শোষিত মানুষ, কে তোমাদের হয়ে প্রতিশোধ নেবে ?
তোমরা, যাদের ওপর নেমে আসে দুর্ভাগ্যের প্রচণ্ড আঘাত,
শোনো তোমার আহত ভাইয়ের আর্তচিৎকার।
দুর্বলতাই আমাদের শক্তি দেয় তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার।
এসো কমরেড, আমরাই তোমাকে দেবো সে প্রতিশোধের উত্তর।
সবকিছুই অথবা কিছু না। আমরা সবাই কিংবা কেউ না।
কেবল কেউ একজন ফিরিয়ে নিতে পারে না তার ভাগ্য।
হয় রাইফেল, না হয় শৃঙ্খল।
সবকিছুই অথবা কিছু না। আমরা সবাই কিংবা কেউ না।

আহা হতভাগ্য কেউ, কে আর চায় দুঃসাহস ?
যে আর সহ্য করতে পারে না, একে একে গুনে যায় প্রতিটি আঘাত
যা সুসজ্জিত করে তোলে তার চেতনাকেই।
এখন দুঃখ আর প্রয়োজনে সুশিক্ষিত করে তোলো তোমার সময়,
তারপর আঘাত হানো, কাল নয়, আজ, এখনই।
সবকিছুই অথবা কিছু না। আমরা সবাই কিংবা কেউ না।
কেবল কেউ একজন ফিরিয়ে নিতে পারে না তার ভাগ্য।

হয় রাইফেল, না হয় শৃঙ্খল।

সবকিছুই অথবা কিছু না। আমরা সবাই কিংবা কেউ না।

Keiner Oder Alle. 1931

৫৯. ফ্যাসিস্টরা যখন শক্তিশালী হয়ে উঠছে

জার্মানিতে ফ্যাসিস্টরা যখন দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে
আর শ্রমিকরা যোগ দিচ্ছে বিশাল জনতায়,
আমরা নিজেদেরকে বললাম : এতদিন আমরা
ভুল পথে লড়েছি।
আমাদের সারাটা লাল বার্লিন জুড়ে নাৎসিরা সদর্পে হেঁটে যাচ্ছে
নতুন উর্দি-পরা চার পাঁচজনের এক একটা দল
খুন করছে আমার কমরেডদের,
অবশ্য নিহতদের মধ্যে আমাদের বন্ধুরা যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো
রাইখের ধ্বজাধারী লোকজনেরাও,
তাই আমরা জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাটিক দলের
সহকর্মীদের ডেকে বললাম :
ওরা যখন আমাদের কমরেডদের খুন করছে
তখন কি আমাদের মাথা তুলে দাঁড়ানো উচিত নয় ?
আসুন, ফ্যাসি-বিরোধী সীমান্তে আমরা একসঙ্গে পাশাপাশি লড়ি !
তার জবাবে ওরা জানালো :
আপনাদের সঙ্গে পাশাপাশি হয়তো লড়তে পারতাম,
কিন্তু আমাদের নেতাদের উপদেশ
আমরা যেন সাদা আতঙ্কের সঙ্গে লাল আতঙ্ককে না মিশিয়ে ফেলি।
আতঙ্কিত করে তোলার মতো একক তৎপরতার বিরুদ্ধে
আমাদের সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিনই আমাদের সতর্ক করে চলেছে
প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে
কেবল সংযুক্ত লাল সীমান্তের মাধ্যমেই আমরা জয়ী হতে পারি।
কমরেড, শুধু এই কথাটা মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করো,

এই 'নিকৃষ্টতম অশুভ' বছরের পর বছর
তোমাদেরকে সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য করেছে
যাতে খুব শিগগিরই নাৎসিদের কবলে পড়তে পারো।
অথচ কলকারখানায়
আর সীমিত বরাদ্দ খাবারের জন্যে অপেক্ষমান মানুষের প্রতিটা সারিতে
আমরা দেখিছি
শ্রমিকরা সব লড়ায়ের জন্যে প্রস্তুত।
বার্লিনের পূর্ব প্রদেশগুলোতে
গণতন্ত্রীরা আমাদের 'লাল সীমান্ত' বলে অভিনন্দন জানায়,
এমন কি ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকও পরে।
সন্ধ্যের পর থেকে পানশালাগুলো
উত্তপ্ত আলোচনায় প্রায় ফেটে পড়ার জোগাড়
আর তেমন কোনো মুহূর্তে
নাৎসিরা একা একা পথ হাঁটতে সাহস পায় না
কেননা রাস্তার দুধারের বাড়িগুলো ওদের হওয়া সত্ত্বেও
পথগুলো অন্তত ছিলো আমাদের অধিকারে।

Als Der Faschismus immer stärker wurde. 1932

৬০. ঘুমপাড়ানি গান

তোকে যখন জন্ম দিয়েছিলুম
তোর বড় ভাই খিদের জ্বালায় কাঁদছিলো
তাকে দেবার মতো ঘরে তখন ছিলো না কিছুই।
তোকে যখন জন্ম দিয়েছিলুম
তুই দেখেছিলি পৃথিবীটা প্রায় অন্ধকারে মোড়া
কেননা আলো জ্বালানোর মতো পয়সা ছিলো না আমাদের হাতে।

তুই যখন ছিলি আমার পেটে
আমি তখন প্রায়ই বাপের সঙ্গে

তোর সম্পর্কে বলাবলি করতুম
কেননা ডাক্তারের কাছে যাবার মতো
পয়সা ছিলো না আমাদের হাতে
খাবার জোগাড় করতেই সবটা যেতো ফুরিয়ে।

তুই যখন প্রথম এসেছিলি আমার পেটে
আমরা তখন জলাঞ্জলি দিয়েছিলুম
রুটি বা রুজিরোজগারের সমস্ত আশা।
আমাদের মতো শ্রমিকরা তখন
কার্ল মার্কস আর লেনিনের মধ্যেই কেবল দেখতে পেয়েছিলুম
জীবনে বাঁচার একটু আশা।

Wiegenlieder. 1933

৬১ ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে স্মলনিতে বলসেভিকরা আবিষ্কার করলো কোথায় জনসাধারণ প্রতিনিধিত্ব করে

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব যখন শেষ হলো, থেমে গেলো গণআন্দোলন,
যুদ্ধ তখনও থামেনি।
চাষীরা তখনও ভূমিহীন, ক্ষুধার্ত শ্রমিকরা নির্যাতিত হচ্ছে কলে কারখানায়।
এরই মধ্যে নির্বাচন হলো শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধি সভার
প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার পেলেন অল্প কয়েকজন।
সবকিছু যেমন ছিলো তেমনি আছে, কোনোকিছু পালটায়নি দেখে
প্রতিনিধি সভায় বলসেভিকদের ভূমিকা হলো অপরাধীর মতন,
কেননা ওরা সমানে দাবী জানাচ্ছিলো
সর্বহারার প্রকৃত শত্রু, শোষকদের বিরুদ্ধে রাইফেলগুলোকে
উঁচিয়ে রাখার জন্যে।
তাই ওদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলে ধরে নেওয়া হতো,
ওদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো প্রতিবিপ্লবী বা ডাকাতদলের পাণ্ডাদের মতন।
ওদের নেতা লেনিন

খামারবাড়িতে লুকিয়ে থাকা একজন পেটোয়া গুপ্তচর।
ওদেরকে ওরা যে চোখেই দেখুক না কেন
সাধারণ মানুষ সব লক্ষ্য করে যেতো, ওদের সঙ্গে মিলিত হতো গোপনে।
ওরা দেখলো অন্য এক নিশানের নিচে সম্মিলিত জনতা এগিয়ে চলেছে মিছিলে।
বুর্জোয়া সেনাধ্যক্ষ আর ধনী বণিকদের হাতে খুন হলো দলের বড় বড় সব মাথা
প্রভূত ক্ষতি হলো বলসেভিকদের।
এই চরম দুঃসময়েও ওরা কাজ করে গেলো স্বাভাবিক ভাবে
যাঁর জন্যে সংগ্রাম করে আসছে তার ছোটখাটো ত্রুটি বা গোলমালের দিকে
ওরা একটুও নজর দিলো না।
বরং, আরও নতুন উদ্যমে
নিপীড়িত মানুষের মুখ চেয়েই ওরা প্রচার অভিযান চালিয়ে গেলো।
এমনিভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন ওরা নিজেরাই লক্ষ্য করলো :
স্মলনির ক্যানটিনে
যখন চা, বাঁধাকপির ঝোল কিংবা অন্যকোনো খাবার পরিবেশন করা হয়
কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, একজন বীর সৈনিক
অন্যদের চাইতে বলসেভিকদেরই গরম চা, সবচেয়ে মোটা স্যাণ্ডউইচ
পরিবেশন করে, সতর্ক চোখে ইঙ্গিত করে ডিশগুলো রাখে
টেবিলের ওপর। এমনিভাবে ওরা বুঝতে পারলো
ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এখানেও ওদের সমব্যথীরা আত্মগোপন করে রয়েছে,
ঠিক একইভাবে সারা স্মলনি জুড়ে
প্রহরী, দূত আর কারারক্ষীদের মধ্যেও দেখা যেতে লাগলো ওদের বন্ধুদের।
এইসব যখন ওদের চোখে স্পষ্ট হয়ে গেলো, ওরা বললো :
'যুদ্ধের অর্ধেকটাতেই আমরা জয়ী।'
সংক্ষেপে, জনসাধারণের মধ্যে সামান্য দু একটা শব্দ উচ্চারণ,
একটু নড়াচড়া, চকিতে চোখ তুলে তাকানো ছাড়া বাকি সময়টা
সতর্ক দৃষ্টিতে কেবল চুপচাপ লক্ষ্য করে যাওয়াটা
অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। এই সব সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে
বন্ধুর মতো ব্যবহার পাওয়াটাই ছিলো ওদের প্রধান লক্ষ্য।

Die B lschewiki entdecken im So nmer 1917 in Smolny, who das volk vertreten war : in der Kuche. 1932

৬২. আন্তর্জাতিকি

কমরেডদের কাছ থেকে পাওয়া বিবৃতি :
পামিরের পাদদেশে
রেশমের গুটি চাষের ছোট একটা খামারের ভারপ্রাপ্ত একজন মহিলার সঙ্গে
আমাদের আলাপ হয়
যিনি আন্তর্জাতিক সংগীত শুনলেই মূর্ছা যেতেন।
উনি আমাদের তাঁর কাহিনী শোনালেন :
গৃহযুদ্ধের সময় ওঁর স্বামী ছিলেন বিপ্লবীদলের একজন নেতা।
ভীষণভাবে আহত হয়ে যখন শুয়ে ছিলেন ওদের কুঁড়েতে
বিশ্বাসঘাতকতা করে কারা যেন ওঁকে ধরিয়ে দিলো।
বন্দী করে নিয়ে যাবার সময় শ্বেতরক্ষীরা বললো :
এত জোরে জোরে আন্তর্জাতিকি গাওয়া চলবে না !
ওরা ওঁর চোখের সামনেই
জোর করে একের পর এক স্ত্রীকে বিছনায় ফেলে ধর্ষণ করলো।
ভদ্রলোক তখন গান গাইতে শুরু করলেন।
এমন কি ওরা যখন ছোট বাচ্চাটাকে গুলি করে মারলো
তখনও উনি আন্তর্জাতিকি গেয়ে চলেছেন
এবং থামলেন তখন
যখন ওরা বড় ছেলে আর ওঁকে গুলি করে মারলো পরেব মুহূর্তে।
সেইদিন থেকে আন্তর্জাতিকি শুনলেই
ভদ্রমহিলা মূর্ছা যেতেন।
অথচ, উনি আমাদের বললেন, মস্কো থেকে পামির
সারাটা সভিয়েত রিপাবলিকে আপনি এমন একটাও জায়গা খুঁজে পাবেন না
যেখানে সেসময়ে কানে এসে পৌঁছতো না আন্তর্জাতিকের সুর।
তবে পামিরে শোনা যেতো কিছুটা কম।
আমরা ওঁর কাজ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করলাম।
উনি জানালেন : পরিকল্পনা অনুযায়ী
সারাটা প্রদেশে সবে অর্ধেকের মতো কাজ হয়েছে।
তবু ওঁর অঞ্চলটা ইতিমধ্যেই এত বদলে গেছে যে চেনাই যায় না,
প্রতিদিনই অজস্র মানুষ নিয়োজিত হচ্ছে

নতুন উদ্যমে, নতুন নতুন কাজে
এবং আশা করা যাচ্ছে পরের বছরেই
পরিকল্পনা ছাপিয়ে যাবে।
তা হয় যদি তাহলে ওঁরা ওখানেও একটা
কারখানা বসাবেন : আর সত্যিই যদি সেটা বসানো সম্ভব হয়
তাহলে, উনি বললেন, সেদিন আমি নিজেই
আন্তর্জাতিকি গাইবো।
Die Internationale. 1932

৬৩. কৃষাণের সম্পর্ক

কৃষাণের সম্পর্ক তার জমির সাথে,
সে তার পালিত পশুদের দেখাশোনা করে, কর দেয়,
সন্তানের পিতা হয়, শ্রমের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়
আর দুধের মূল্যের ওপর নির্ভর করে।
শহরে মানুষেরা মাটির প্রতি ভালোবাসার কথা বলে
সচ্ছল কৃষাণের সঞ্চয়ের কথা,
কৃষাণদের ওরা বলে জাতির স্তম্ভস্বরূপ।

শহুরে মানুষেরা মাটির প্রতি ভালোবাসার কথা বলে
সচ্ছল কৃষাণের সঞ্চয়ের কথা,
কৃষাণদের ওরা বলে জাতির স্তম্ভস্বরূপ।
কৃষাণের সম্পর্ক তার জমির সাথে,
সে তার পালিত পশুদের দেখাশোনা করে, কর দেয়,
সন্তানের পিতা হয়, শ্রমের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়
আর দুধের মূল্যের ওপর নির্ভর করে।
Der Bauer kummert sich um Seinen Acker. 1933

৬৪. নাৎসি বন্দীশিবিরে সংগ্রামী বন্ধুদের

নাৎসি বন্দীশিবিরে তোমরা যারা কখনও
কবরে পৌঁছতে পারো কি না সন্দেহ
মানবিক জগতের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন
বর্বরতার নিষ্ঠুর শিকার
পড়ে পড়ে মার খাও অথচ
বিভ্রান্ত নও
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও অথচ
বিস্মৃত নও!

তোমাদের সম্পর্কে আমরা খুব কম খবরই পাই
তবু সেই আমরাই শুনেছি তোমরা এখনও
দুর্দমনীয়।
নির্দ্বিধায় একথা সুনিশ্চিত যে জার্মানিতে এখনও
দু শ্রেণীর লোক রয়েছে—
একদল যারা শোষণ করে আর একদল যারা শোষিত
এবং একমাত্র শ্রেণীসংগ্রামই পারে শহর আর দেশের মানুষকে
তাদের দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে।
আমরা শুনেছি মেরে বা ফাঁসীতে লটকেও
তোমাদের মুখ দিয়ে বলানো যায়নি যে
আজকে দিনে দু আর দুয়ে পাঁচ।

সুতরাং তোমরা
নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারো
তা বলে বিস্মৃত নও
পড়ে পড়ে মার খেতে পারো
তা বলে বিভ্রান্ত নও
জার্মানের নতুন ও চিরকালের
প্রকৃত দলনায়ক

দুর্দমনীয় সেইসব সংগ্রামে তোমরাই
সত্যের ওপর স্থাপন করলে এই শিক্ষা।

An Die Kampfer in den Konzentrationslager. 1933

৬৫. আমার কোনো প্রয়োজন নেই

আমার কোনো প্রয়োজন নেই স্মৃতিস্তম্ভের, তবু
যদি মন চায়
আমার জন্যে লিখে রেখো এই কথাগুলো
"ওঁনার দেওয়া প্রস্তাবগুলো আমরা
অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি।"
এমনিভাবেই একটা উৎকীর্ণলিপির মাধ্যমে
ঘোষিত হবে মানুষের সম্মান।

Ich benotige keinen Grabstein. 1933

৬৬. যেহেতু আমাদের শ্রেণী-সংগ্রামের শহরগুলোতে

যেহেতু আমাদের শ্রেণী-সংগ্রামের শহরগুলোতে
বিশৃঙ্খলা ক্রমশ বেড়েই উঠছে
আমরা কয়েকজন ঠিক করলাম
সমুদ্রের ধারের কোনো শহর, ঘরের ছাদে তুষারপাত, নারী
ভাঁড়ারে পাকা আপেলের গন্ধ, ত্বকের অনুভূতি
অর্থাৎ যাকিছু মানুষকে মানবিক কোরে তোলে
তার সম্পর্কে আর কিছুই বলবো না
বলবো কেবল অনাগত বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে
যাতে আত্মকেন্দ্রিক, সংকুচিত, রাজনীতির ব্যবসার ফাঁদে-পড়া
নীরস, তাত্ত্বিক অর্থনীতির বুলিসর্বস্ব একটা যন্ত্রে
পরিণতি হতে পারি।

যাতে এই ভয়ংকর আবদ্ধ তুষারপাত (যা কেবল
হিমেলই নয়) শোষণ, প্রলুব্ধ ত্বকের সহবস্থান
ভিন্ন-মুখী একটা বিশ্বকে না উদ্ভাসিত করে দেয়,
যাতে তুমি বুঝতে না পারো উচ্ছল
রক্তস্নাত একটা জীবনের অসংগতি।

Ausschliesslich wegen der Zunehmenden Unordnung. 1934

৬৭. ক্রেতা

আমি একজন বৃদ্ধা।
জার্মানি যখন জেগে উঠলো
অবসর-ভাতার হার দেওয়া হলো কমিয়ে। আমার ছেলেরা
যে কটা পেনি বাঁচাতে পারতো তাই আমাকে দিতো। কিন্তু
আজকে দিনে তা দিয়ে প্রায় কিছুই কিনতে পারি না। সুতরাং
আগে যেখানে রোজ যেতাম
এখন সেইসব দোকানে খুব কমই যাই।
কিন্তু একদিন এ সম্পর্কে অজস্র ভাবলাম, তারপর আবার
পুরনো খদ্দেরের মতো রোজই
রুটি আর শব্জিওয়ালার দোকানে যেতে শুরু করলাম।
কম বা বেশি নয়, আগের মতো একই পরিমাণ রোল
গুছিয়ে রাখতাম রুটির সঙ্গে, পিঁয়াজকলিগুলো সযত্নে
বেছে রাখতাম বাঁধাকপির পাশে,
তারপর দোকানী যখন দাম জুড়তো
অনড় আঙুলে টাকাপয়সা রাখার ছোট ব্যাগটা চেপে
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম, মাথা নাড়তে নাড়তে স্পষ্টই স্বীকার করতাম
এই কটা জিনিস কেনার মতো যথেষ্ট পয়সা আমার নেই,
তারপর খদ্দেরদের সামনেই মাথা নাড়তে নাড়তে আবার দোকান থেকে
বেরিয়ে আসতাম।
নিজের মনেই বলতাম :

আমাদের যাদের কিছু নেই
সেই আমরাই যদি আর দোকানে না যাই
ওরা ভাববে আমাদের জিনিসপত্রের কোনো প্রয়োজন নেই
কিন্তু আমরা যদি প্রতিদিন যাই আর কিছু কিনতে না পারি
তখন ওরা প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।
Die Kauferin. 1934

৬৮. খড়ির চিহ্ন

আমি অল্পবয়স্কা ঝি। 'এস-এ'র একজন তরুণের সঙ্গে
আমার লটঘট আছে।
একদিন সে যাবার আগে
হাসতে হাসতে আমাকে দেখালো
কেমন করে ওরা বিরোধী দলের লোকজনদের ধরিয়ে দেয়।
টিউনিকের পকেট থেকে খড়ির একটা টুকরো বার করে
সে তার হাতের তালুতে ছোট্ট একটা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেখালো,
বললো
শ্রমিক সংযোগ কেন্দ্রে
যেখানে বেকাররা সব সারবান্দী ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
আর সরকারকে অভিসম্পাত দেয়,
অসামরিক পোশাকে সেও ওদের সঙ্গে মিশে অভিসম্পাত দেয় সরকারকে
আর ত' করতে গিয়ে ঐক্য সমর্থনের স্বীকৃতি স্বরূপ
সে কাঁধ চাপড়ে দেয় অভিসম্পাতকারী সঙ্গী-সাথীদের,
তারপর পিঠে সাদা খড়ির চিহ্নওয়ালা সেই মানুষটা ধরা পড়ে 'এস-এ'র হাতে।
এই কথা শুনে আমরা খুব হাসাহাসি করলাম।
আমি তার সঙ্গে ছিলুম মাস তিনেক,
একদিন দেখলুম আমার ব্যাংকের জমা-খাতাটা সে হাতিয়ে নিয়েছে।
জিগেস করাতে বললো আমার ভালোর জন্যেই রেখেছে

কেননা সময়টা নাকি বিশেষ ভালো নয়।
সত্যতা প্রমাণের জন্যে আমি যখন আহ্বান জানালাম
সে শপথ করে বললো সত্যিই তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না
এই বলে শান্ত করার জন্যে সে আমার কাঁধে হাত রাখলো।
আমি ভয়ে আঁতকে উঠলুম।
দৌড়ে বাড়ি ফিরে আয়নায় পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখলুম,
সেখানে সাদা খড়ির কোনো ক্রুশচিহ্ন পড়েছে কিনা।

Das kreidekreuz 1934.

৬৯. কমলা কেনা

সাউথহ্যাম্পটন স্ট্রীটে হলদে কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ দেখলাম
একটা ফলের গাড়ি আর কদাকার দেখতে এক বৃদ্ধা
রাস্তার বাতির নিচে নাড়াচাড়া করছে একটা কাগজের ব্যাগ।
স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, যেন একজন মানুষ
চোখের সামনে কি দেখতে সে নিজেই জানে না।

কমলা! চিরকাল সেই পুরনো দিনের মতো একই কমলা!
হিমেল হাওয়ার মধ্যেই হাত নেড়ে
কিনবো বলে পকেট হাতড়ে আমি পয়সা খুঁজলাম।

কিন্তু মুদ্রাগুলোকে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে
পুরনো খবরের কাগজের ওপর রঙিন খড়ি দিয়ে বেশ কষ্ট করে লেখা
মূল্য তালিকাটার দিকে যখন ধীরে ধীরে চোখ বোলাচ্ছিলাম
দেখলাম আপন মনেই আমি মৃদু শিস দিতে শুরু করেছি,
আর ঠিক তখনই নির্মম সত্যিটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেলো
এখন এই শহরে তুমি নেই আমার পাশে।

Der Orangenkauf. 1934.

৭০. প্রশ্ন

আমাকে লিখে জানাও তুমি কি পরছো। গরম হচ্ছে তো ?
আমাকে লিখে জানাও তুমি কেমন ঘুমোচ্ছো। বিছানাটা নরম তো ?
আমাকে লিখে জানাও তোমাকে কেমন দেখায়। সেই একই রকম ?
আমাকে লিখে জানাও তুমি কি হারিয়েছো। আমার উষ্ণ বাহু কি ?

আমাকে জানাও : ওরা তোমাকে কি একা বেরুতে দিচ্ছে ?
তুমি কি সহ্য করতে পারছো ? কি ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ ?
তুমি কি করছো ? যা করা উচিত তাই কি ?
তুমি কি ভাবছো ? আমার কথা ?

এই সমস্তই প্রশ্ন যা কেবল আমি তোমাকে দিতে পারি,
আর নিতে পারি তার জবাব, কেননা আমাকে তা নিতেই হবে।
যদি তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ো তোমার দিকে বাড়িয়ে দিতে পারি না হাতটা,
কিংবা ক্ষুধার্ত হলে খেতে দিতে। ব্যাপারটা এই রকম
যেন আমি এ পৃথিবীতে নেই, কোনো কালে ছিলামও না,
ব্যাপারটা এই রকম যেন তোমাকে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি।

Fragen. 1934

৭১. কুলগাছ

পেছনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট্ট একটা কুলগাছ,
এত ছোট যে ভাবাই যায় না।
যেহেতু তার চারপাশ উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা
তাই কেউ তাকে মাড়িয়ে যেতে পারে না।

বেচারী আর বাড়তে পারে না একটুও,
যদিও সে বাড়তে চায়

তবু তার কোনো সম্ভাবনা নেই—
জীবনে সে এত কম পায় সূর্যের আলো।

তাকে ফুলগাছ বলে ভাবাই যায় না
কেননা এখনও ফল ধরেনি তাতে'।
তবু সেটা যে ফুলগাছ
তার যে কোনো পাতা দেখলেই বোঝা যায়।

Der Pflaumenbaum. 1934

৭২. ডেনিস শ্রমিক-শ্রেণীর অভিনেতাদের প্রতি ভাষণ

তোমরা এখানে এসেছো রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবে বলে, কিন্তু তার আগে
আমাদের বলো : কি তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ?
জনসাধারণে সামনে নিজেদের দেখাতে এসেছো
কিন্তু কি এমন করতে পারো
যাতে হয়ে ওঠো মূল্যবান কিছু দেবার যোগ্য···
তোমরা তো আশা করো জনসাধারণ
তোমাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবে
যখন তোমরা তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে
তাদের সংকীর্ণ পৃথিবী থেকে তোমাদের বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে,
পরিপূর্ণ আবেগে উপভোগ করার সুযোগ দেবে
উত্তুঙ্গ পাহাড়ী চূড়ায় ওঠার পর যাতে তাদের মাথা ঝিমঝিম করে।
তবু তোমাদের জিগেস করি : এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ?

কেননা নিচের কমদামী আসনে
তোমাদের দর্শকরা ঝামেলা পাকাতে শুরু করেছে :
কেউ কেউ একগুঁয়ের মতো জেদ ধরে বসে আছে যে তোমরা কেবল
কোনো মতেই শুধু নিজেদের দেখাতে পারবে না, দেখাতে হবে

এই বিশ্বকেও। ওরা বলছে
কি হবে আর এই সব দেখে—কেমন করে একটা লোক
বিষণ্ণ হতে পারে, কিংবা ওই মহিলা কত নিষ্ঠুর, কিংবা
ওই যে পেছনের লোকটা অপদার্থ সম্রাটের চরিত্রচিত্রণে কত নিপুণ ?
নিয়তির নির্মম মুঠোর মধ্যে অল্প কয়েকজন মানুষের
প্রতিনিয়ত হাঁটাচলা ভাবভঙ্গি প্রকাশ করার মধ্যে
সত্যিকারের সার্থকতা কোথায় ?

আমাদের সামনে তোমরা যা-ই উপস্থিত করো না কেন সবই হাতের শিকার,
যেমন তোমরা অভিনয় করো ভেতরের আবেগে
আর বাইরের শক্তির হাতের অসহায় শিকার হয়ে।
ওরা ওদের আনন্দকে গ্রহণ করে কুকুরের মতো, যখন অদৃশ্য কোনো হাত
অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুঁড়ে দেয়
একটুকরো রুটি
আর ফাঁসটা হঠাৎই
যেন আকাশ থেকে পড়ে এঁটে যায় ওদের গলার চারপাশে।
কিন্তু আমরা যারা নিচুর তলার দর্শক, স্বচ্ছ চোখে
তোমাদের প্রকাশ ভঙ্গি, তোমাদের শারীরিক কসরৎ-এর দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে
বসে বসে দেখছি স্বেচ্ছায়-দিতে-চাওয়া হাত-বদলে-আসা
কিছু আনন্দ আর অদম্য উদ্বেগ।

না, আমরা যারা নিচুর তলার দর্শক অসন্তোষভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠছি
যথেষ্ট হয়েছে। ওতে আর চলবে না। তোমরা কি সত্যিই শোনোনি
এই জনশ্রুতি
যে জালে মানুষ জড়িয়ে পড়ছে সে জাল বুনেছে মানুষ নিজেই ?
আজকাল তো সর্বত্রই একশো তলা শহর থেকে
অর্ণবপোতে নিয়মিত চষা সমুদ্র ছাড়িয়ে নির্জনতম গ্রামে
বিশ্বব্যাপী সবাই জানে মানুষই মানুষেরই নিয়তি।
তাই আমাদের যুগের অভিনেতা

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত আর সীমাহীন দক্ষতার যুগের অভিনেতা
এমন কি মানুষের নিজস্ব যে স্বভাব, সেই স্বভাবের দক্ষ অভিনেতা
তোমাদের কাছে আমাদের আবেদন—
শেষ পর্যন্ত তোমরা নিজেদেরকে বদলাও, আমাদের দেখাও
মানুষের পৃথিবীটা প্রকৃত যেমন : মানুষ যাকে গড়েছে
মানুষেরই হাতে যার রূপ বদলায়।

Rede an danische Artbeiter sohan'spieler uber die kunst der Beobachtng. 1934

৭৩. সংযুক্ত সীমান্তের গান

১

এবং যেহেতু একটা মানুষ রক্ত মাংসে গড়া
যদি কিছু মনে না করো, সে চাইবে এক টুকরো রুটি আর মাংস
এবং একমুঠো অলংকৃত শব্দে তার পেট ভরবে না
কেননা শব্দ কোনো সুস্বাদু খাবার নয়।

তাই বাঁয়ে ঘুম্‌কে, দুই, তিন!
বাঁয়ে ঘুম্‌কে, দুই, তিন!
কমরেড, এইই তোমার জায়গা,
এখানেই থেকে যাও শ্রমিকদের সংযুক্ত সীমান্তে
কেননা তুমিও একজন শ্রমিক।

এবং যেহেতু একটা মানুষ রক্ত মাংসে গড়া
শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়
সে কোনো দিনই চায় না কোনো ক্রীতদাসকে তার পায়ের নিচে মাড়াতে
এবং কোনো প্রভুকে তার উত্তুঙ্গ শিখরে দেখতে।

তাই বাঁয়ে ঘুম্‌কে, দুই, তিন!

বাঁয়ে ঘুম্‌কে দুই, তিন !
কমরেড, এইই তোমার জায়গা,
এখানেই থেকে যাও শ্রমিকদের সংযুক্ত সীমান্তে
কেননা তুমিও একজন শ্রমিক।

৩

এবং যেহেতু এখনও পর্যন্ত দুটি শ্রেণী
সর্বহারাকেই স্বীকার করতে হবে সবার আগে
শ্রমিককে শৃঙ্খল মুক্ত করার দায়িত্ব
শ্রমিকশ্রেণীর ছাড়া আর কারুর নয়।
তাই বাঁয়ে ঘুম্‌কে, দুই, তিন !
বাঁয়ে ঘুম্‌কে, দুই, তিন !
কমরেড, এইই তোমার জায়গা,
এখানেই থেকে যাও শ্রমিকদের সংযুক্ত সীমান্তে
কেননা তুমিও একজন শ্রমিক।

Einheitsfrontlied. 1934

৭৪. শ্রমিকের প্রশ্ন

কে গড়েছে সাত তোরণের থেবস্‌ ?
সব বইয়েতেই বলা হয়েছে সম্রাট।
গভীর গিরিখাদ থেকে সম্রাট কি টেনে এনেছেন পাথর ?
বারবার বিধ্বস্ত নগরী ব্যাবিলন, কে আবার প্রায়ই গড়ে তুলেছে তাকে
কার গড়া লিমার দেওয়ালগুলো রৌদ্রে আশ্চর্য উজ্জ্বল ?
চীনের সম্পূর্ণ প্রাচীরে যখন সন্ধ্যা নামে
কোথায় যায় সেইসব শ্রমিকের দল ? বিজয় তোরণ ভরা
প্রাচীন রোম। কে গড়েছে তাকে ? যেখানে বিজয়ী সীজারের
উল্লোল উল্লাস ?
বাইজানটিয়ানে বিশাল প্রাসাদ ছাড়া কি আর কিছু নেই,

তাহলে কোথায় বাস করে সেইসব অগণিত মানুষ ?
অতলান্তিকের অদৃশ্য দ্বীপ আটল্যান্টিস নিজে
উপকথার সেই রাত্রে সমুদ্র যখন নৌকাটাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিলো
শুনেছিলো জলমগ্ন ক্রীতদাসের অন্তিম আর্তনাদ।

তরুণ আলেকজাণ্ডার অধিকার করেছিলেন ভারত।
সে কি নিজে ?
সীজার পরাজিত করেছিলেন গলদের।
তাঁর পাশে কি একজন পরিচারিকাও ছিলো না ?
স্পেনের ফিলিপ আহত হয়ে কি একাই কেঁদেছিলেন, কাঁদেনি
আর কেউ ?
সাত বছরের যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন দ্বিতীয় ফেদেরিখ্।
সে কি নিজেই ? আর কেউ কি ছিলো না
তাঁর পাশে ?

ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি পাতায় এক একজন বিজয়ী বীর।
অথচ উৎসবের দিনে কে রাঁধতো তাঁদের জন্যে রাজকীয় ভোজ ?
প্রতি দশ বছর অন্তর এক একজন মহামানব।
অথচ তাঁদের জন্যে কে ঝরাতো বিন্দু বিন্দু ঘাম ?

এইসব অজস্র কথা !
অজস্র প্রশ্ন।

Fragen eines lesenden Arbeiters. 1935

৭৫. বিপ্লবের অজানা সৈনিকটির সমাধিফলক

বিপ্লবের অজানা সৈনিকটি মারা গেছে।
আমি স্বপ্নে দেখলাম তার সমাধি ফলক।

ওটা পড়ে রয়েছে একটা বন্দীশিবিরে। জলে ক্ষয়ে-যাওয়া দুটো বড় পাথর।
তাতে কোনো উৎকীর্ণলিপি নেই।
তবু ওই দুটো পাথরের একটা বলতে শুরু করলো :

এখানে যে শুয়ে রয়েছে, নিজের স্বদেশ ছাড়া
সে জয় করবে বলে কোনোদিন হানা দেয়নি বিদেশী ভূখণ্ডে।
কেউ জানে না তার কি নাম। কিন্তু ইতিহাস
নামি জানে কারা তাকে পরাস্ত করেছে।

যেহেতু সে মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিলো
তাই তাকে ছিন্নভিন্ন করা হলো বন্য পশুর মতন।

তার শেষ কথাগুলো ছিলো অস্পষ্ট জড়ানো
কেননা টুঁটি টিপে-ধরা গলার মধ্যে দিয়ে ওগুলো বেরিয়ে এসেছিলো,
তবু হিমেল বাতাস তাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলো সবখানে
এমন কি তুষারে জমে যাওয়া অজস্র মানুষের কানে কানে।

Das Grabmal des unbekannten Soldaten der Revolution 1935

৭৬. শক্তিশালী দস্যুরা যখন আসে

শক্তিশালী দস্যুরা যখন আসে
আমি দরজাটা হাট হাট করে খুলে দিই,
ওরা যখন আমার নাম ধরে ডাকে
আমি বেরিয়ে আসি ঘরের বাইরে।

চাবিগুলো যখন নিয়ে এলাম
তখনও পর্যন্ত কোনো দাবী জানানো হয়নি,
সুতরাং আবিষ্কার করার মতো
কোনো অপরাধই সুসংগঠিত হয়নি।

Als die grossen Rauber Kamen. 1935

৭৭. জার্মানি থেকে পাওয়া একটি খবর

আমরা জানতে পারলাম জার্মানিতে
'বাদামী মড়ক'-এর সময় হঠাৎ একদিন
ইঞ্জিনিয়ারিং-কারখানার ছাদে
নভেম্বরের হিমেল বাতাসে উড়তে দেখা গেলো একটা রক্তনিশান,
স্বাধীনতার নিষিদ্ধ পতাকা।
মধ্যদিনের মেঘলা আকাশ থেকে ঝরছে
তুষারকণায় মেশা অবিরাম বৃষ্টিপাত।
সেটা ছিলো ৭ই নভেম্বর : বিপ্লবের একটা স্মরণীয় দিন !

দেখ দেখ, একটা রক্তনিশান !

শ্রমিকরা আঙিনায় দাঁড়িয়ে
সূর্যকে আড়াল করার ভঙ্গিতে চোখের ওপর হাত রেখে
দমকা তুষার-বৃষ্টির মাঝেই ছাদের দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে।

সহসা ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই হয়ে এলো ঝটিকাবাহিনী
যারাই শ্রমিকের পোশাক পরে ছিলো
তাদের সবাইকে ওরা তাড়িয়ে নিয়ে গেলো দেওয়ালের দিকে
আর যারা অনীহা দেখালো তাদের হাতগুলো বাঁধা হলো শক্ত দড়ি দিয়ে।
জিজ্ঞাসাবাদের সময় ছাদে যে উঠেছিলো
তার নামটা বলে দেওয়া সত্ত্বেও
ওরা সবাইকে মারতে মারতে রক্তাক্ত দেহে
বার করে আনলো আঙিনায়।

যারা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো
বাকিদের ওপর চালানো হলো যথেচ্ছ নির্যাতন !
কিন্তু পরের দিনই আবার

সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার ছাদে
উড়তে দেখা গেলো সর্বহারাদের রক্তনিশান।
আবার মৃত্যুর মতো নিস্পন্দ নিথর শহর জুড়ে শোনা গেলো
ঝটিকাবাহিনীর বুটের আওয়াজ। আঙিনায়
এখন আর কোনো পুরুষকেই দেখা যাচ্ছে না।
কেবল থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েরা
হাতগুলো সূর্যকে আড়াল করার ভঙ্গিতে চোখের ওপর রাখা
দমকা তুষার-বৃষ্টির মাঝেই ওরা ছাদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

আবার শুরু হয়ে গেলো নির্যাতন।
জিজ্ঞাসাবাদের সময় মেয়েরা সাক্ষী দিলো : ওই নিশানটা
একটা বিছনার চাদর
যাতে করে গতকাল আমরা একটা মৃতদেহকে বহে নিয়ে গিয়েছিলাম।
ওটার রঙের জন্যে তোমরা আমাদের দোষ দিতে পারো না।
তোমাদের জানা উচিত
খুন-হয়ে-যাওয়া মানুষটার রক্তে ভিজেই ওটা অমন লাল হয়ে উঠেছে।

Rapport von Deutschland. 1935

৭৮ শেষ ইচ্ছা

অ্যালটোনায়, শ্রমিক-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ চালানোর সময়
ওদের হাতে ধরা পড়লো আমাদের চারজন কমরেড। হত্যাকাণ্ডে
উপস্থিত থাকার জন্যে টেনে আনা হলো পঁচাত্তরজন মানুষকে।
ওরা যা দেখেছিলো এটা তারই বিবরণ :
সবচেয়ে যে তরুণ, ছোটখাটো একটা দৈত্যের মতো বিরাট শরীর,
তাকে যখন জিগেস করা হলো
তার শেষ ইচ্ছে কি (প্রচলিত ধারা অনুযায়ী এটাই রীতি),

এর চেয়ে বরং ভালো নতুন লেখা পাতাগুলো নিয়ে
ভোরবেলায় অজস্র ভিড় বাজারের মধ্যে যেখানে ছোট ছোট টুলে
ওরা মাংস বিক্রি করছে আর তার একপাশে
প্রতীক্ষা করে থাকা নতুন মুদ্রকের কাছে যাওয়া,
কেননা তুমি যা বিক্রি করবে তা হচ্ছে কথা।

ড্রাইভার গাড়িটা চালিয়ে যাচ্ছে অসম্ভব দ্রুত
সকালে প্রাতরাশও জোটেনি তার কপালে,
প্রতিটা বাঁকই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক,
দ্রুত পায়ে সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো,
যাঁকে আনার জন্যে সে এলো
তিনি বেরিয়ে গেছেন অনেক আগেই।

যার সঙ্গে সে কথা বললো কেউ শুনলো না।
সে আরও চিৎকার করে কথা বললো
এবং পুনরাবৃত্তি করলো নিজেই।
সে যা বললো সব ভুল,
কেউ তাকে শুধরে দিলো না।

Uber das Lehren ohne Schuler. 1935

৮২. দ্বিধান্বিত কোনো শ্রমিককে

তুমি আমাদের বললে
ব্যাপার-স্যাপার আদৌ ভালো ঠেকছে না।
অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। কমে যাচ্ছে আমাদের শক্তি।
এত বছর কাজ করার পরেও, শুরুতে যেমন ছিলো
এখন তার চাইতে আমাদের অবস্থা হয়েছে আরও জটিল।
অথচ যে ছিলো শত্রু, আগের চাইতেও সে দিন দিন হয়ে উঠছে শক্তিশালী,
এখন সে নিয়েছে অজেয়র ভূমিকা :

যেভাবেই হোক, আমরা যে ভুল করেছি
সেকথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।
আমাদের সভ্যসংখ্যা যাচ্ছে দিন দিন কমে।
এলোমেলো আমাদের স্লোগান। শত্রুরা আমাদের
কিছু কিছু শব্দকে বিকৃতও করছে অত্যন্ত নিপুণভাবে।

এখনকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা বলাবলি করলাম.
কেউ কেউ না সবাই ?
এখন আমরা কাদের ওপর নির্ভর করবো ?
চলমান জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা কি এমনি ভাবেই পড়ে থাকবো ?
কাউকে না বুঝে কাউকে বুঝতে না দিয়ে
আমরা কি কেবল পেছনেই পড়ে থাকবো ?

আমাদের ভাগ্য কি সুপ্রসন্ন হবে ?

এ প্রশ্ন তোমার। তুমি নিজে ছাড়া
যে প্রশ্নের জবাব আর কেউ দিতে পারবে না

An deu Scuwankenden. 1935

৮৩. শিক্ষার্থী

প্রথমে আমি ঘর তুললাম বালিতে, তারপর পাহাড়ে
পাহাড়টা যখন ফেটে চৌচির হয়ে গেলো
আমি আর কোনো কিছুর ওপর ঘর তুলিনি।
তারপর আমি আবার যখনই ঘর তুলেছি
হয় বালিতে নয় তো পাথরে, হয়তো ভেঙে গেছে,
তবু এমনি ভাবেই আমি শিখেছি।

যাদের ওপর আমি বিশ্বাস রেখেছিলাম তারাই আমাকে
ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। অথচ যাদের দিকে ফিরেও তাকাইনি
তারাই এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে।
এমনি ভাবেই আমি শিখেছি।

আমি যা নির্দেশ দিয়েছি তার একটাও পালন করা হয়নি।
আমি যখন এসে পৌঁছলাম, দেখলাম
সেটা ভুল। ঠিক যা
তা করা হয়ে গেছে অনেক আগেই।
এর থেকেও আমি শিখলাম।

ক্ষতচিহ্ন নিঃসন্দেহে যন্ত্রণাদায়ক
এখন অবশ্য মিলিয়ে গেছে।
কিন্তু আমি প্রায়ই বলি : একমাত্র কবরই
যা আমাকে কিছু শেখাতে পারবে না।

Der Lernende. 1935

৮৪. যাত্রী

কয়েক বছর আগে, আমি যখন
গাড়ি চালানো শিখতাম, আমার শিক্ষক
আমাকে ধরানোর জন্যে সিগারেট দিতেন,
গাড়ি ঘোড়ার প্রচণ্ড ভিড়ে কিংবা ভয়ংকর সব বাঁকে
সিগারেটটা নিভে গেলে উনি নিজেই চালাতেন।
আমি যখন চালাতাম উনি মজার মজার সব গল্প বলতেন,
যদি খুব মন দিয়ে চালাতাম, যদি একটুও না হাসতাম
উনি আমার হাত থেকে গাড়ি চালানোর ভার নিয়ে নিতেন,
গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'আমি একটুও নিরাপদ বোধ করছি না।

যাত্রী হিসেবে যখন দেখি
একেবারে মগ্ন হয়ে কেউ গাড়ি চালাচ্ছে
আমি তখন সত্যিই ভয় পাই।'

সেদিন থেকে, যখনই কোনো কাজ করতাম
আমি সর্তক থাকতাম যাতে সেই কাজের মধ্যে একেবারে মগ্ন না হয়ে যাই।
আমার চারপাশে সবকিছুরই ওপর নজর রাখতাম
প্রায়ই কারুর না কারুর সঙ্গে কথা বলে নিজের কাজকে বাধা দিতাম।
অত্যন্ত দ্রুত গাড়ি চালাবার সময়েও
আমি ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন আমি
যাত্রীর কথাও ভাবি।

Der Insasse. 1935

৮৫. কেন আমার নাম উল্লেখ করা হবে

১.

এক সময়ে আমি ভাবতাম : সুদূর অতীতে
আমি যে বাড়িটায় বাস করতাম সেটা যখন ভেঙে পড়লো
যে জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলাম সেটা যখন বিধ্বস্ত হলো
অন্যদের সঙ্গে আমার নামটাও হয়তো
উল্লেখ করা হবে

যেহেতু আমি প্রশংসা করেছি যাকিছু প্রয়োজনীয়
তখনকার দিনে যার প্রাথমিক মূল্য ছিলো
যেহেতু আমি যা কিছু সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি
যেহেতু আমি শোষণের বিরুদ্ধে
কোনো না কোনো ভাবে লড়েছি

৩

যেহেতু আমি ছিলাম মানুষের সপক্ষে

তাদের সব কিছুকে বিশ্বাস করতাম, তাদেরকে শ্রদ্ধা করতাম

যেহেতু কবিতায় আমি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছি

যেহেতু কোনো না কোনো ভাবে আমি শিক্ষা দিয়েছি

বাস্তব আচার-আচরণের রীতি

৪

সেহেতু আমি ভেবেছিলাম আমার নামও বুঝি

পাথরে খোদাই করা থাকবে,

আমার উদ্ধৃতি ছাপা হবে নতুন নতুন সব বইয়ে।

৫

অথচ আজ

স্বীকার করে নিচ্ছি নিশ্চয়ই ভুলে যাওয়া হবে।

কেন লোকে রুটিওয়ালাকে খুঁজতে যাবে ঘরে যদি যথেষ্ট পরিমাণ রুটি থাকে ?

তুষার যদি গলে যায় কিংবা নতুন তুষারপাত না হয়

কে আর তুষারের প্রশংসা করে ?

ভবিষ্যৎ যদি থাকে

কে আর অতীতকে খুঁজতে যাবে ?

কেন

আমার নাম উল্লেখ করা হবে বলো ?

Warum soll mein Name genannt werden ? 1936

৮৬. গর্কির জন্যে উৎকীর্ণলিপি

এখানে শায়িত খনিশ্রমিকদের সেই অবিসংবাদিত নায়ক

নির্যাতিত সাধারণ মানুষ

শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর সাধারণ মানুষের এক আশ্চর্য গাল্পিক
যিনি পাঠ নিয়েছিলেন রাজপথের পাঠশালায়
নিচুর তলার একটি মানুষ
যিনি সম্পূর্ণ মুছে দিতে চেয়েছিলেন
উঁচু নিচুর প্রভেদ
মানুষের নেতা
যিনি যাকিছু শেখার শিখেছিলেন মানুষেরই কাছ থেকে।

Grabschrift fur Gorki. 1936

৮৭. প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে

প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে যখন শিক্ষাক্রম শুরু হয়
শহরের উপান্তে মনিহারী দোকানগুলোর সামনে মায়েরা দাঁড়িয়ে থাকে,
তাদের বাচ্চাদের জন্যে পাঠ্যবই খাতা পেনসিল কেনে।
মরিয়া হয়ে হাতের ঝোলানো শীর্ণ ব্যাগ থেকে ওরা
শেষ কপর্দকটাও পর্যন্ত খরচ করতে বাধ্য হয়,
জ্ঞানের জন্যে খরচের বহর দেখে ওরা আঁতকে ওঠে।
অথচ শিশুদের জ্ঞানের জন্যে যে-বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
সেটা যে কি জঘন্য
সে সম্পর্কে ওদের অস্পষ্টতমও কোনো ধারণা নেই।

Alljahrlich im September, wenn die Schulzeit beginnt. 1937

৮৮. আরামপ্রদ একটা গাড়িতে চড়ে

বৃষ্টি-ভেজা কোনো গ্রামের পথে
আরামপ্রদ একটা গাড়িতে চড়ে ভ্রমণের সময়

আমরা দেখলাম প্রায় সায়ান্ধকারে জীর্ণ পোশাকপরা একটা লোক
বিনীত অভিবাদন করে সংকেতে জানালো গাড়িতে ওকে তুলে নিতে।
আমাদের মাথার ওপরে ছাদ আছে, ঘরটাও সুন্দর, তাই আমরা গাড়ি
হাঁকিয়ে দিলাম

সবাই শুনতে পেলো রুক্ষ মেজাজে আমি খেঁকিয়ে বলছি : না
আমরা কাউকে সঙ্গে নিতে পারছি না।
সুদীর্ঘ পথ আমরা অতিক্রম করে গেলাম
হয়তো গোটা একটা দিনেরই অভিযান
যখন হঠাৎ আমার নিজের সেই কণ্ঠস্বরে আমি নিজেই মর্মাহত হলাম।
আমার এই আচরণ
আজ সারা পৃথিবী জুড়ে।

Fahrend in einem bequemen Wagen. 1937

৮৯. দুঃসময়ে

বাতাসে যখন বাদাম গাছের পাতা কাঁপে, ওরা কিছু বলে না
অথচ বলে যখন ঘর-সাজানোর চিত্রকর শ্রমিকের মাথা গুঁড়িয়ে দেয়।
খরস্রোতা নদীতে বাচ্চারা যখন চ্যাপটা পাথর ছুঁড়ে
ব্যাঙ-লাফানো খেলে, ওরা কিছু বলে না
অথচ বলে বিশ্বযুদ্ধগুলো যখন ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে।
কোনো মেয়ে যখন ঘরে আসে, ওরা কিছু বলে না
অথচ বলে শক্তিশালী ক্ষমতাগুলোকে যখন একযোগে ব্যবহার করা হয়
শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।
যাই হোক, ওরা কোনোদিনই বলবে না : এটা দুঃসময়।
তবু ওদের কবিরা কেন নিশ্চুপ ?

In finsteren Zeiten. 1937

৯০. বিদায়ক্ষণে

আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম।
আমার হাত স্পর্শ করলো তোমরা দামী পোশাক
তোমার হাত স্পর্শ করলো আমার জীর্ণবাস।
আলিঙ্গনটা খুবই সংক্ষিপ্ত
তুমি ফিরে যাবে দামী দামী খাবার দিয়ে সাজানো সুন্দর টেবিলটার দিকে
আর আমার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরবে
জল্লাদদের লেলিয়ে দেওয়া মানুষ।
আমরা আবহাওয়ার কথা বললাম, বললাম
আমাদের অবিলোপী বন্ধুত্বের কথা।
এ ছাড়া অন্য কিছু বললেই
সৃষ্টি হতো তিক্ততা।

Der Abschied. 1937

৯১. ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে

খরস্রোতা নদীব ওপরটাকে বলা যায় ভয়ঙ্কর
কিন্তু নদীর নিচের যে প্রান্তভাগ
তাকে কেউ কখনও বলেনি ভয়ঙ্কর।

যে ঝড় বার্চ গাছগুলোকে বেঁকিয়ে দেয়
তাকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ভয়ঙ্কর,
কিন্তু কি বলবে সেই ঝড়কে
যা রাস্তা মেরামতি-শ্রমিকদের পিঠগুলোকে বেঁকিয়ে দেয় ?

Uber die Gewalt. 1937

৯২. বন্ধ্যা

যে ফলের গাছ্‌ ফল ধরে না
তাকে বলে বন্ধ্যা।
কিন্তু কে পরীক্ষা করে দেখেছে মাটি?

যে ডাল সহজে ভেঙে যায়
তাকে বলে ভঙ্গুর।
কিন্তু তার ওপর কি অজস্র তুষার জমেনি?

Uber die Unfruchtbarkeit. 1937

৯৩. উদ্ধৃতি

কবি কিন বলেন:
কেমন করে আমি সৃষ্টি করবো অবিস্মরণীয় রচনা যদি না হই বিখ্যাত?
কেমন করে আমি জবাব দেবো যদি আমাকে কোনো প্রশ্নই না করা হয়?
কেন আমি কবিতা লিখে সময় নষ্ট করতে যাবো যদি ওরাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে
নষ্ট হয়ে যায়?
আমার যাকিছু প্রস্তাব সব সময়েই দ্বিভাষায় লিখি
যেহেতু আমি ভয় পাই ওরা যেকোনো দিনই ওগুলোকে নিয়ে যেতে পারে।
বিরাট কোনো লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে বিরাট পরিবর্তন চাই।
ছোটখাটো কোনো পরিবর্তন বিরাট পবিবর্তনের শত্রুই বলা যায়।
আমার শত্রু আছে। সুতরাং বিখ্যাত আমি হবোই।

Zitat. 1937

* কবি কিন ব্রেশটের নিজেরই নাম।

১৪. বিপ্লবের কোনো সৈনিকের গান

১

বিপ্লবের একজন সৈনিক হিসেবে আমি জানি
কোথায় যাচ্ছি সেটা কোনো ব্যাপারই নয়।
মাথা গোঁজার মতো কোথাও একটু ঠাঁই পেলেই যথেষ্ট।
যত নোংরা বা অন্ধকারই হোক না কেন
ঝেড়ে ঝুড়ে এমনভাবে সাফ করতে হবে যাতে রাইফেলটাকে
সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়ার মতো অবস্থায় প্রস্তুত রাখতে পারি।

২

অঞ্চলটা কেমন তা নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাই না
এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে যেটা লক্ষ্য করি মানুষের অভাবটা কোথায়।
কোনো অঞ্চলই মোটামুটি খুব একটা খারাপ নয়
কেবল একদল লোক ভাবে একমাত্র ওরাই জানে কেমন করে দেশটাকে
চালাতে হয়।
একদিন সেই দলটাকে সুন্দর আর যোগ্য মানুষদের সঙ্গে মোকাবিলা
করতেই হবে
আর তখন সবখানেই জীবন হয়ে উঠবে বহনযোগ্য।

আমার অন্য কারুর বন্ধুত্বেরও প্রয়োজন হয় না, কেননা
আমি সব সময়েই আমার আঞ্চলিক কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি।
যারা আমার বন্ধু, যারা ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেয়
তাদের কাউকে আমি হয়তো আগে দেখিওনি।
দিনে কিংবা রাত্রে আমি ওদের বন্ধু বলেই মনে করি
যেহেতু ওরা সব সময়েই আমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত।

৪

আমার বন্ধু বাইরে থেকে আমার জন্যে রুটি নিয়ে আসবে
ওদের নতুন নতুন সব ইশারা-ইঙ্গিত গুনগুন করবে আমার মাথার মধ্যে।

ওরা আমার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে আমাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে
আবার আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে দেওয়ালের গায়ে চোরা গর্তটার কাছে,
একটু আগে যে জায়গাটা ছেড়ে চলে এসেছিলাম
ওরা আমাকে নিয়ে যাবে আবার সেই নির্জন আস্তানায়।

৫

এবং যদি এমনও হয় যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অত দূর যেতে পারবো না
আমরা যেখানে আছি সেখানেই দাঁড়িয়ে লড়াই করে যাবো
চারদিকে নজর রেখে খোঁজার চেষ্টা করবো
ঠিক কি করলে আমরা জয়ী হবো আর কিসে আমাদের পরাজয়।
সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের পরিস্থিতি অস্পষ্ট থেকে গেলেও
বিপ্লবের কোনো সৈনিকের কাছে ব্যাপারটা আদৌ অস্পষ্ট থাকে না।

Lied des Soldaten der Revolution. 1937

৯৫. ক্ষুধার্তের সব রুটিই খেয়ে ফেলা হয়েছে

ক্ষুধার্তের সব রুটিই খেয়ে ফেলা হয়েছে।
মাংস প্রায় অচেনা বললেই চলে।
বৃথাই নিঙড়ে বার করা মানুষের মাথার ঘাম।
লরেলের ঝোপ সব
উপড়ে ফেলা হয়েছে।
অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা থেকে উঠছে ধোঁয়া।

Das Brot der Hungernden ist aufgegessen. 1937

৯৬. টেবিল থেকে যারা মুরগীর ঠ্যাংটা তুলে নেয়

টেবিল থেকে যারা মুরগীর ঠ্যাংটা তুলে নেয়
তারা আমাদের শেখায় পরিতৃপ্ত থাকার রীতি।

যাদের পকেটে ঢুকবে করের টাকা
তারা আমাদের শেখায় আত্মত্যাগ।
যারা গোগ্রাসে গেলে ক্ষুধার্তকে তারা শেখায়
আগামী কালের আশ্চর্য দিনগুলো খুব সামনেই।
যারা দেশটাকে টেনে নিয়ে যায় নরকের অতল অন্ধকারে
তারা বলে সাধারণের পক্ষে দেশ চালানোটা নাকি
খুবই কঠিন।

Die das Fleisch wegnehmen vom Tisch. 1937

১৭. নেতারা যখন শান্তির কথা বলে

নেতারা যখন শান্তির কথা বলে
সাধারণ মানুষ জানে যুদ্ধ আসছে সামনেই।

নেতারা যখন অভিশাপ দেয় যুদ্ধকে
সৈন্য-সমাবেশের আদেশ লেখা হয়ে যায় তার আগেই।

Wenn die Oberen vom Frieden reden. 1937

১৮. দেয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা

দেওয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা :
"ওরা যুদ্ধ চায়।"
যে লিখেছিলো
স্খলিত সে অনেক আগেই।

Auf der Mauer Stand mit Kreide. 1937

৯৯. শ্রমিকরা রুটির জন্যে চিৎকার করে

শ্রমিকরা রুটির জন্যে চিৎকার করে
সওদাগররা চিৎকার করে বাজারের জন্যে।
বেকার যারা তারা ক্ষুধার্ত। যারা চাকরি করে
ক্ষুধার্ত তারাও।
এতদিন যে হাতগুলো অলস পড়েছিলো আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।
ওরা এখন তৈরি করছে কার্তুজের খোল।

Die Arbeiter schreien nach Brot. 1937

১০০. যাঁরা সবচেয়ে উঁচুর তলার মানুষ

যাঁরা সবচেয়ে উঁচুর তলার মানুষ তাঁরা বলেন :
এটা গৌরবের পথ।
যারা নিচুর তলার মানুষ তারা বলে :
এ পথটা গেছে সোজা কবরে।

Die Oberen Sagen. 1937

১০১. যে যুদ্ধ আসছে

যে যুদ্ধ আসছে
সেটাই প্রথম নয়। এর আগেও
বহু যুদ্ধ এসেছে। -
শেষ যুদ্ধ যখন শেষ হলো
তখনও ছিলো বিজেতা আর যারা পরাজিত।
পরাজিতের মধ্যে ছিলো বহু সাধারণ মানুষ যারা বুভুক্ষু।
বিজেতাদের মধ্যেও ছিলো বহু সাধারণ মানুষ
যারা বুভুক্ষু।

Der Krieg der kommen wird. 1937

১০২. মিছিলে যোগ দিয়ে

মিছিলে যোগ দিয়ে সবাই যখন এগিয়ে চলেছে
অনেকেই জানে না যে তাদের শত্রুরাও চলেছে মিছিলের আগে আগে।
যে কণ্ঠস্বর তাদের আদেশ দিলো
সেটা তাদের শত্রুর কণ্ঠস্বর
আর যে লোকটা তাদের শত্রুর কথা বললো
সে নিজেও একজন শত্রু।

Wenn es zum Marschieren kommt, wissen viele nicht. 1937

১০৩. এখন রাত

এখন রাত
বিবাহিত দম্পতিরা
শুয়ে রয়েছে তাদের শয্যায়। অল্প বয়েসী তরুণীরা
বহন করবে অনাথ শিশু।

Es ist Nacht. 1937

১০৪. উদ্বাস্তুদের শান্তি

একটা দাঁড় পড়ে রয়েছে ঘরে ছাদে। মৃদুমন্দ বাতাস
উড়িয়ে নিয়ে যাবে না খড়ের চাল।
বাচ্চাদের দোল খাবার জন্যে
উঠোনে পোঁতা হয়েছে শক্ত দুটো খুঁটি।

দিনে দুবার আসে ডাক
চিঠি এলে সবাই খুশিতে উচ্ছল।

খেয়াঘাট থেকে ভেসে আসছে পরিচিত শব্দ।
বাড়িটাতে রয়েছে পালাবার চার চারটে পথ।

Zufluchtsstatte. 1937

১০৫. গৌতম বুদ্ধের মিতকথন

গৌতম বুদ্ধের কাছ থেকে শিখেছিলাম সেই উপদেশ
যে লোভের চাকায় আমরা বাঁধা
এবং মুছে ফেলা উচিত যাকিছু তীব্র কামনা,
এমনি ভাবেই অবাঞ্ছিত তুচ্ছতা থেকে মুক্তি পাওয়াকে তিনি বলেছেন
নির্বাণ।
একদিন কোনো শ্রমণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন :
'এই তুচ্ছতা কেমন, প্রভু?
তীব্র কামনাকে বিসর্জন দেওয়া কি কারুর স্বজনী অস্তিত্ব মুছে ফেলা,
যেমন তপ্ত নিদাঘে
আপনি জলের ওপরে শুয়ে থাকেন, ভারশূন্য দেহ
প্রায় ভাবনাবিহীন, অলস শয়ানে
অথবা আচ্ছন্ন তন্দ্রায় একান্ত নিবিড়
কিংবা অজান্তেই দ্রুত ডুবে যাওয়া কম্বলটাকে যখন ঠিক করে নেন
এই তুচ্ছতা কি সে রকম সুখের, রমণীয় কিছু, নাকি
আপনার এই তুচ্ছতা নিতান্তই কিছু না,
কেবল চেতনাবিহীন, হিমেল শূন্যতা?'

দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বুদ্ধদেব
শান্ত মন্দ্রিত স্বরে বললেন :
'তোমার এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।'
অথচ সন্ধ্যায়

ওরা সবাই যখন চলে গেলো

গৌতম বুদ্ধ তখনও বসে ছিলেন বোধিদ্রুমের নিচে,

অন্য যারা কোনো প্রশ্ন করেনি তাদেরকে তিনি শোনালেন এই কাহিনী :

'সেদিন একটা বাড়ি দেখলাম।

আগুন ধরে গিয়েছিলো। দাউদাউ

আগুনের লেলিহান শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলো বাড়ির ছাদ ছাপিয়ে।

কাছাকাছি আসতেই বুঝতে পারলাম তখনও সেখানে লোক রয়েছে।

আমি দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে

ওদের ডেকে বললাম

ছাদ জ্বলছে,

ওরা যেন এখুনি বেরিয়ে আসে।

কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও কারুর কোনো ব্যস্ততা আছে বলে মনে হলো না।

ওদের একজন

যখন তাপে প্রায় ঝলসে যাচ্ছে তার চোখের পাতা

আমাকে জিগেস করলো বাইরেটা কেমন,

এখনও বৃষ্টি হচ্ছে না কেন, বাতাস বইছে কি না,

হয়তো পাশের কোনো বাড়িতে যাওয়া যায় ইত্যাদি

আরও অনেক কিছু।

কোনো কথা না বলে আমি বাইরে এলাম।

আমার ধারণা

প্রশ্ন থামার আগেই ওরা পুড়ে মরেছে আগুনে।

সত্যিই, যারা কখনও অনুভব করেনি মেঝের সেই উত্তাপ

যারা কেবল সারাক্ষণ কাটিয়ে দিলো কথায়

তাদেরকে আমার কিছু বলার নেই।'

এটাই শিখেছিলাম গৌতম বুদ্ধের কাছ থেকে।

২

এবং আমরাও

যুক্তিতর্কের কারুকার্যে ততটা উদ্বিগ্ন নই

যতটা অযৌক্তিকতা এবং প্রাকৃতিক চরিত্রের নানান প্রস্তাবের
পারিপার্শ্বিকতায়।
তবু মানুষের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ
ওরা যেন মানবিক উৎপীড়কদের নিঃশেষে মুছে ফেলেন,
আমরাও বিশ্বাস করি
যাঁরা রাজধানীর উড়ন্ত বিমানবহরের মুখে অজস্র প্রশ্ন করেন :
আমরা কিভাবে এ কাজটা করার কথা ভাবতে পারি,
কেমন করে ওটার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব,
ওদের জমানো টাকাগুলো
কিংবা বিপ্লবের পর রবিবাসরীয় পোশাকগুলোর কি দশা হবে, ইত্যাদি
তখন আমাদের সত্যিই কিছু বলার থাকে না।

Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus. 1937

১০৬. নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ভাবনা

১

দেওয়ালে নখ আঁচড়িও না,
কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দাও চেয়ারের ওপর।
চারদিনের জন্যে আর পরিকল্পনা কেন ?
কালই তো তুমি বাড়ি ফিরে যাবে।

জলবিহীন চারা গাছগুলো পড়ে থাক।
কেন আবার মিছিমিছি ওগুলোকে বপন করতে যাওয়া ?
বেঁধে ফেলবে তোমার তল্পিতল্পা এবং চারাগুলো
চৌকাঠ ছাড়িয়ে ওঠার আগেই তুমি চলে যাবে।

চোখের ওপর তোমার টুপিটা টেনে দাও রাস্তায় যখন লোকজন হেঁটে যায়
বিদেশী ব্যাকরণ হাতড়িয়ে আর কি হবে ?

যে সংবাদ তোমায় বাড়িতে ডাকছে
সে তো তোমার ভাষাতেই লেখা :

ছাদ থেকে খুলে আসছে পলস্তারা
(কখনও সারানোর কথা ভেবো না !)
খসে সে পড়বেই,
সীমান্তে সঞ্চিত করা হয়েছে যে শক্তি
সে তো ন্যায়ের জন্যেই !

২

দেওয়ালে আঁচড়ানো তোমার নখের দাগের দিকে তাকাও :
তুমি কি ভাবছো কখন তুমি ফিরে যাবে ?
তুমি কি জানতে চাও তোমার হৃদয়েরও হৃদয় কোন স্বরে কথা কইছে ?

দিনের পর দিন
স্বাধীনতা সংগ্রামে তুমি অতন্দ্র কাজ করে যাও।
ঘরের মধ্যে বসে লেখো।
তুমি কি জানতে চাও কেমন করে তোমার লেখা প্রকৃতই তোমাকে মগ্ন
বাখে ?
তাহলে উঠোনের কোণে ওই চারা বাদাম গাছটার দিকে তাকাও,
যার গোড়ায় তুমি এতদিন অজস্র জল ঢেলেছিলে।

Gedanken uber die Dauer das Exils, 1937

১০৭. দেশ শাসনের অসুবিধে

মন্ত্রীরা সব সময়েই সাধারণ মানুষকে বলেন
দেশ শাসন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মন্ত্রীরা না থাকলে
মাঠে মাঠে ফসল ফলতো না। কয়লার একটা টুকরোও খনির বাইরে
আসতো না

যদি না প্রধান মন্ত্রী এত চালক হতেন। প্রচার মন্ত্রী ছাড়া
কোনো মেয়েই কোনোদিন গর্ভবতী হতে রাজি হতো না।
সমর মন্ত্রী ছাড়া কোনোদিনই যুদ্ধ বাধতো না।
ফুরারের অনুমতি ছাড়া কোনো সকালে সূর্য উঠতো কিনা সন্দেহ,
আর উঠলেও, নিশ্চয়ই তা উঠতো
ভুল জায়গায়।

২

ওঁরা আমাদের বলতেন, গোটা একটা কারখানা চালানোর মতোই
ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন। মালিক না থাকলে
দেওয়ালগুলোই সব ভেঙে পড়ে যেতো, মরচে পড়তো কলকব্জায়।
এমন কি মালিকরা চাষীকে লিখে না জানালে
কোনো লাঙলের ফলাই মাটিতে প্রবেশ করতো না
তা সে যেখানেই তৈরি হোক না কেন। আর জমিদার ছাড়া
গোটা জমিদারীটার কি হাল হবে কল্পনা করতে পারো ? নিশ্চয়ই
যেখানে আলু বাসানোর কথা
ওরা সেখানে বজরা বুনে বসতো।

দেশ শাসন করা যদি এতই সহজ হতো
তাহলে ফুরারের মতো এমন অনুপ্রাণিত মনের মানুষের কোনো প্রয়োজনই
হতো না।
শ্রমিকরা যদি যন্ত্র চালাতে জানতো আর চাষীরা
পিঠের রঙ দেখে বলে দিতে পারতো মাটির গুনাগুন
তাহলে কারখানার মালিক বা জমিদারদের কোনো প্রয়োজনই হতো না।
এর একটাই মাত্র কারণ ওরা অসম্ভব বোকা
আর চালাকের সংখ্যা এ পৃথিবীতে খুবই কম।

কিংবা এমনও কি হতে পারে
দেশ শাসন করাটা কঠিন
যেহেতু প্রতারণা আর শোষণ করার জন্যে কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ?

Schwierigkeit des Regierens. 1937

১০৮. প্রবাসী শব্দটা সম্পর্কে

ওরা আমাদের যে নামটা দিয়েছে আমার বরাবরই মনে হয়েছে সেটা মিথ্যে : প্রবাসী।
তার মানে যারা নিজের দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু আমরা
স্বেচ্ছায় নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বাস করবো বলে
আসিনি। এমন কি সম্ভব হলে চিরদিন বাস করবো বলেও
অন্য কোনো দেশে ঢুকিনি। আমরা নিতান্তই
পালিয়ে এসেছি। আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা নিষিদ্ধ।
স্বদেশভূমি থেকে আমাদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।
সীমান্তের যতটা কাছাকাছি সম্ভব এমনি ভাবেই আমরা উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করি
কবে ঘরে ফেরার দিন আসবে, সীমান্তের ওপারের সামান্যতমও কোনো
পরিবর্তন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না
নতুন কেউ এসে পৌছলেই উদ্গ্রীব হয়ে তাকে প্রশ্ন করি,
ভুলি না কিছুই, কিছুই ছাড়ি না,
যা ঘটে গেছে তার জন্যে ক্ষমার কোনো প্রশ্নই আসে না।
আঃ, শব্দের নীরবতা আমাদের সঙ্গে কখনও ছলনা করে না! এমন কি
এখানেও আমরা শুনতে পাই বন্দীশিবির থেকে ভেসে আসা
ওদের সেই আর্তনাদ। হ্যাঁ, সীমান্ত এড়িয়ে আসা
উড়ো খবরের মতো আমাদের নিজেদেরকেই

প্রায় অপরাধীর মতো মনে হয়। আমরা সবাই
ছেঁড়া জুতো পায়ে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে বেড়াই
বহন করে চলি সেই অবজ্ঞার সাক্ষর যা আমাদের দেশকে কলুষিত করছে।
কিন্তু আমাদের কেউই এখানে
চিরদিন বাস করবো না। শেষ কথা
এখনও রয়েছে অনুক্ত।

Uber die Bezeichnung Emigranten. 1937

১০৯. রাইখ থেকে পাওয়া ছোট্ট খবর

বাড়ি রঙ করার মিস্ত্রী শোনালো উজ্জ্বল আগামী দিনের কথা।
অরণ্যের গাছেরা এখনও বেড়ে ওঠে।
এখনও মাঠে মাঠে ফলে সোনালী ফসল।
শহরগুলো এখনও দাঁড়িয়ে।
এখনও মানুষেরা আশ্চর্য স্পন্দিত

Der Anstreicher spricht von kommenden grossen Zeiten 1938

১১০. বর্ষপঞ্জীতে দিনটাকে এখনও দেখানো হয়নি

বর্ষপঞ্জীতে দিনটাকে এখনও দেখানো হয়নি
প্রতি মাস, প্রতিটা দিনই
পড়ে রয়েছে ফাঁকা। এই দিনগুলোর একটাতে
অবশ্যই লাল কালির ক্রুশচিহ্ন দিয়ে রাখা উচিত।

Im Kalender ist der Tag noch nicht verzeichnet. 1938

১১১. আমি শুনেছি

আমি শুনেছি :
মানুষের যাকিছু বিষণ্ণতার শুরু সেই ভোর থেকেই,
যদিও
এটা স্বাভাবিক।
একটা মুহূর্তই যথেষ্ট
দেখার জন্যে, যা আমি কখনও খুঁজে পাই না।

Ich habe gehört. 1938

১১২. জেনারেল, তোমার এই সাঁজোয়া গাড়িটা

জেনারেল, তোমার এই সাঁজোয়া গাড়িটা বিশাল।
নিশ্চিহ্ন করতে পারে একটা অরণ্য, ধ্বংস করতে পারে অজস্র মানুষ।
অথচ ওর কেবল একটাই ত্রুটি :
একজন চালক চাই।

জেনারেল, তোমার নিপুণ বোমারু আছে। বাতাসের চেয়েও
দ্রুত সে উড়তে পারে, বহন করতে পারে একটা হাতির চেয়ে অনেক বেশি।
অথচ ওর কেবল একটাই ত্রুটি :
একজন যন্ত্রকুশলী চাই।

জেনারেল, একটা মানুষও প্রয়োজনীয় পশু।
সে উড়তে পারে, হত্যা করতে পারে।
তবু তার একটা বোধ আছে.
সে ভাবে।

General, dein Tank ist ein starker Wagen 1938

১১৩. পুস্তক দহন

সরকারী আদেশ যখন জারি হলো বিপজ্জনক যাকিছু বই সব পোড়ানো হবে
উন্মুক্ত জনস্থানে, সারা দেশ জুড়ে
গাড়ি গাড়ি বই এলো দহন যজ্ঞে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ
নির্বাসিত কোনো কবি, পোড়ানো বইয়ের তালিকা থেকে দেখলেন
তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিই রয়ে গেছে অনুল্লিখিত।
ক্রোধদীপ্ত তিনি ছুটলেন
তাঁর লেখার টেবিলে এবং ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণীর কাছে
ক্ষিপ্রহাতে লিখলেন—পোড়ানো হোক, পুড়িয়ে ফেলা হোক আমার যাকিছু রচনা !
চাই না এ আচরণ। বাদ দিও না আমাকে। আমি কি সারা জীবন
সাহিত্যে বলিনি যাকিছু সত্যি ? এবং এখন তোমাদের আচরণে আমি যেন
মিথ্যেবাদী। তাই এ আমার আদেশ :
পোড়াও আমাকেও !

Die Bucherverbrennung. 1938

১১৪. ইস্টার, ১৯৩৮

ইস্টারের ভোরে এ দ্বীপের ওপর দিয়ে
সহসা বয়ে গেলো প্রচণ্ড তুষারঝড়,
মুকুলিত কুঞ্জনিকুঞ্জে তুষারের ফুল।
ছোট ছেলে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখায় খুবানির গাছ

অকারণ ছেদ পড়ে কবিতা লেখায়,
যাদের বিরুদ্ধে আমি ধরেছি কলম
যারা যুদ্ধলিপ্সু, যারা আজ দেশটাকে ধূলিসাৎ করে দেয়
এই দ্বীপ, দেশবাসী, পরিবার, এমন কি আমাকেও।

আমরা কেবল নিঃশব্দে শীতে-কাঁপা গাছটির গায়ে
জড়িয়ে দিলাম ছোট্ট একটা চটের থলে।

Fruhli›g, 1938

১১৫. কোনো প্রবাসীর বিলাপ

তোমাদেরই মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি রুটি উপার্জন করি।
আমি একজন ডাক্তার, অন্তত একসময়ে ছিলাম।
আমার নাকের গড়ন আর চুলের রঙের জন্যে
আমাকে হারাতে হয়েছে ঘরবাড়ি, রুজি রোজগার।

যে মহিলা সাত সাতটা বছর আমার সঙ্গে শুয়েছে
আমার হাত থাকতো যার কোলে, যার মুখ থাকতো আমার মুখে
সে আমাকে হাজির করলো আদালতে। আমাব প্রতি বিরাগ হবার কারণ
যেহেতু আমার চুল কালো। এমনি ভাবে সে আমার থেকে মুক্তি পেলো।

কিন্তু (আমার মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকাব সূত্রে পাওয়ার জন্যে)
রাতের অন্ধকারে আমি অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে এলাম
আশ্রয় পাবার মতো অন্য একটা দেশের খোঁজে।

তবু কাজের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেও কোনো লাভ হলো না।
ওরা আমাকে বললো : তোমরা অসম্ভব উদ্ধত।
আমি বললাম : উদ্ধত আমি নই, আমি একজন হারানো মানুষ।

Klage dos Emigranten. 1938

১১৬ দলছুট

সম্পন্ন কোনো পরিবারের সন্তানের মতোই
আমি মানুষ হয়েছি। বাবা মা আমার গলায় দামী কলার পরাতেন,

চাকর-বাকররা আমার সেবা করবে এরকম একটা অভ্যেসের মধ্যে
আমি লালিত হয়েছি, হুকুম দেবার চাতুর্যেই আমাকে
সুশিক্ষিত করা হয়েছে। কিন্তু
যখন বড় হয়ে উঠলাম, চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম
আমার শ্রেণীর লোকজনদের আমি আদৌ পছন্দ করছি না
না হুকুম দিতে, না চাকর-বাকরদের সেবাযত্ন পেতে,
তাই নিজের দল ছেড়ে আমি মিশে গেলাম
অখ্যাত সব লোকজনদের ভিড়ে।
এমনি ভাবে
ওরা লালন পালন করে তুললো একজন বিশ্বাসঘাতককে, তাকে
শিক্ষা দিলো ওদের যত রকম চালাকির, আর সে
শত্রুর কাছে বলে দিলো ওদের নামধাম।

হ্যাঁ, নিজের শ্রেণীর গোপনীয়তা সব ফাঁস করে দিলাম আমি।
জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম ওদের ভণ্ডামি।
আগে ভাগেই বলে রাখলাম ভবিষ্যতে কি ঘটবে
কেননা ওদের পরিকল্পনার ভেতরের খবর আমার জানা ছিলো।
ওদের নীতিভ্রষ্ট যাজকদের বড় বড় সব গালভরা ল্যাটিন শব্দ
আমি অত্যন্ত সাদামাঠা ভাষায় তর্জমা করে শোনালাম।
ওদের বিচারের ন্যায়দণ্ড যে কত ভঙ্গুর
সবাইকে দেখানোর জন্যে আমি ওটাকে ধুলায় লুটিয়ে দিলাম।
নিজেদের গুপ্তচরেরা ওদের কাছে খবর পৌঁছে দিলো
অধিকারচ্যুত যেসব মানুষ বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে
আমিও রয়েছি-তাদের দলে।

ওরা আমাকে সতর্ক করে দিলো
নিজের শ্রমে যা উপার্জন করেছিলাম ছিনিয়ে নিয়ে গেলো তার সবটুকু
তাতেও যখন শোধরানো গেলো না
ওরা অতর্কিতে হানা দিলো আমার বাড়িতে,

কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে ওদের পরিকল্পনার খসড়া ছাড়া আর কিছুই
পাওয়া গেলো না আমার ঘরে। তখন
আমার নামে ওরা গেফতারি পরোয়ানা বার করলো
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি নাকি নীচ মনোভাব পোষণ করি, অর্থাৎ
নীচ মনের পরিচয়।

যেখানেই যাই না কেন
শাসকদের চোখে আমি নিষিদ্ধ, কিন্তু যারা অধিকারচ্যুত
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে তারা স্বেচ্ছায় আমাকে
লুকোবার আস্তানা দিলো। সবাই বললো
ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভালোই করেছে।

Verjagt Mit gutem Grunde. 1938

১১৭. উত্তমপুরুষদের প্রতি

সত্যিই আমি বাস করি এক অন্ধকার যুগে।
অকপটতা এখানে হাস্যকর। প্রসন্ন ললাটে সংবেদনহীন কঠিন
নির্মমতা। হাসতে পারে যে মানুষ
সে বুঝি এখনও শোনেনি
ভীষণ সংবাদ।

আহা কি আশ্চর্য এ যুগ, যখন
গাছেদের সম্পর্কে কিছু বলাও প্রায় অপরাধ
কেননা অজস্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওরা তো চিরদিনই নীরব !
আর যে মানুষ শান্ত পায়ে রাস্তাটা পেরিয়ে যায়
সে কি সত্যিই তার অসহায় দুস্থ বন্ধুদের
নাগালের বাইরে নয় ?

একথা সত্যি, আমি খেটে খাই।
অথচ, বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা একেবারেই আকস্মিক। কেননা
যা-ই রোজকার করি না কেন তাতে বাঁচার অধিকার আসে না।
বেঁচে থাকাটাই আকস্মিক। (তার উপর কপাল যদি ভাঙে
তো আর কথাই নেই।)

ওরা বলে : খাও-দাও ! এবং তাতেই খুশি থাকো !
অথচ খাই কি করে, যখন আমার খাবার
ক্ষুধিতের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা,
আর আমার জলের পাত্রে তৃষ্ণার্তের অধিকার সবার আগে ?
তবু খাই-দাই।

প্রাজ্ঞ হতে তো আমি চাই।
প্রাচীন পুঁথিতে রয়েছে প্রাজ্ঞের সংজ্ঞা :
পৃথিবীর যাকিছু দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা,
এবং সংকীর্ণ জীবনটা কাউকে ভয় না করে কাটিয়ে দেওয়া,
এমন কি নগ্ন হিংস্রতা এড়িয়ে
ভালোকে মন্দের সাথে বদলে নেওয়া
বাসনার পরিতৃপ্তি নয়, বিস্মৃতিই তোমাদের প্রাজ্ঞতা।
এ সবই আমার সাধ্যাতীত !
সত্যিই আমি যে বাস করি এক অন্ধকার যুগে !

বিশৃঙ্খলার দিনে আমি এসেছিলাম শহরে,
ক্ষুধার সাম্রাজ্যে গণঅভ্যুত্থানের দিনে
আমি মিশেছিলাম মানুষের সাথে
তাই ওদের মতো আমিও বিদ্রোহী।
এমনি ভাবেই ফুরিয়ে গেলো
আমার এ পৃথিবীর দিনগুলো।

হত্যাকণ্ডের ফাঁকে ফাঁকেই আমাকে সারতে হয়েছে খাওয়া দাওয়া।
মৃত্যুর ছায়ার মাঝে আমি ঘুমিয়েছি।
যখনই ভালোবেসেছি, ভরেছি উদাসীনতায়।
নিজেরই স্বভাবে অনুভব করেছি অধৈর্য।
এমনি ভাবেই ফুরিয়ে গেলো
আমার এ পৃথিবীর দিনগুলো।

•

আমার কালে প্রতিটি পথই শেষ হয় অন্ধগুহায়।
আমার কণ্ঠস্বরই আমাকে ধরিয়ে দেয় কসাইয়ের হাতে
অল্পই আমার সাধ্য। তবু আমি না থাকলে
আরো নিরুদ্বিগ্ন হতো শাসকের দল
এই আমার সান্ত্বনা।
এমনি ভাবেই ফুরিয়ে গেলো
আমার এ পৃথিবীর দিনগুলো।

সাধ্য আমার সীমিত
লক্ষ্যও অনেক দূরে
স্পষ্টই দেখা যায়
অথচ আমার সহজলভ্যতার দুর্লভ দূরত্বে।
এমনি ভাবেই ফুরিয়ে গেলো
আমার এ পৃথিবীর দিনগুলো।

৩

তোমরা যারা উঠে আসবে মহাপ্লাবন থেকে
যার গভীরে আমরা ডুবে ছিলাম,
তোমরা যখন বলবে আমাদের অক্ষমতার কথা,
মনে রেখো
সেই আশ্চর্য অন্ধকার যুগের কথা, যা তোমরা
কখনও দেখোনি।

কেননা, জুতোর চেয়ে বেশিবার দেশ পালটিয়ে আমরা
সহ্য করেছি শ্রেণীসংগ্রাম, অসহ্য হতাশা,
যখন কেবল অন্যায়ই ছিলো, ছিলো না তার তীব্র প্রতিরোধ

তবু একথা আমরা ভালো করেই জেনেছিলাম
দারিদ্র্যের ঘৃণাতেও কুৎসিত, কঠিন হয়ে ওঠে মানুষের মুখ

এমন কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধেও
রুক্ষ হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর। হায়রে, আমরা
যারা গড়তে চেয়েছিলাম অসীম অন্তরঙ্গতার বেদী,
আমরা নিজেরাই হতে পারিনি আন্তরিক।

তবু তোমরা, একদিন যখন আসবে
যেদিন মানুষ হবে মানুষের অন্তিম সহযোগী,
সেদিন আমাদের স্মরণ রেখো
একটু কোমল উদারতা।

An die Nachgeborenen. 1938

১১৮. ডেনিস এই চালাঘরের নিচে

ডেনিস এই চালাঘরের নিচে উদ্বাস্তু জীবনযাপন কালেই, বন্ধু,
আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি তোমাদের সংগ্রাম।
অতীতে যেমন প্রায়ই পাঠাতাম, এখনও তোমাদের পাঠাচ্ছি
আমার কবিতা,
অস্তিত্বকে যা ভয়চকিত কোরে তোলে
শব্দ আর পাত্রগুচ্ছের আড়ালে ভয়ঙ্কর সেইসব দৃশ্য।
যা তোমাদের সমৃদ্ধ করে তোলে তাকে সন্তর্পণে ব্যবহার করে যাও।

হলদে পুরনো বই আর টুকরো টুকরো খবরই
আমার একমাত্র পুঁজি !
যদি আবার আমাদের পরস্পরে কখনও দেখা হয়
শেখার জন্যে আমি সানন্দে ফিরে যাবো তোমাদের কাছে

Motto der Svendborger Gedichte. 1938

১১৯ পাথুরে জেলে

দশাসই চেহারার জোয়ান জেলেটাকে আবার দেখা গেলো। নিশান্তিকায় প্রথম বাতিটা যখন জ্বলে উঠলো, তখন থেকে শুরু করে সন্ধ্যায় শেষ বাতিটা নিভে না যাওয়া পর্যন্ত জীর্ণ নৌকার খোলে বসে মাছ ধরছে।
গ্রামের সবাই শুভ্র বালুবেলায় বসে তাকে লক্ষ্য করছে আর মুচকি মুচকি হাসছে। তার স্বপ্ন রয়েছে হেরিং ধরার, অথচ প্রতিবারেই টেনে সে তুলছে অনড় পাথরের বোঝা।
সবাই হাসছে! পুরুষেরা পাছা চাপড়ে, মেয়েরা কোমরে হাত রেখে, শিশুরা মুখর লাস্যে শূন্যে দেহ ছুঁড়ে!
দশাসই চেহারার জোয়ান জেলে যখন তার ছেঁড়া জালটা উঁচুতে মেলে ধরলো, দেখলো তাতে আটকে রয়েছে কয়েকটা পাথর। একটুও লুকলো না সে, বরং বলিষ্ঠ তামাটে হাতে সেগুলো সে মেলে ধরলো আকাশের নীলে।
আর অভাগারা তা অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

Der Steinfischer. 1938

১২০. ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে : মঞ্চ সম্পর্কে একটি কবিতা

দর্শকদের শোনার আগে
সংলাপগুলোকে আমি নিজে উচ্চারণ করি :

ওরা যা শুনবে ঘষা মাজার পর। প্রতিটা শব্দ
যা ঠোঁট থেকে বেরিয়ে যায়
রচনা করে একটা বৃত্তচাপ, তারপর ভেঙে পড়ে
শ্রোতাদের কানে : আমি অপেক্ষা করে থাকি, চোখ মেলে দেখি
ওদের ভেঙে পড়ার রীতি : আমি জানি
একই জিনিস একই সময়ে
আমরা সমান ভাবে অনুভব করতে পারি না।

Der Nachschlag 1938

১২১ দুঃসময়ে একটি প্রেমের গান

এখন আমাদের আর পরস্পরের প্রতি কোনো অকৃত্রিম অনুভূতি নেই
তবু আমরা অন্যান্য দম্পতির মতো প্রেম করি।
রাত্তিরে আমরা যখন পরস্পরের বাহুর মধ্যে বিছানায় শুয়ে থাকি
চাঁদটাকে তোমার চাইতেও কম অপরিচিত মনে হয়।

আর আজ যদি তোমার সঙ্গে আমার বাজারে দেখা হয়
এবং দুজনেই মাছ কিনি, হয়তো হাতাহাতি হবারই উপক্রম হবে :
এখন আমাদের আর পরস্পরের প্রতি কোনো অকৃত্রিম অনুভূতি নেই
যখন আমরা রাত্তিরে পরস্পরের বাহুর মধ্যে বিছানায় শুয়ে থাকি।

Liebeslied aus einer schlechten Zeit. 1939

১২২ অপরিণামদর্শিতার ফল

আমি শুনলাম
তুমি তোমার গাড়িটাকে আবার সেই একই জায়গায় ফেরাতে চাও

যেখানে এর আগে এক সময় তুমি ছিলে। সেখানকার
মাটি ছিলো শক্ত।
তবু তা কোরো না। মনে রেখো
যেহেতু একবার সেখানে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে ছিলে
এখনও তার চাকার দাগ রয়েছে মাটিতে।
এখন আবার যদি ঘোরাতে যাও
সেখানে তোমার গাড়ির চাকা যাবে বসে।

Die Folgen der Sicherheit. 1939

১২৩ তামসিময় সময়ের গান

তামসিময় সময়েও কি গাওয়া হবে গান?
নিশ্চয়ই,
গাওয়া হবে
তামসিময় সময়ের গান।

Mot o 1939

১২৪. কবিতার জন্যে দুঃসময়

হ্যাঁ, আমি জানি. কেবল সুখী মানুষকেই
সবাই পছন্দ করে। শুনতে ভালো লাগে
তার কণ্ঠস্বর। তার মুখখানাও অনিন্দ্য সুন্দর।

আঙিনায় যে পুঙ্গ গাছ
দেখিয়ে দেয় মাটিটা নীরেস, তবু
পথিক যারা যেতে আসতে পঙ্গু গাছটাকেই অভিশাপ দেয়
হয়তো তারা ঠিকই করে।

সবুজ নৌকা আর নৃত্যরত পাল শব্দলহরীতে
অদৃশ্য ভেসে যায়। অথচ
আমি দেখি কেবল জেলেদের ছেঁড়া জাল।
কেন আমি লক্ষ করি কেবল
চল্লিশ ঊর্ধ্ব কোনো গ্রাম্য রমণী কুঁজো হয়ে হেঁটে যায় ?
কুমারী মেয়েদের স্তন তো
চিরদিনই আশ্চর্য কবোষ্ণ।

আমার কবিতার ছন্দ
নিজেরই কানে কেমন যেন রূঢ় বলে মনে হয়

বুকের ভেতরটা আমার পুলকিত হয়ে ওঠে আনন্দে
যখন দেখি ফুলে ফুলে ছাওয়া কোনো আপেলের গাছ
কিংবা দেওয়াল চিত্রকরের ভাষণ শুনে আমি আঁতকে উঠি।
কিন্তু পরক্ষণেই
তা আমাকে আবার ঠেলে দেয় আমার লেখার টেবিলের সামনে

Schlechte Zeit fur Lyrik. 1939

১২৫. যেহেতু তুমি

যেহেতু তুমি নৌকার একটা প্রান্তে বসে
অন্য প্রান্তের ফুটোটা লক্ষ্য করলে, বন্ধু আমার
তোমার উচিত নয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া
কেননা তুমিও এই দৃষ্টিহীন মৃত্যুর অঙ্গনের বাইরের কেউ নও।

Motto. 1939

১২৬. একটি সংকলনের ভূমিকা প্রসঙ্গে

তাহলে, এইই সব ! আমি জানি, এটুকুই যথেষ্ট নয়।
তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো, অন্তত আমি এখনও বেঁচে আছি।
আমি হচ্ছি সেই ধরনের মানুষ যে একখানা ইঁট দেখিয়ে বলে
বানাতে পারলে তোমার বাড়িটাকে কিন্তু সত্যিই সুন্দর দেখাবে

Motto, 1939

১২৭. ১৯৪০-এর দৃশ্য থেকে : চার

কুয়াশায় ঢেকে গেলো
পথঘাট
পপলার
খামার আর গোলাগুলি

1940

১২৮ ১৯৪০-এর দৃশ্য থেকে : পাঁচ

লিডিনগোর ছোট্ট দ্বীপটা ছেড়ে খুব শিগগিরই চলে যাচ্ছি
কিন্তু তার আগে একদিন রাত্রে
ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নে আবিষ্কার করলাম
আমি এমন একটা শহরে রয়েছি যার রাস্তাঘাট সব
জার্মান ভাষায় লেখা ! ঘেমে নেয়ে
আমি জেগে উঠলাম, দেখলাম
রাত্রির মতো কালো ফার গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার জানলার ঠিক
সামনে।
ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।
আমি এখন রয়েছি একটা বিদেশ ভূমিতে।

1940

১২৯. ১৯৪০-এর দৃশ্য থেকে : ছয়

ছোট ছেলে আমাকে জিগেস করলো : আমি কি গণিত শিখবো ?
বলবো বলে মনে মনে ভাবলাম, কি হবে। দু টুকরো রুটি
আন্তরিক যে কোনো মানুষের চাইতে
অনেক বেশি মূল্যবান।
ছোট ছেলে আমাকে জিগেস করলো : আমি কি ফরাসী শিখবো ?
বলবো বলে মনে মনে ভাবলাম, কি হবে। এ দেশটিই যে
রুদ্ধশ্বাস ! যখন দুহাতে বুক চেপে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করবে
তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।
ছোট ছেলে আমাকে জিগেস করলো : আমি কি ইতিহাস শিখবো ?
বলবো বলে মনে মনে ভাবলাম, কি হবে। তার চেয়ে বরং
মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে শেখো
তবু হয়তো দীর্ঘদিন বাঁচতে পারবে।

আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, গণিতই শেখো,
ফরাসী শেখো আর শেখো তোমার ইতিহাস।

1940

১৩০. ১৯৪০-এর দৃশ্য থেকে : সাত

চুনকাম করা একটা দেওয়ালের সামনে
দাঁড় করানো রয়েছে পাণ্ডুলিপি বোঝাই কালো মিলিটারি কেসটা।
তার ওপর রয়েছে আমার ছাইদান সমেত ধূমপানের সাজসরঞ্জাম।
দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে চীনা চিত্রকরের আঁকা একটি ছবি।
কয়েকটা মুখোশও রয়েছে। আর বিছনার পাশে রয়েছে
ছ ভাল্বের একটা ছোট রেডিও।
তখন সকাল

রেডিওটা চালিয়ে দিতেই
শুনতে পেলাম আমার শত্রুর বিজয়বার্তা।

1940

১৩১ ১৯৪০-এর দৃশ্য থেকে : আট

আমার দেশের মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে এসে
আমি এখন প্রবেশ করলাম ফিনল্যাণ্ডে। গতকাল পর্যন্তও
আমি যাদের চিনতাম না সেইসব বন্ধুরা আমার জন্যে পরিষ্কার একটা ঘরে শয্যা পেতে দিলো। রেডিও খুলতেই
শুনতে পেলাম এ পৃথিবীর যত অপদার্থ লোকজনদের বিজয়বার্তা।
কৌতূহলী হয়ে আমি মহাদেশের মানচিত্রটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম,
দেখলাম আটল্যান্টিক মহাসাগরের দিকে
ল্যাপল্যাণ্ডের পাহাড়ি উপত্যকার মধ্য দিয়ে পালাবার
এখনও একটা ছোট্ট দরজা রয়েছে।

1940

১৩২ লাউডস্পিকার

দিনে অজস্রবার
আমি লাউডস্পিকারে শুনি যুদ্ধের খবর
এবং এ কথা আমাকে স্থির নিশ্চিন্তে বলে দেয় আমি এখনো এ পৃথিবীতে, তাই
সমুদ্র থেকে বাড়ি ফিরে আসা মানুষটা তার বৃদ্ধা মাকে বললো
সে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত বালতি থেকে জলটা যেন ফেলে দেয়।

Der Lautsprecher, 1940

১৩৩. বহনযোগ্য ছোট রেডিওটার প্রতি

বাড়ি থেকে পালিয়ে ট্রেনে, ট্রেন থেকে জাহাজে
যাত্রার সারাটা পথ ভেঙে যাবার ভয়ে
সারাক্ষণ আমি তোমাকে আগলে আগলে বয়ে বেড়িয়েছি
যাতে আমি শুনতে পাই ওদের ঘৃণ্য অপলাপের বাণী

রাত্তিরে, শয্যার পাশে, আমাকে শেষবারের মতো
যন্ত্রণা দেবে বলে, আমার সবচেয়ে যা ভয়
ওদের বিজয়ের বাণী বহন করে আবার সকাল হবে ·
তবু প্রতিশ্রুতি দাও অন্তত স্তব্ধ হবে না !

Auf den kleinen Radioapparat. 1940

১৩৪. তামাকের নল

তাড়াহুড়োর মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে
বইপত্তর সব বন্ধুর বাড়িতে ফেলে এসেছি, নষ্ট করে ফেলেছি আমার কবিতা
কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছি তামাকের নল, যা উদ্বাস্তুদের কাছে
প্রায় নিষেধাজ্ঞা ভাঙারই শামিল : "সঙ্গে কিছু না নেওয়াই ভালো !"

যে কোন মুহূর্তে কারারুদ্ধ হবার আশঙ্কায় যে মানুষ
উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে তার কাছে বইয়ের মূল্য খুবই কম।
তার কাছে চামড়ার তামাক রাখার থলে আর ধূমপানের
অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এখন অনেক অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।

Die Pfeifen, 1940

১৩৫. ফিনল্যাণ্ড ১৯৪০ : এক

আমরা এখন ফিনল্যাণ্ডে উদ্বাস্তু।

আমার ছোট মেয়ে
একদিন সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরে এসে অভিযোগ করলো
কেউ ওর সঙ্গে খেলবে না। ও জার্মান, এসেছে
আক্রমণকারী একটা গুণ্ডার দেশ থেকে।

যখন আমি বেশ জোরে জোরেই ওকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম
আমাকে বলা হলো চুপ করে থাকতে। এখানকার লোকজনেরা
আক্রমণকারী গুণ্ডার দেশ থেকে আসা কোনো মানুষের কাছ থেকে
জোরে জোরে কথা বলাটাকে ঠিক পছন্দ করে না।

যখন আমার ছোট মেয়েটাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম
যে জার্মানরা সত্যিই আক্রমণকারী একটা গুণ্ডার দেশের লোক
এবং ওদেরকে কেউ ভালোবাসে না শুনে ও খুব খুশি হলো
তখন আমরা দুজনেই হাসতে লাগলাম।

Finnland 1940, 1940

১৩৬. ফিনল্যাণ্ড ১৯৪০ : দুই

আমি, চাষী পরিবার থেকে আসা কোনো মানুষ
রুটি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াটাকে আদৌ পছন্দ করি না
তুমি হয়তো বুঝতে পারবে
ওদের এই যুদ্ধকে আমি কি ভীষণ ঘৃণা করি।

Finnland 1940, 1940

১৩৭. ফিনল্যাণ্ড ১৯৪০ : চার

এটা এমনই একটা বছর যার সম্পর্কে সবাই বলাবলি করবে
এটা এমনই একটা বছর যার সম্পর্কে সবাই চুপ করে থাকবে।

বৃদ্ধরা দেখছে তরুণরা মরছে
মূর্খরা দেখছে জ্ঞানীরা মরছে

এ মাটি আর কিছুই উৎপাদ করতে পারছে না, কেবল গ্রাস করছে।
এ আকাশ এক ফোঁটাও বৃষ্টি ঝরাতে পারছে না, কেবল বোমা ছাড়া।

Finnland 1940. 1940

১৩৮. প্রেমিকেরা

দেখ দেখ, বিস্তীর্ণ বৃত্তমালা জুড়ে চলেছে বন্য সারসের ঝাঁক।
স্পন্দিত পাখার ছন্দে পেছনে ফেলে যায়
পাশাপাশি ভেসে চলা শুভ্র মেঘমালা,
যেন ওরা হেলায় অতিক্রম করে চলেছে এক জীবন থেকে অন্য এক জীবনের খোঁজে।
সমান দূরত্ব রেখে একই উচ্চতায় ধাবমান উড়ে চলেছে দুটি দল
মনে হয় একই আকস্মিকতায় ওরা বুঝি অশান্ত চঞ্চল।
এখনি ভাবে মিলিত পাখার ছন্দে বন্য সারসের ঝাঁক
শুভ্র মেঘমালা আর অনন্য আকাশের সাথে মিতালি পাতায়।
কোনো দলেরই কেউ থমকে দাঁড়ায় না কোথাও
কিংবা ফিরেও তাকায় না কোনো দিকে
কেবল পাশাপাশি উড়ে যেতে যেতে অনুভব করে হিন্দোলিত হাওয়ার স্পন্দন,
কেননা নিবিড় অন্তরঙ্গতায় বাতাসও বহে চলে ওদের গায়ে গায়ে।
তাই বাতাস ওদের যতই অসীম শূন্যে ঠেলে দিক না কেন
ওরা যদি কখনও না দল বদলায়
নিটোল বৃত্তে ওরা যদি চিরদিন এক হয়ে থাকে
পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই ওদেরকে স্পর্শ করে,
যেখানেই বৃষ্টির শাসন কিংবা গোলাগুলির উৎচকিত আর্তনাদ
আছড়ে পড়ুক না কেন, ওরা ঠিক পালিয়ে যাবেই।

তাইতো চাঁদ আর সূর্যের নানান রঙে নিজেদের রাঙিয়ে
পরস্পরের মিলিত ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধ ওরা উড়ে চলে নিবিড় বাতাসে।
কোথায় যাবে ওরা ? কোথাও না।
কার কাছ থেকেই বা ওরা পালাতে চায় ?
তোমাদের সবার কাছ থেকে।

Die Liebenden. 1940

১৩৯ ছোটবেলা থেকেই

ছোটবেলা থেকেই আমি সবকিছুকে দ্রুত পালটে ফেলতে শিখেছি
যে মাটিতে আমি হাঁটি, নিঃশ্বাসে গ্রহণ করি যে বাতাস
খুব হালকা ভাবেই তা করি, তবু এখনও দেখি
অন্যেরা কি অজস্র জিনিসই না তাদের সঙ্গে নিতে চায়।
　　জাহাজটাকে হালকা রাখো, যতটা সম্ভব হালকা রাখো নিজেকে
　　যাতে যে কোনো মুহূর্তে ওরা বলার সঙ্গে সঙ্গেই
　　তুমি রাস্তায় নেমে পড়তে পারো।

সুপ্রচুর কিছু যদি নিজের সঙ্গে নিতে চাও কোনোদিনই সুখী হতে পারবে না
কিংবা অজস্র লোকে যা চায় না তুমি যদি তাই চাও
বুঝতে শেখো, সব সময় নিজের গোয়ে চলার চেষ্টা কোরো না
কিন্তু চলার পথে যাকিছু চোখে পড়বে তাকে আঁকড়ে ধরতে শেখো।
　　জাহাজটাকে হালকা রাখো, যতটা সম্ভব হালকা রাখো নিজেকে
　　যাতে যে কোনো মুহূর্তে ওরা বলার সঙ্গে সঙ্গেই
　　তুমি রাস্তায় নেমে পড়তে পারো।

Fruhzeitig schon lernte ich. 1941

১৪০ আমাকে নির্দেশ দিক

আমি যখন ছোট ছিলাম আমার জন্যে ছুরি আর তুলি দিয়ে
আঁকা হয়েছিলো ফ্রেমে-আঁটা একটা ছবি

তাতে দেখানো হয়েছে পাঁচড়াভর্তি এক বৃদ্ধ বুক চুলকাচ্ছে
তবু সে কাতর চোখে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যাতে কেউ তাকে নির্দেশ দেয়।
আমার ঘরের অন্য একটা প্রান্তে রয়েছে দ্বিতীয় একটা ছবি
তাতে দেখানো হয়েছে একজন তরুণ তাকে নির্দেশ দিচ্ছে
ছবিটা অবশ্য শেষ হয়নি।

আমি যখন ছোট ছিলাম
আশা করতাম কোনো বৃদ্ধ এসে আমাকে নির্দেশ দেবে।
আমি যখন বৃদ্ধ আশা কবি কোনো তরুণ আমাকে খুঁজে পাবে
আমি চাইবো সে আমাকে নির্দেশ দিক।

Der Belehrmich 1941

১৪১. উদ্বাস্তু ওয়ালটার বেনজামিনের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে

আমি শুনলাম কসায়ের অস্তিত্ব অনুমান করেই তুমি তোমার
নিজের বিরুদ্ধে হাত তুলেছো।
আট বছর নির্বাসনে কাটানোর পর শত্রুর উত্থান লক্ষ্য করেই
শেষ পর্যন্ত তুমি মাথা তুলে দাঁড়ালে দুর্লঙ্ঘ্য একটা সীমান্তের বিরুদ্ধে
তারপর তুমি তাকে অতিক্রম করে গেলে।

সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত। দলনায়করা
রাষ্ট্রদূতের মতো গর্বিত পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রণসজ্জার আশেপাশে
সাধারণ মানুষকে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সুতরাং ভবিষ্যতের যাকিছু সবই গভীর অন্ধকারে মোড়া আর মানবাধিকারের
সমস্ত আশাই নির্মূল! এ সবকিছুই তোমার চোখে ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট
যখন তুমি নিশ্চিহ্ন করে দিলে নির্যাতনযোগ্য একটা দেহ।

Zum Freitod des Flüchtlings W. B. 1941

১৪২. সামুদ্রিক ঝড়

দেশের গৃহ-চিত্রকরের হাত থেকে পালিয়ে আসার পথে
হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের ছোট্ট জাহাজটা একটুও নড়ছে না।
গোটা রাত গোটা একটা দিন জাহাজটা
চীনা সমুদ্রের লুজোন অঞ্চলে স্থির হয়ে রইলো।
কেউ কেউ বললো উত্তর থেকে দুর্বার বেগে সামুদ্রিক ঝড় আসছে বলে
কেউ আবার আশঙ্কা করলো জার্মানদের জাহাজ আক্রমণের।
সবাই
জার্মানদেব চাইতে সামুদ্রিক ঝড়কেই বেশি পছন্দ করলো।

Der Taifun. 1941

১৪৩. নির্বাসনের দৃশ্যাবলী

অথচ এমনকি আমিও, সব শেষের নৌকা থেকে
দেখলাম দড়াদড়ি নৌকার পালে নিশান্তিকার সেই অমিত উল্লাস
এবং সহসা ধূসরবর্ণ শুশুকেব পিঠ দেখা গেলো
জাপানী সমুদ্রে।

হতভাগ্য ম্যানিলার সংকীর্ণ গলিতে
পলাতক সউল্লাসে ছ্যাখে
সোনালী কারুকার্য করা ছোট্ট ঘোড়ার গাড়ি
আর বউঝিদের পিঙ্গল ঝোলানো জামার আস্তিন!

তেলের খনি আর লস্ এঞ্জেলসের তৃষিত কানন,
সন্ধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়াব পাহাড়ি পথ আর ফলের বাজার
নিশ্চল হতভাগ্যের জন্যে
পিছুটান রেখে যায়নি কোথাও!

Die Landschaft des Exils. 1941

১৪৪. আমার সহযোগী মারগারেট স্টিফিনের মৃত্যুতে

হিটলারের দেশ থেকে পালিয়ে আসা নটা বছরে
ক্ষুধায় ঠাণ্ডায় হিমেল ফিনল্যাণ্ডে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে
অন্য মহাদেশে যাবার ছাড়পত্রের জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর
শেষে আমাদের কমরেড ষ্টিফিন
মারা গেলো মস্কোর লাল শহরে।

Nach dem Tod meiner Mitarbeiterin M. S. 1941

১৪৫. ক্যালিফোর্নিয়ার শরত

আমার বাগানে
চিরসবুজ উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছু নেই। যদি শরত দেখতে চাই
সোজা পাড়ি দিই পাহাড়ের গায়ে আমার বন্ধুর বাড়িতে।
সেখানে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখি
পত্রপল্লবে ঢাকা কোনো গাছ কিংবা কাণ্ডে ঢাকা তার পত্রপল্লব।

২

আমি দেখলাম
সারা পথ বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে শরতের বিরাট একটা পাতা।
মনে মনে ভাবলাম : পাতাটার ভবিষ্যত যাত্রা সম্পর্কে
ও নিজেও কিছু জানে না।

Kalifornischer Herbst. 1941

১৪৬. এ শহরে জটিল পরিস্থিতির কথা ভেবেই

এ শহরে জটিল পরিস্থিতির কথা ভেবেই এমনটা করতে বাধ্য হলাম :

যখন আমি প্রবেশ করলাম—নাম বললাম, কাগজপত্র সব দেখালাম

যার সীলমোহর থেকে প্রমাণিত হলো
ওগুলো জাল হতে পারে না।
আমি যখন কোনোকিছু বললাম সাক্ষী হিসেবে কেবল সেই সবেরই কথা
উল্লেখ করলাম
যার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ আমার হাতে মজুত।
আমি যখন কিছু বললাম না
মুখের অভিব্যক্তিতে এমন একটা অমনোযোগের ভাব ফুটিয়ে তুললাম
যাতে সবাই বুঝতে পারে আমি কিছুই ভাবছি না।
এমনি ভাবে
কাউকেই আমি বিশ্বাস করার সুযোগ দিলাম না.
বর্জন করলাম আস্থার সবরকম পন্থা।

এমনটা আমি করলাম যেহেতু আমি জানি
শহরের এই জটিল পরিস্থিতিতে কোনোকিছু বিশ্বাস করানোটা সত্যিই কঠিন।

তবু কখনও কখনও এমনও ঘটে—
আমি হয়তো সত্যিই অমনোযোগী কিংবা আবিষ্ট হয়ে রয়েছি,
রক্ষীরা সেটা ধরে ফেললো, জিগেস করলো—
আমি প্রতারক মিথ্যে বলছি বা কিছু গোপন করছি কি না।
এতে আমি আরও বিভ্রান্ত অসংলগ্ন হয়ে পড়ি
আমার স্বপক্ষে যাকিছু বলা উচিত ছিলো
উল্লেখ করতে ভুলে যাই, পক্ষান্তরে
আমি নিজেই নিজেকে নিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ি।

Angesichts der Zustande in Dieser Stadt. 1941

১৪৭. গ্রীষ্ম ১৯৪২

দিনের পর দিন
আমি দেখি বাগানে সেই একই ডুমুর গাছ

প্রতিদিনই যে লিলি কেনে সেই দোকানীর লালচে মুখ
কোণের দিকের টেবিলে দুজন দাবাড়ু
আর সভিয়েত ইউনিয়নের রক্তস্নানের খবর নিয়ে
একই সংবাদপত্র।

Sommer. 1942

১৪৮. হলিউড

প্রতিদিন, রুজিরোজগারের খোঁজে
আমি বাজারে যাই যেখানে মিথ্যে কেনাবেচা হয়
অনেক আশায়
পসারীদের ভিড়ে নিজের জায়গা করে নিই।

Hollywood. 1942

১৪৯. কোনো জার্মান মায়ের গান

সোনা আমার, তোমার ঝকমকে বুট
আর বাদামী শার্ট আমিই উপহার দিয়েছিলাম :
এখন যা জানি তখন যদি জানতাম
গাছের ডালে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে মরতাম।

সোনা আমার, আমি যখন দেখলাম
হিটলারকে অভিবাদন জানাবার জন্যে তোমার হাত কপালে উঠলো
সেদিন প্রথম আমি বুঝতে পারিনি যে-হাত অভিবাদন জানালো
সে হাত একদিন এমন বিশীর্ণ হয়ে যাবে।

সোনা আমার, আমি শুনলাম তোমার কণ্ঠস্বর
পূর্বপুরুষের বড় বড় বীরদের সম্পর্কেও কথা বলছো।
তখন আমি বুঝিনি, দেখিনি, এমন কি অনুমানও করতে পারিনি
বন্দীশিবিরে তুমি মানুষকে নির্যাতন করবে।

সোনা আমার, আমি তোমাকে যখন দেখলাম
হিটলারের বিজয়ী রথে, আমি জানতাম না
কুচকাওয়াজ করতে করতে যে চলে গেলো
সে আর কখনও ফিরে আসবে না।

সোনা আমার, তুমি আমাকে বললে
আমাদের দেশটা প্রায় তার নিজের হতে যাচ্ছে।
আমি তখন বুঝতে পারিনি যে ওটা ছাই
আর রক্তকলঙ্কিত একটা পাথরে পরিণত হবে।

আমি দেখলাম তুমি বাদামী শার্ট পরেছো
আমার চিৎকার করে প্রতিবাদ করা উচিত ছিলো,
কিন্তু এখন যা জানি তখন তা জানতাম না
যে ওটা তোমার কবরে যাবার শবাচ্ছাদন।

Lied einer deutschen Mutter. 1942

১৫০ চায়ের সম্পর্কে সতর্ক হয়ে কাগজ পড়া

খুব ভোরে আমি কাগজে পড়ি পোপ, সম্রাট
ব্যাঙ্কের মালিক আর তেল-আমিনদের তরফ থেকে যুগাচিহ্নিত সব পরিকল্পনা,
অন্য চোখে সতর্ক দৃষ্টি রাখি
উনুনে চাপানো চায়ের জলের কেটলিতে

কিভাবে বুদ্‌বুদ্‌ ফোটে, কেমন করে বাষ্প উঠতে শুরু করে, আবার পরিষ্কার
হয়ে যায়
তারপর কেটলি ছাপিয়ে আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

Zeitungslesen beim Teekochen, 1942

১৫১. হলিউড ঃ কয়েকটি শোকগাথা ঃ দুই

সমুদ্রে স্থির হয়ে রয়েছে তেল তোলার বিরাট যন্ত্র। গভীর গিরিখাদে
স্বর্ণসন্ধানীদের শুভ্র হাড় রোদ্দুরে ঝলমল করছে। তাদের সন্তান-সন্ততিরা
হলিউড গড়ে তুলেছে স্বপ্ন তৈরির কারখানা।
ফিলমের তেলতেলে গন্ধে
ভরে উঠেছে
চারটে শহর।

Hollywood Elegien, 1942

১৫২. হলিউড ঃ কয়েকটি শোকগাথা ঃ তিন

দেবদূতদের নামে শহরটা নামকরণ করা হয়েছে
প্রতিক্ষণেই দেবদূতদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে।
গায়ে তাদের তেলের গন্ধ, গোপনাঙ্গে সোনালী পটি
আর চোখের নিচে নীলচে কালির ছোপ নিয়ে
রোজ সকালবেলায় ওরা সাঁতার-দীঘিতে বসে লেখকদের খাওয়ায়।

Hollywood Elegien, 1942

১৫৩ হলিউড ঃ কয়েকটি শোকগাথা ঃ পাঁচ

লস অ্যাঞ্জেলস্‌-এর অ্যাঞ্জেলরা
হাসতে হাসতে ক্লান্ত। মরিয়া হয়েই ওরা
সান্ধ্য ফলের দোকানের পেছন থেকে কেনে

যৌনগন্ধের নির্যাসে ভরা
ছোট্ট শিশি।

Hollywood Elegien, 1942

১৫৪: হলিউড ঃ কয়েকটি শোকগাথা ঃ ছয়

চারটে শহরের ওপর প্রতিরক্ষা দফতরের
বোমারু বিমানগুলো এত উঁচুতে চক্রাকারে ঘোরে
যে লোভ আর ক্ষুধার কোনো গন্ধই
ওদের স্পর্শ করতে পারে না।

Hollywood Elegien. 1942

১৫৫ শয়তানের মুখোশ

ঘরের দেওয়ালে আমার ঝোলানো জাপানী কারুকার্য করা
অশুভ শয়তানের দানবী মুখোশ, সোনার জলে আঁকা।
করুণ মমতায় আমি দেখি ওর
কপালের উত্তল গর্বিত শিরা উপশিরা,
দেখায় অশুভ শয়তানের কি নগ্ন আত্মপ্রকাশ।

Die Maske des Bosen. 1942

১৫৬ আহা, বাগানের জলধারা

আহা, বাগানের জলধারা, জাগাও সবুজ!
জল দাও তৃষিত গাছের শিকড়ে, অফুরান প্রাচুর্যে ভরাও ভরাও!

ভুলো না গুলঞ্চলতা,
এমন কি নিষ্ফল বন্ধ্যা বেবীদেরও।
এড়িয়ে যেও না ফুলেদের মাঝে আগাছার ঝোপ,
তারাও তৃষিত।
কেবল জল দিও না
শুধু লনের স্বচ্ছ সবুজ ঘাসে কিংবা বিশুষ্ক দগ্ধ গাছে,
এমনকি নগ্ন মাটিরও যে চাই লালিত জীবন !

Vom Sprengen des Gartens, 1948

১৫৭. ছিপ

আমার ঘরের চুনকাম করা দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে
সুতো আর লোহার বঁড়শি সমেত বাঁশের ছোট একটা ছিপ।
ছিপটা এসেছে শহরে পুরনো জিনিসপত্র কেনাবেচা করার
একটা দোকান থেকে।
আমার জন্মদিনে ছেলে ওটা উপহার দিয়েছিলো।
জিনিসটা পুরনো। নোনা জলে মড়চে পড়ে বঁড়শির অর্ধেকটাই গেছে ক্ষয়ে।
জিনিসটা যে কাজের এবং ব্যবহার করার এই যে চিহ্ন
ছিপের মর্যাদাকেই বাড়িয়ে তুলেছে।
আমার ভাবতেও ভালো লাগে
পালাবার সময় জাপানী জেলেরা এটাকে ফেলে গিয়েছিলো
যাদেরকে বিদেশী গুপ্তচর সন্দেহে 'পশ্চিম তীর' থেকে তাড়িয়ে দেওয়া
হয়েছিলো।
ছিপটা আমার হাতে আসার পর থেকে
মানবতায় অমীমাংসিত অথচ অসাধ্য নয়
এমন বহু প্রশ্নই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

Das Fischgert, 1943

১৫৮. শহুরে দৃশ্য থেকে দুটি

৬

পেছনের উঠোনে কাপড় শুকতে দেবার দড়িতে ঝুলছে
মেয়েদের লাল একটা ইজের,
বাতাস ঢুকছে তার ভেতরে।

৭

নিজেদের আর অন্যের অপকর্মে শ্রান্ত হয়ে
শহরের ন'জন মানুষ
অঘোরে ঘুমোচ্ছে।
ওদের যন্ত্রপাতি সব প্রস্তুত রয়েছে পরের দিন কাজের।
নির্জন পথে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রহরীদের পায়ের শব্দ।
পাণ্ডববর্জিত একটা বিমানবন্দরে
পরিশ্রান্ত বোমাকরা
পা রাখলো মাটিতে।

Stadtische Landschaft 1945

১৫৯ বীর সৈনিকের গান

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করবে রাইফেল
ঝলসে উঠবে নগ্ন অসিধারা
হিমেল তুষার স্রোতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে ঠাণ্ডায় জমে যাবে,
লক্ষ্মীটি, যতটা সম্ভব এড়িয়ে চোলো তুষার স্রোত
সব সময় যত্ন নিও শরীরের
শঙ্কিত চোখে সৈনিক-বধূ সতর্ক করে দিয়েছিলো তরুণ সৈনিককে।
কিন্তু রাইফেলের ভারে বাঁধা সৈনিক হেসে উঠেছিলো স্ত্রীর মুখের ওপর
কানে এসে বাজছিলো দামামা আর রণভেরীর উদাম সুর,
উত্তর থেকে দক্ষিণে সারাটা জীবন মিছিলে হেঁটে যাবে একই ভাবে

বলিষ্ঠ হাতের শক্ত মুঠো তার তরোয়াল ধরার জন্যেই প্রস্তুত,
ভয় করিস না বউ
শঙ্কিত দয়িতাকে অবজ্ঞায় বুঝিয়ে ছিলো বীর সৈনিক।

যারা তোমার চেয়ে বড়, তোমার চেয়ে অভিজ্ঞ তাদের কথা শুনো
ঘৃণায় অবজ্ঞা কোরো না তাদের,
বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কোথাও যেও না দূরে
দোহাই তোমার ফেলে দাও অস্ত্রশস্ত্র,
সজল চোখে সৈনিক-বধূ মিনতি করেছিলো তরুণ সৈনিককে।
কিন্তু কোমরে তরোয়াল গোঁজা সৈনিক হেসে উঠেছিলো স্ত্রীর মুখের ওপর
নিঃশব্দে হেঁটে পার হয়ে গিয়েছিলো শীতের নদী
হিমেল তুষার স্রোত কি এমন ক্ষতি করতে পারবে তার।
মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস বউ
যেদিন পূর্ণিমার ঝলসানো চাঁদ উঠবে পাহাড়ি চূড়ায়
সেদিন যেন আমরা ফিরে আসতে পারি, বলেছিলো বীর সৈনিক।

ধোঁয়ার রেখার মতো মিলিয়ে যাবে তোমার স্মৃতি
কোন চিহ্নই থাকবে না আর তোমার ঘনিষ্ঠ উষ্ণতার
স্খলিত গৌরবে ভরে উঠবে না সূর্যালোক,
ক্লান্ত শ্রান্ত নমিত শোকে সৈনিক-বধূ প্রার্থনা করেছিলো
হে ঈশ্বর তুমি ওকে বাঁচিয়ে রেখো।
কিন্তু তরোয়াল আর রাইফেলের ভারে সুসজ্জিত বীর পুরুষ ডুবে গিয়েছিলো
দয়িতার কোনো কথাই শোনেনি
তলিয়ে গিয়েছিলো হিমেল তুষার স্রোতে।
যথারীতি পূর্ণিমার ঝলসানো চাঁদ উঠেছিলো পাহাড়ি চূড়ায়
তুষারের ঘূর্ণিস্রোতে বীর সৈনিক ভেসে গিয়েছিলো অতল সমুদ্রে,
এখন সে কি বলবে তার নিস্তব্ধ নিথর শঙ্কিত দয়িতাকে?
ধোঁয়ার রেখার মতো মিলিয়ে গেছে তার স্মৃতি
কোনো চিহ্ন নেই আর ঘনিষ্ঠ উষ্ণতার

স্খলিত গৌরবে ভরে ওঠেনি সূর্যালোক,
এখন কেবল উত্তাপহীন ম্লান নমিত শোকে পড়ে রয়েছে সৈনিক-বধূ।
1944

১৬০. সৈনিক বধূর উপহার

প্রাচীন শহর প্রাগ থেকে সৈনিক বধূ
কি পেলো তার উপহার ?
পেলো উঁচু খুরওলা জুতো, অভিনন্দন আর সুসংবাদ,
উঁচু একজোড়া খুরওলা জুতো পাঠিয়েছে
প্রাচীন শহর প্রাগ।

সাগর পারের অস্‌লো থেকে সৈনিক বধূ
কি পেলো তার উপহার ?
পেলো কোমল লোমের ছোট্ট পোশাক, কেমন মজা
কোমল লোমের ছোট্ট পোশাক পাঠিয়েছে
সাগর পারের অস্‌লো।

সমৃদ্ধির দেশ আমস্টারডাম থেকে সৈনিক বধূ
কি পেলো তার উপহার ?
পেলো সুন্দর কাজ করা ডাচ্‌ টুপি, মানাবে বেশ ভালো
সুন্দর কাজ করা ডাচ্‌ টুপি পাঠিয়েছে
সমৃদ্ধির দেশ আমস্টারডাম।

বেলজিয়ান শহর ব্রুসেলস্‌ থেকে সৈনিক বধূ
কি পেলো তার উপহার ?
পেলো সাজগোজের যত সৌখীন সব দামী সায়ার লেস
সৌখীন সব দামী সায়ার লেস পাঠিয়েছে
বেলজিয়ান শহর ব্রুসেলস্‌।

আলোর শহর প্যারিস থেকে সৈনিক বধূ
কি পেলো তার উপহার ?
পেলো কারুকার্য করা রেশমী পোশাক, সব শহরের সেরা
কারুকার্য করা রেশমী পোশাক পাঠিয়েছে
আলোর শহর প্যারিস।

দক্ষিণের দেশ বুখারেস্ট থেকে সৈনিক বধূ
কি পেলো তার উপহার ?
পেলো অবাক যত রঙিন নকশা করা ঢিলে বহির্বাস, আহা
নকশা করা রুমানিয়ার ঢিলে বহির্বাস পাঠিয়েছে
দক্ষিণের দেশ বুখারেস্ট।

তুষারদেশ সুদূর রাশিয়া থেকে সৈনিক বধূ
কি পেলো তার উপহার ?
পেলো বিধবার কালো ওড়না, তার দুঃখের কঠিন উপহাস
বিধবার কালো ওড়না পাঠিয়েছে
তুষারদেশ সুদূর রাশিয়া।

Und was bekam des Soldaten weib. 1943

১৬১. গোটা দেওয়ালটাই উড়িয়ে দাও

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
ইতালির সান কার্লোর এক অন্ধকার কারাকুঠরিতে
চোর, বদমাস আর পাঁড় মাতালদের সঙ্গে
কোনকালে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এক সমাজতন্ত্রী যোদ্ধাকেও।
দেওয়ালের গায়ে পেনসিল দিয়ে ঘষে ঘষে গোটা গোটা অক্ষরে
সে লিখেছিলো :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।

ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে আসা আধো আলো-ছায়ায়
অন্ধকার কারাকুঠরিটা দেখা যায় কি যায় না,
অথচ স্পষ্ট চোখে পড়ে গোটা গোটা অক্ষরে সেই লেখা।
জেল-কর্তৃপক্ষের নজর আসতেই
পাঠিয়ে দেওয়া হলো চুনকাম করার এক মিস্তিরিকে,
এক বালতি কলিচুন দিয়ে
চুনকাম করে দিলো সেই ভয়ঙ্কর লেখাটা।

কিন্তু ও শুধু চুনকাম করেছিলো সেই অক্ষরগুলো
ফলে দূর থেকে দেওয়ালের গায়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো সেই
অক্ষরগুলো

লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
এবার পাঠানো হলো অন্য আর এক রঙ-মিস্তিরিকে
মোটা পোঁচড়া দিয়ে সে গোটা দেওয়ালটাই
এমন ভাবে চূন বুলিয়ে দিলো যে
যে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে লেখাটা আর বোঝাই গেলো না,
কিন্তু ভোরবেলায় চুন শুকিয়ে যেতেই ভেতর থেকে আবার স্পষ্ট ফুটে উঠলো
লেনিন দীর্ঘজবী হোন।

জেল-কর্তৃপক্ষ তখন পাঠালো এক দক্ষ খোদাইকরকে
দেওয়ালের লেখাটিকে তুলে ফেলতে।
ঘণ্টাখানেক ধরে নিপুণ হাতে সে একের পর এক
চেঁচে তুলে ফেললো অশুভ অক্ষরগুলো।
কাজ যখন শেষ হলো
অন্ধকার কারাকুঠরির দেওয়ালে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো বিবর্ণ
গভীর কুঁদে-তোলা সেই দুর্জয় লেখা
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।

সমাজতান্ত্রিক সেই যোদ্ধার বক্তব্য :
তাহলে বরং গোটা দেওয়ালটাই উড়িয়ে দেওয়া হোক।

১৬২. প্রত্যাবর্তন

কেমন করে আমি খুঁজে পাবো আমার স্বদেশভূমির শহর ?
বোমারুর ঝাঁক পেছনে ফেলে আমি
স্বদেশে ফিরলাম।
অথচ কোথায় গেলো সেই শহর
কোথায় সেই ধূম্র-পাহাড়ের চূড়া ?
এখন সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আগুনের লেলিহান শিখায়।

স্বদেশভূমির শহর
কেমন করে সে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে ?
আমার সামনে ভিড় করে আসে বোমারু বিমান।
মৃত্যু-শরিকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোষণা করে আমার প্রত্যাবর্তন
ঘরে ফেরা ছেলের মুখোমুখি দাঁড়ায় ক্রোধদীপ্ত অগ্নিশিখা

Ruckkehr, 1944

১৬৩. আমি, যে এখনও জীবিত

আমি জানি : এটা নিতান্তই কপাল
যে আমার অনেক বন্ধুরা এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু গতকাল রাত্রে
স্বপ্নে দেখলাম সেই সব বন্ধুরা আমার সম্পর্কে বলাবলি করছে :
'জীবিতের মধ্যে আমি নাকি সবচেয়ে যোগ্যতম'
তখন আমার নিজেরই ওপর ঘৃণা হলো।

Ich, der Uberlebende, 1944

১৬৪. অমিত শক্তিশালী একজন রাষ্ট্রদূত অসুস্থ শুনে

অপরিহার্য মানুষটি যদি ভুরু বাঁকান
দুটো সাম্রাজ্য কেঁপে ওঠে।

অপরিহার্য মানুষটি যদি মারা যান
পৃথিবীটাকে মনে হবে বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে না পারা কোনো মায়ের মতো।
অপরিহার্য মানুষটি যদি মৃত্যুর এক সপ্তা পরে ফিরে আসেন
সারাটা দেশ জুড়ে ওঁর জন্যে খানসামারও একটা চাকরি জুটবে না।

Bei der Nachricht von der Erkrankung eines machtigen Staatsmanns. 1944

১৬৫. সব কিছুই পালটায়

সব কিছুই পালটায়। অসীম উৎসাহে
তুমি আবার নতুন করে শুরু করতে পারো।
যা ঘটে গেছে গেছে। যে জল তুমি একবার
মদের সঙ্গে মিশিয়েছো
তাকে আর কখনও আলাদা করতে পারবে না।

যা ঘছে গেছে গেছে। যে জল তুমি একবার
মদের সঙ্গে মিশিয়েছো
তাকে আর কখনও আলাদা করতে পারবে না, কিন্তু
সব কিছুই পালটায়। অসীম উৎসাহে
তুমি আবার নতুন করে শুরু করতে পারো।

Alles wandelt sich. 1944

১৬৬. ডাউনিং স্ট্রীটের বৃদ্ধ মানুষটা

"এখনও তোমার গিবেঅনের মাথার ওপরে স্থির
তোমার চাঁদ আজালনের পাহাড়ি উপত্যকায়।"

ফ্লানডারসের শ্রমিকভাই, শক্ত করে বেঁধে নাও তোমাদের চামড়ার কোমরবন্ধ।
ডাউনিং স্ট্রীটের বৃদ্ধ মানুষটা
আজ খুব ভোরে যারা তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা করেছে
সেই রকম ৩০০ লোকের সঙ্গে প্রাতরাশ সেরেছেন।
কাম্পাগনার কৃষকভাই, রোদ্দুরে আবার সেঁকে নাও তোমাদের বীজাণুলোক।
নইলে কোনো জমিই পারে না। নেপলস্-এর খালাসি
তোমরা বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে মোটা করে লিখবে :
'স্মরণ করিয়ে দাও ইতর লোকটাকে!' নিদাঘের পরিপূর্ণ আলোয়
ডাউনিং স্ট্রীটের বৃদ্ধ মানুষটা আজ রোমে।

এথেন্সের মায়েরা, তোমাদের সন্তানদের ঘরে রাখো!
নইলে ওদের জন্যে জ্বালিয়ে দাও মোম : আজ রাতে
ডাউনিং স্ট্রীটের বৃদ্ধ মানুষটা তোমাদের রাজাকে ফিরিয়ে আনছেন।

এবার শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ো, শ্রমিক ভাই।
চলো, ডাউনিং স্ট্রীটের বৃদ্ধ মানুষের রক্তাক্ত কোটটা পরিষ্কার করি।

Der Alte Mann von Downing Street. 1941

১৬৭. ব্যাপারটা যা ঘটেছিলো

শিল্পপতিরা আবার ফিরে পাচ্ছেন বিমান চালানোর অনুমতি।
আট সপ্তা আগে খাজনা আদায় প্রসঙ্গে
ধর্মোপদেশ দেবার সময় যাজক যা বলেছিলেন এখন নিজেই ভেবে অবাক
হচ্ছেন।
অসামরিক পোশাকে সেনাধ্যক্ষদের দেখাচ্ছে ঠিক ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মতন।

পদস্থ সরকারী কর্মচারী এখন অনেক বেশি অন্তরঙ্গ।
কাপড়ের টুপি মাথায় লোকটাকে একজন পুলিস পথ দেখিয়ে দেয়।

বাড়ির মালিক নিজে দেখতে আসেন ঠিকমতো জল সরবরাহ হচ্ছে কি না।
সাংবাদিকরা 'জনসাধারণ' শব্দটাকে ব্যবহার করার সময় মোটা মোটা
অক্ষরে লেখেন।
গায়করা বৃথাই রঙ্গমঞ্চে গান গেয়ে যায়।

জাহাজের অধ্যক্ষ নাবিকদের রান্নাঘরের খাবার পরীক্ষা করে দ্যাখেন।
গাড়ির মালিকরা নিজেদের চালকদের পাশে বসতে আপত্তি করেন না।
ডাক্তাররা বীমা সংস্থাগুলোকে অভিযুক্ত করেন।
পণ্ডিতরা সম্মানের সাজসজ্জাকে ঢেকে তাঁদের আবিষ্কারকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন :
চাষীরা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেয় আলু।

তার মানে ব্যাপারটা যা ঘটেছিলো :
বিপ্লব জয়ী হয়েছিলো তার প্রথম যুদ্ধে।

Was ist geschehen. 1945

১৬৮. এবার অংশ নাও আমাদের বিজয়েও

আমাদের পরাজয়ে তোমরা অংশ নিয়েছো, এবার
অংশ নাও আমাদের বিজয়েও।
অজস্র ভুল পথে তোমরা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছো
আমরা হেঁটেছি
তোমরাও হেঁটেছো আমাদের পাশাপাশি।

•

Teile nun auch unsern Sieg mit uns. 1945

১৬৯. জার্মানী ১৯৪৫

ঘরের ভেতরে মড়কে মৃত্যু

ঘরের বাইরে মৃত্যু ঠাণ্ডায়।
তাহলে আমরা কোথায় যাবো বলো ?
শয্যায় যে অবসন্ন হয়ে রয়েছে
সেই মহিলা আমার মা : আমি বললাম
মা, মাগো, মামণি
এ তুমি আমার কি করলে ?

Deutchland, 1945

১৭০. সুন্দর কাঁটাটা

সিং-এর ধাতলওয়ালা সুন্দর কাঁটাটা যখন ভেঙে যায়
সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় এর ভেতরে
নিশ্চয়ই কোনো গলদ ছিলো। বহু কষ্ট করে
আমার স্মৃতিতে আবার ফিরিয়ে আনলাম
সেই বিমল আনন্দ।

Die Schone Gabel. 1945

১৭১. মায়াকভস্কির জন্যে উৎকীর্ণলিপি

হাঙরগুলোকে আমি কৌশলে এড়িয়ে গেছি
শার্দূলগুলোকে ছিন্নভিন্ন করেছি নিপুণভাবে
আমাকে যা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছে
তা হলো ছারপোকা।

Epitaph Fur M. 1946

*'ছারপোকা' মায়াকভস্কির একটি বিখ্যাত কাব্যনাটক

১৭২. গর্ব

আমেরিকান সৈনিকটি যখন আমাকে বললো
ভালো খাওয়া দাওয়া-করা মধ্যবিত্ত ঘরের জার্মান মেয়েদের কেনা যায়
তামাকের পরিবর্তে আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের কেনা যায়
চকলেটের পরিবর্তে
কিন্তু উপসী রুশ দাসশ্রমিকদের কেনা যায় না কোনো শর্তেই
তখন আমি গর্বে ভরে উঠলাম।

Stolz 1947

১৭৩. কার্ল লিপ্নেবনেজের জন্যে উৎকীর্ণলিপি

এখানে শায়িত কার্ল লিয়েবনেজ
যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামী একটি মানুষ
ওরা যখন তাকে হনন করলো
আমাদের শহরটা তখন ছিলো ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত।

Grabschrift Fur Karl Liebncht, 1948

১৭৪ ছদ্মবেশী

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে
আমাদের আগে আগে হেঁটে যাও
অন্তরঙ্গ কেউ, সুনিশ্চয়তার হালকা পায়ে
সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীর কাছেও যে মূর্তিমান সন্ত্রাস

মুখ ফিরিয়ে তুমি চলে যাও। আমি জানি
মৃত্যুকে তুমি ভীষণ ভয় করো, তবু

মর্যাদাবিহীন জীবনকে তুমি
ভয় করো তার চাইতে ঢের ঢের বেশি।
শক্তিশালী যে তাকে তুমি পথ ছেড়ে দিতে চাও না
হাত মেলাতে চাও না যারা বিভ্রান্ত তাদের সঙ্গে
অসম্মানকে তুমি চিরকালই ভুলে থাকতে চাও
অথচ তোমাদের নৃশংসতার ওপর কোনোদিন ঘাসও গজায় না।

Antigone. 1948

১৭৫. বন্ধু

আমি একজন নাট্যকার
যুদ্ধ আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে মঞ্চসজ্জার অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে।
যে শহরগুলোতে আমরা একদিন কাজ করেছি
এখন আর সেগুলো নেই। যে শহরগুলো এখনও আছে
তার মধ্যে দিয়ে যখন হেঁটে যাই মাঝেমধ্যে বলি :
আমার বন্ধুরা থাকলে
ওই নীল পারদাটা খুব সুন্দর করে টাঙিয়ে দিতে পারতো।

Die Freunde. 1948

১৭৬. ওই তারাটা ছাড়া

আকাশের ওই তারাটা ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই
যদিও অনেক দূরে, তবু মনে হলো
ওটাই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

Auber diesem stern. 1949

১৭৭. হেলেন ভাইগেলের জন্যে

এবার স্বচ্ছন্দ পায়ে তুমি হেঁটে এসো
আমাদের বিধ্বস্ত শহরের পুরনো রঙ্গমঞ্চে
পরিপূর্ণ ধৈর্য নিয়ে, অথচ একই সঙ্গে নির্মমভাবে
দেখাও যা প্রকৃত সত্য।

নিপুণ দক্ষতায়, ঘৃণায়, অন্তরঙ্গতায়
দেখাও যাকিছু মূর্খতা
যেখানে বিরাট বাড়িটা ভেঙে পড়লো
দেখাও তার নির্মাণ-পরিকল্পনায় কোথায় ছিলো গলদ।

কিন্তু যারা শিখতে চায় না
তাদের কেবল দেখাও তোমার সুন্দর মুখ।

Fur Helene Weigel, 1949

১৭৮. নতুন বাড়ি

পনেরো বছর নির্বাসনে কাটানোর পর আমি আবার ফিরে এসেছি
নিজের দেশে
উঠেছি নতুন একটা বাড়িতে।
এখানে দেওয়ালে টাঙিয়েছি আমার জাপানী 'নো' মুখোশ
আর বিদগ্ধ চীনা শিল্পীর আঁকা লম্বা ছবি।
নতুন এই বাড়িটায় থাকার সুযোগ নিয়ে আমি প্রতিদিনই
ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াই।
এই সব গর্তে একদিন হাজার হাজার মানুষ বাস করতো
আশা করি এই ভাবনাটা আমাকে অসুস্থ করে তুলবে না। কেননা
ঢাকা-আলমারির মাথায় এখনও সাজানো রয়েছে

পাণ্ডুলিপি সমেত
আমার সুটকেসটা।

Ein neues Haus. 1949

১৭৯. উপলব্ধি

আমি যখন ফিরে এলাম
তখনও পাক ধরেনি আমার চুলে
তাই আমি খুশী।

আমাদের পেছনে পড়ে রইলো সারি সারি যন্ত্রণার পাহাড়
আমাদের সামনে প্রসারিত যন্ত্রণার বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

Wahrnehmung. 1949

১৮০ অসুস্থতা

তোমাদের কেউ নেই
আমার কেবল একজনই আছে
যাকে আমি ভালোবাসি।

Schwachen. 1950

১৮১. মেদিনের গান

মে'র প্রথম দিনে
বাবা মা চলেছেন মিছিলের একই সারিতে

সুন্দর জীবনের জন্যে তীব্র সংগ্রামে
সংবিধান, শ্রম
এবং দারিদ্র্যকে স্বীকার করা হবে না কোথাও
কেননা আমরা এসবের মধ্যেই লালিত
পল্লবিত শাখাগুলি সবুজ
প্রদীপ্ত কেতন
কেবল ভীরুরাই সহ্য করে দারিদ্র্য।

সেদিন
বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে সারিসারি আন্দোলিত
ফসলের মঞ্জরী, উচ্ছল জীবন—
এসো, আমরা হাতে হাতে রাখি দৃঢ় অঙ্গীকার
যা আমাদেরই একান্ত আপন
সবুজে সবুজ বিস্তীর্ণ প্রান্তর
প্রদীপ্ত কেতন
আমাদের জন্যে অজস্র কাজ
আমাদের জন্যে একটুকরো রুটি।

Mailied. 1950

১৮২. নির্বাসিত অভিনেতা পিটার লোরির প্রতি

শোনো, আমরা তোমাকে ফিরে আসার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।
তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। যে দেশ থেকে
তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, একদিন সে দেশ
প্রবাহিত হতো দুধ আর মধুতে। এখন বিধ্বস্ত সেই দেশে
তোমাকে ফিরে আসার জন্যে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।
যে তথ্যের তোমার প্রয়োজন
তা ছাড়া তোমাকে দেবার মতো আমাদের আর কিছুই নেই।

গরীব কিংবা ধনী
অসুস্থ কিংবা সুস্থ
সব ভুলে
তুমি ফিরে এসো।

An den Schauspieler P. L. im Exil. 1950

১৮৩. মৃত্যুসংবাদ

আবহাওয়ার কথা বলো
কৃতজ্ঞ হও যেহেতু উনি মৃত
যিনি কিছু বলার আগেই
ফিরিয়ে নিয়েছেন তাঁর কথা।

Nachruf auf XX. 1950

১৮৪. যুদ্ধোত্তর একটি গান

ছোট্ট লাটিম, ঘোরো, তুমি ঘোরো।
আমাদের পথ এখন উঁচুর দিকে নয়।
বাপি ঘর বাঁধতে শুরু করেছে
মামণি গেছে ইট কুড়তে।
ছোট্ট লাটিম, ঘোরো, তুমি ঘোরো।

ছোট্ট ঘুড়ি, ওড়ো, তুমি ওড়ো।
আমাদের আকাশ রোদ ঝলমলে আর পরিষ্কার।
অনেক উঁচুতে তুমি ওঠো, সুতো ছিঁড়ে
উড়ে যাও মস্কো থেকে পিকিং।
ছোট্ট ঘুড়ি, ওড়ো, তুমি ওড়ো।

Nachkriegsliedchen. 1950

১৮৫. কোনো প্রেমিকার গান

তুমি যখন আমাকে উচ্ছলতায় ভরিয়ে তোলো
মাঝে মাঝে আমি ভাবি :
এখন যদি মরতে পারতাম
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখী হতে পারতাম।

তারপর তুমি যখন বুড়ো হবে, আমার কথা ভাববে
ঠিক এখনকারই মতো তোমার দিকে তাকিয়ে ভাববে:
তুমি এখনও তরুণ
আর তোমার হৃদয় কি আশ্চর্য মধুর।

Liebeslieder, 1950

১৮৬ একটি প্রেমের গান

গাছের শাখায় সাতটা গোলাপ
ছটা বাতাসের জন্যে
আর একটা থাকবে গাছের শাখাতেই
যাতে ঠিক সময়ে আমি ওকে খুঁজে পাই।

সাতবার আমি তোমাকে ডাকবো
ছবার দূরে সরে থাকবে
কিন্তু সাতবারের বার কথা দাও
একটুও দেরি করবে না আমার কাছে আসতে।

Liebeslieder, 1950

১৮৭ ছোট্ট একটা প্রেমের গান

প্রিয়তমা আমাকে দিয়েছিলো ছোট্ট একটা পল্লব
তার পাতাগুলো সব বাদামী।

একটা বছর পল্লবটার যত কাছে এগিয়ে এলো
আমরা পরস্পরকে তত ভালোবাসতে শুরু করলাম।

Liebeslieder, 1950

১৮৮. কোনো চৈনিক চা-শিকড়-সিংহকে

বাজে মানুষরাই তোমার হিংস্র থাবার ভয়ে বিহ্বল।
ভালো মানুষেরা তোমার উজ্জ্বল লাবণ্যে মুগ্ধ।
এইসব
আমি শুনতে ভালোবাসি
আমার কবিতার কণ্ঠস্বরে।

Auf einen Chinesischen Thee-wurzellowen. 1951

১৮৯. শান্তির গান

—নেরুদার স্মৃতিতে :
আমাদের এ পৃথিবীতে শান্তি
শান্তি আমাদের এ প্রান্তরে
চিরদিন চিরটাকালই
যে তাকে করেছে উর্বর।
    আমাদের এ জন্মভূমিতে শান্তি
    শান্তি আমাদের এ শহরে
    যে গড়েছে তাকেই সে দিয়েছে
    এক প্রচ্ছন্ন নীড়।
আমাদের এ গৃহচ্ছায়ায় শান্তি
শান্তি আমাদের ওপারের দরজায়

শান্তি আমাদের শান্ত প্রতিবেশীদের জন্যে
যারা পরস্পরের সুখে গাঁথা।
রেডস্কোয়ারের জন্যে শান্তি
শান্তি লিঙ্কনের স্মৃতিসৌধের জন্যে
ব্রান্দেনবার্গ-তোরণের জন্যে শান্তি
শান্তি সেই প্রদীপ্ত কেতনের জন্যে।
কোরিয়াব শিশুদের জন্যে শান্তি
শান্তি নিস আর রুর খনিশ্রমিকদের জন্যে।
নিউ ইয়র্কের ট্রাকচালকদের জন্যে শান্তি
শান্তি সিঙ্গাপুরের কুলিদের জন্যে।
জার্মান কৃষকদের জন্যে শান্তি
শান্তি মহান বানাতের কৃষাণদের জন্যে
শান্তি শহর লেনিনগ্রাদের
কৃতিসন্তানদের জন্যে।
নারী আর পুরুষদের জন্যে শান্তি
শান্তি বৃদ্ধ আর শিশুদের জন্যে
শান্তি এ সমুদ্র আর মাটির জন্যে
যা আমাদেব জন্যে চিরদিন চিরটাকালই থাকবে প্রসন্ন

Friedenslied. 1951.

১৯০. শারদ ঝড়ের কণ্ঠস্বর

আগাছায় ভরা ছোট্ট বাড়িটার চারপাশ থেকে
শারদ ঝড়েব কণ্ঠস্বর এসে পৌছলো আমার কাছে
যেন আমারই কণ্ঠস্বর।
কি আশ্চর্য মিষ্ট
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনলাম

শহর আর হ্রদের ওপার থেকে ভেসে আসা
আমার সেই কণ্ঠস্বর।

Die Stimme des Oktobersturms. 1952

১৯১. চোখাচোখি

গ্রীষ্মের রোদ ঝলমলে ছুটির দিনগুলোতে চারাগাছের মধ্যে
গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা করমচা খুঁজতে খুঁজতে শুনতে পায়
ছোট বড় সব বয়েসের পড়ুয়া মেয়েরা
প্রযুক্তিবিদ্যার কলেজে ন্যায়শাস্ত্র আর শিশু-প্রশিক্ষণের পাঠ্য থেকে
ভালো ভালো সব শব্দ চয়ন করছে।
মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলে তাকাতেই
ছাত্রীদের চোখে পড়ে যায় গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা
ঝোপ থেকে করমচা তুলছে।

Gluckliche Begegnung 1952

১৯২. যে মানুষটা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলো

যে মানুষটা আমাকে একদিন আশ্রয় দিয়েছিলো
সে হারিয়েছে তার ঘরবাড়ি।
যে আমাকে একদিন বাজিয়ে শুনিয়েছিলো
তার যন্ত্রটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

সে কি বলতে চাচ্ছে
আমি মৃত্যুকে ডেকে এনেছি
নাকি : যারা তার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিলো
তারাই মৃত্যুকে ডেকে এনেছে ?

Der Mann, der mich aufnahm. 1952.

১৯৩. যখন কিছু বলবে নিজেও কান পেতে শুনো

তোমরা যে সব সময় ঠিক—এ কথা বোলো না, শিক্ষক।
ছাত্রদেরকে প্রথমে বুঝতে দাও।
সত্যকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিও না :
ওটা ঠিক নয়।
যখন কিছু বলবে নিজেও কান পেতে শুনো।

Höre beim Reden. 1953

১৯৪. উদ্দেশ্য

জোরালো বাতাস থাকলে
আমি পাল টাঙাতে পারি
পাল না থাকলে
বানিয়ে নিতে পারি লাঠি আর একটুকরো মোটা কাপড় দিয়ে

Motto. 1953

১৯৫. চাকা পালটানো

পথের ধারে আমি বসে আছি
ড্রাইভার চাকা পালটাচ্ছে।
যেখান থেকে এলাম জায়গাটা আমার একটুও পছন্দ নয়
যেখানে যাচ্ছি তাও আমার পছন্দ নয় একটুকু।
তাহলে কেন আমি
অধীর আগ্রহে
ওর চাকা পালটানো দেখছি ?

Der Radwechsel. 1953

১৯৬. ফুলের বাগান

হ্রদের ধারে, ঘন পর্ণসী আর রুপোলি পপলারের মাঝে
পাঁচিল আর পাতাবাহারি ঝোপঝাড় দিয়ে ঘেরা
বাগানটাকে এমন সুন্দর পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে
যে মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নানান ধরনের মৌসুমী ফুল ফোটে।

ভোরের দিকে কখনও সময় পেলে মাঝেমধ্যে এখানে এসে বসি,
ইচ্ছে করে আমিও সব সময় সব ঋতুতে
তা সে ভালো কিংবা মন্দই হোক
একজন থেকে আর একজনকে সুন্দর কিছু দেখাতে পারি।

Der Blumengarten. 1953

১৯৭. সমাধান

সতেরোই জুনের সেই উত্থানের পর
লেখকসংঘের সম্পাদক স্তালিন সরণিতে ইস্তাহার ছাড়লেন
যাতে বলা হয়েছে জনগণ সরকারের ওপর আস্থা হারিয়েছে
এবং সেই আস্থা আবার ফিরিয়ে আনা যেতে পারে
কেবলমাত্র দ্বিগুণ শ্রম করে। তাহলে এর চেয়ে
এটা কি আরও সহজ কাজ হতো না
জনগণকে ভেঙে দিয়ে সরকার যদি
অন্য জনতা নির্বাচন করতেন।

Die Lösung. 1953

১৯৮. অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে

আমি জানি যে শহরগুলোকে গড়ে তোলা হচ্ছে
তার কোনো একটাতেও আমি ছিলাম না।

ইতিহাস নয়, আমি মনে মনে ভাবলাম
পরিসংখ্যানের কথা।

কিন্তু শহরগুলোকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যটা কি
যদি না মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে?

Grosse Zeit, vertan. 1953

১৯৯. বিশ্রী সকাল

শহরের পরিচিত রূপসী সেই রুপোলি পপলারটা আজ
হতকুৎসিত ডাইনি। আর স্বচ্ছ জলের হ্রদ
নোংরা বাসন ধোয়ার পল্বল, স্পর্শেরও অযোগ্য।
রাক্ষুসে কাশের মাঝে দোলনচাঁপা ফুলের নিস্ফল সস্তা জলুস।
অথচ কেন?
কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমার দিকে ওচানো অসংখ্য আঙুল
যেন আমি কুষ্ঠরোগী। আর আঙুলগুলো কড়াপড়া,
অনুভূতিহীন, ভঙ্গুর।

অজ্ঞ মূঢ় সব। অপরাধ সচেতন আমি
আর্তনাদ করে উঠলাম।

Boser Morgen. 1953

২০০. উত্তপ্ত দিন

উত্তপ্ত দিন। হাঁটুর ওপর আমার লেখার সাজসরঞ্জাম
আমি বসে রয়েছি একটা গ্রীষ্মাবাসের মধ্যে।

উইলোর ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখা গেলো একটা সবুজ নৌকা।
একেবারে শেষ প্রান্তে বসে রয়েছে ছিমছাম বেশবাস
ভারি সৌম্য চেহারার এক সন্ন্যাসিনী। আর তার সামনে
স্নানের পোশাকপরা একজন বয়স্ক লোক
সম্ভবত কোনো যাজক।
বৈঠায় নিজের সাধ্য মতো দাঁড় টেনে চলেছে একজন কিশোর।
মনে মনে ভাবলাম দৃশ্যটা ঠিক আগেকার দিনের মতন।

Heisser Tag. 1953

২০১. সত্য সম্পর্কে

বন্ধুরা, আমি চাই যে সত্যকে তোমরা জানো তার সম্পর্কে কিছু বলো
পলাতক ক্লান্ত সীজারের মতো নয়, 'আগামীকাল খাবার এসে
পৌঁছতে পারে।'
বরং লেনিনের মতো বলো : 'আগামীকালের মধ্যেই
আমাদের কাজটা সেরে ফেলতে হবে, নইলে…'
ঠিক যেমন সেই ছোট্ট গানটার মধ্যে আছে :
"ভাইসব, যাকিছু সত্যি
আমি তোমাদের স্পষ্টই বলবো :
আমরা রয়েছি একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে
যেখানে কোনো আশাই দেখা যাচ্ছে না।"
বন্ধুরা, সত্যকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে গেলে
'নইলে'র মতো প্রশ্ন থাকবেই।

Die Wahrheit einigt. 1953

২০২. ধোঁয়া

হ্রদের ধারে গাছগাছালির ছায়ায় ছোট্ট একটা বাড়ি।
ধোঁয়া উঠছে তার ছাদ থেকে।

ওটা ছাড়া
হ্রদ বাড়ি গাছ
সবই কি ভীষণ অর্থহীন।

Der rauch. 1953

২০৩. লোহা

গত রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম
ভয়ংকর এক ঝড়ের দৃশ্য।
জড়িয়ে ধরেছে সে নিরেট লোহার মাচান
ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলো দড়াদড়ি
তার যত বাঁধন।
অথচ যা কিছু ছিলো কাঠের তৈরি
নুয়ে পড়লো, রয়ে গেলো তারাই।

Eisen. 1953

২০৪. পর্ণসী

ভোরের প্রথম আলোয়
পর্ণসীর পাতাগুলো মনে হলো ঠিক যেন তামার।
পঞ্চাশ বছর আগে
দুটো বিশ্বযুদ্ধেরও আগে
আমার তরুণ চোখে ওগুলোকে ঠিক
ওই রকমই দেখাতো।•

Tannen. 1953

২০৫. বনের মধ্যে এক হাত-কাটা একটা মানুষ

ঘেমে নেয়ে ঝুঁকে পড়ে সে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করছে
আর মাথা নাড়িয়ে মশা তাড়াচ্ছে।

কঠিন পরিশ্রমে
ঝুপড়ির মধ্যে জড়ো করে রেখেছে তার জ্বালানি কাঠ।
অস্ফুট আর্তনাদ করে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো,
একটা হাতই এমনভাবে ওপরে তুললো যেন অনুভব করছে
বৃষ্টি পড়ছে কিনা। এস. এস-এর আতঙ্কিত লোকটা
একটা হাতই ওপরে তুলে রেখেছে।

Der Einarmige im Geholz. 1953

২০৬. আট বছর আগে

একদিন এখানে সবাই ছিলো ভিন্ন রকম।
কসাইয়ের বউ সেটা ভালো করেই জানে।
ছোট ছোট মাপা পায়ে
গুটি গুটি হেঁটে চলা ডাকপিওন
আর সেই বিজলী আলো মিস্ত্রিটার কি হলো ?

Vor acht jahren. 1953

২০৭. সংলাপ

সন্ধ্যায় দুখানা নৌকা পাশাপাশি দাঁড় বেয়ে চলে।
নৌকায় উলঙ্গ দুই জোয়ান মাঝি।
ওরা পাশাপাশি দাঁড় বেয়ে চলে আর কথা বলে
ওরা কথা বলে আর পাশাপাশি দাঁড় বেয়ে চলে।

Rudern, Gesprache. 1953

২০৮. ল্যাটিন কবি হোরেস পড়ে

এমন কি বন্যাও চিরটাকাল থাকে না।
এমন একটা সময় আসে

যখন ভাটার টানে ঘোলা জল কমতে থাকে।
তবু, কি অল্প জিনিসই না
দীর্ঘকাল টিকে থাকে।

Beim Lesen des Horaz 1953

২০৯. বাঁশি

তারপর হেমন্তে
রুপোলি পপলারে অজস্র কাকের ঝাঁক
অথচ সারাটা গ্রীষ্ম পাখিবিহীন পারিপার্শ্বিকতায়
আমি শুনি
কেবল মানুষের অতলস্পর্শী একটা বাঁশির সুর
উচ্ছলতায় আমি ভরে উঠি!

Laute. 1953

২১০. একটা সোভিয়েত বই পড়ে

বইয়েতে পড়লাম, ভলগাকে বশ মানানো
খুব একটা সহজ কাজ হবে না। সাহায্যের জন্যে
ও তার সবকটা মেয়েকেই ডেকে আনবে—ওকা, কামা, উনসা, ভিয়েৎলুগা
এমন কি নাতনী—কাসোভায়া আর ভিয়াৎকাকেও।
সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সাত হাজার উপনদীর জলস্রোত নিয়ে
ও দুর্বার ক্রোধে আছড়ে পড়বে স্তালিনগ্রাদ বাঁধের গায়ে।
সৃজনী শক্তির অসাধারণ প্রতিভা যাঁদের
গ্রীক অডিসাসেরে ভয়ংকর ধূর্তমি নিয়ে প্রতিটা জলবিভাজনকে
ব্যবহারের সুযোগ নেবেন, বিপর্যস্ত করে দেবেন নদীর দক্ষিণ পাড়,
আর উত্তর পাড়কে ঘুরিয়ে দেবেন মাটির নিচে দিয়ে—

কিন্তু আমি বইয়েতে পড়লাম, সোভিয়েতের মানুষ
ভলগাকে যারা ভালোবাসে, ওর সম্পর্কে গান গায়,
দীর্ঘদিন ওর গতি-প্রকৃতির ওপর কড়া নজর রেখেছে
ঠিক করেছে ১৯৫৮-র আগে
ওকে বশ মানানো হবে না।
কিন্তু তারপর কাস্পিয়ান অঞ্চলের অনুর্বর কৃষ্ণভূমি,
তার মাটিতে লালিত সন্তানরা
এতে উপকৃত হবে।

Bei der Lekture eines sowjetischen Buches. 1953

২১১. গ্রীষ্মের আকাশ

হ্রদের ওপর আকাশে উড়ছে কয়েকটা বোমারু বিমান।
দাঁড়-টানা নৌকা থেকে
বাচ্চা বুড়ো মেয়েরা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। দূর থেকে দেখে
মনে হচ্ছে ওরা যেন সব পাখির ছানা
খাবার জন্যে ঠোঁটগুলো যাদের হাঁ-হয়ে রয়েছে।

Der Himmel dieses Sommers. 1953.

২১২. কর্ণিক

স্বপ্নে আমি দাঁড়িয়েছিলাম একটা বাড়ির সামনে।
আমি একজন রাজমিস্ত্রি। আমার হাতে
একটা কর্ণিক। কিন্তু মসলা তুলবো বলে সবে একটু ঝুঁকিছি
শুনতে পেলাম একটা গুলির শব্দ
যা উড়িয়ে নিয়ে গেলো
আমার কর্ণিকের অর্ধেক ইস্পাত।

Die kelle. 1953

২১৩. থিয়েটার এম স্কিবাউয়েরদামে বার্লিনার আঁসম্বলের প্রথম উদ্বোধনের দিনে

এতদিন যে প্রেক্ষাগৃহে তোমরা অভিনয় করেছো আজ তা ধ্বংসলীন
এখন তোমাদের মঞ্চপ্রযোজনা সুরম্য একটি কক্ষে
সে শুধু সস্তা প্রমোদের জন্যেই নয়।
তোমার এবং আমাদের মধ্যে থেকে উঠে আসবে একটি
স্থির আমরা
এমনি ভাবেই রয়ে যাবে এই প্রেক্ষাগৃহ এবং অন্য যাকিছু।

Zum Einzug des Berliner Ensemble in das Theater am Schiffbauerdamm. 1954

২১৪ ১৯৫৪-এর প্রথমার্ধ

না মারাত্মক কোনো অসুস্থতা, না তেমন মারাত্মক কোনো
শত্রু। কাজ রয়েছে যথেষ্ট।
ভাগ পেয়ে গেছি আমার অংশের নতুন আলুর
শসা, শতমূলী আর স্ট্রবেরির।
বাকাও-এ দেখেছি লাইলাক, বার্জেসে স্থায়ী বাজার
আমস্টারডামে কৃত্রিম খাল, প্যারিতে বিপণনকেন্দ্র।
স্পর্শ পেয়েছি এ. টি -র স্নিগ্ধ মাধুর্যের।
পড়েছি ভলতেয়ারের চিঠিপত্র আর বৈষম্যের ওপর মাওয়ের প্রবন্ধাবলী।
বার্লিনার আঁসম্বলে শুরু করেছি 'খড়ির গণ্ডী'।

1954 : erste Hälfte. 1954

২১৫. কাচের উদ্ভিদ-ঘর

ফলের গাছে জল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে
সেদিন আমি পরিত্যক্ত কাচের ছোট উদ্ভিদ-ঘরটায় প্রবেশ করলাম

যেখানে ত্রিপলের ছায়ায় দুর্লভ ফুলের গাছগুলোর
তখনও কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে।
তখনও খাড়া রয়েছে কাঠের মাচা, ছেঁড়া কাপড় আর তারের জাল
শক্ত সুতোয় ওপরে টানা রয়েছে তাদের বিশীর্ণ ডালপালা।

তখনও স্পষ্ট চোখে পড়লো
অতীত দিনের যত্ন, কোমল স্পর্শের নানান নিদর্শন।
ত্রিপলের ছাদে খেলে বেড়াচ্ছে অন্য চিরসবুজ গাছের ছায়া
যারা বৃষ্টিতে মানুষের শিল্পরুচিকে উপেক্ষা করেই বেড়ে উঠেছে উঁচুতে।
কেবল সেই সুন্দর স্পর্শাতুর ফুলের গাছগুলোই
যা আর নেই।

Das Gewachshaus. 1954

২১৬. আমার লেখার টেবিল থেকে

আমার লেখার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে
জানলা দিয়ে বাগানে এল্ডার গাছটার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি
চিনতে পারি কেমন যেন লাল আর কালোয় মেশা ছোপগুলো
সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আগাসবুর্গে
আমার শৈশবে দেখা এল্ডার গাছটার কথা।
দীর্ঘক্ষণ আমার নিজেরই মনের সঙ্গে তর্ক করি—
অদূরে ছোট ছোট লালচে ডালে কালোজামগুলোকে আবার দেখার জন্যে
টেবিল থেকে আমার চশমাটা তুলে নেবো কি না?

Schwierige Zeiten 1955.

২১৭. পরিবর্তন

একই সময়ে আমি বৃদ্ধ, একই সময়ে আমি তরুণ
নিশান্তিকায় আমি বৃদ্ধ, সায়াহ্নে তরুণ

একটা শিশু স্মরণ করছে তার হতাশা
একটি বৃদ্ধ ভুলে গেছে তার নিজের নাম।

২

বিষণ্ণ ছিলাম আমার শৈশবের দিনগুলোতে
বিষণ্ণ ছিলাম পরেও
কবে আবার সুখী হতে পাববো ?
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

Wechsel der Dinge, 1955

২১৮. শ্যারিত-এ আমার সাদা ঘরটায়

শ্যারিত-এ আমার সাদা ঘরটায়
ভোরের দিকে যখন জেগে উঠতাম
শুনতে পেতাম দোয়েলের গান, বেশ ভালোই
বুঝতে পারতাম। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকতে পাবতাম
মৃত্যু ভয়। আমি নিজে যত তুচ্ছই হই না কেন
অহেতুক কোনো কারণে আমার খারাপ কিছু হতে পারে না।
এখন আমি সব দোয়েলেব গানই
সমানভাবে উপভোগ কবার সুযোগ পাই।

Als ich in weissem Krankenzimmer der Charite, 1956

•

২১৯. আমি সবসময়েই ভাবি

এবং আমি সবসময়েই ভাবি : সবচেয়ে সহজতম শব্দগুলোই
যথেষ্ট। যখন বলি কোন্ কোন্ জিনিসগুলো সমান
অনেকেরই হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

তুমি দেখে নিও
নিজে থেকে যদি কখনও দাঁড়াতে না পারো
একদিন তোমাকে তলিয়ে যেতে হবেই।

Und ich dachte immer. 1956

২২০. একদিন, যখন সময় হবে

একদিন, যখন সময় হবে
আমরা আবার ডেকে ফিরিয়ে নেবো সমস্ত স্বপ্নবিলাসী নায়কদের
যাকিছু ভাবনা
দেখবো সমস্ত অগ্রণী শিল্পীদের আঁকা যাকিছু ছবি
সমস্ত ভাঁড়দের দিকে তাকিয়ে হাসবো
সমস্ত নারীদের জানাবো পূর্বরাগ
এবং সমস্ত মানুষদের চোখে আঙুল দিয়ে শেখাবো।

Einmal, wenn da zeit sein wird. 1956

জীবন ও রচনাপঞ্জী

১৮৯৮ জন্ম ১০ই ফেব্রুয়ারী, আউসবুর্গের একটি সম্পন্ন পরিবারে।

১৯১৩ আউসবুর্গ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়
থেকে কবিতা, আলোচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকের প্রকাশিত
১৯১৭ কবিতাগুলির মধ্যে 'জ্বলন্ত গাছ', 'আধুনিক উপকথা' এবং 'ফোর্ট ডোনাল্ড রেলপথ তৈরি কুলিদের গান' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯১৭ ডাক্তারীশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে মিউনিক শহরে চলে আসেন।

১৯১৮ কিছুদিন সামরিক হাসপাতালে সহকারী চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। 'মৃত সৈনিকের উপকথা' কবিতাটি এই সময়ের রচনা। বিপ্লবের সময় আউসবুর্গ সেনা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বাল', পরবর্তীকালে যা বিভিন্ন শহরে অভিনীত হয়।

১৯১৯ গভীর পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকেই চলতে থাকে সাহিত্যচর্চা। 'অন্ধকারে
থেকে মাদল' নাটকটি ১৯২২ সালে মিউনিকে প্রথম অভিনীত হয়। ওই বছরেই
১৯২৫ 'ক্লাইস্ট' পুরস্কার লাভ করেন। 'শহরের গভীর অরণ্যে' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯২৩ সালে। মিউনিকের কামেরশপীলে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। মার্লোর অনুসরণে 'ইংলণ্ডের দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের জীবন' নাটকটি ১৯২৪ সালে মিউনিকে অভিনীত হয়। ম্যাক্স রাইনহার্টের আমন্ত্রণে ব্রেশট স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে বার্লিনে চলে আসেন।

প্রায় গোটা পাঁচেক একাঙ্ক এবং তাঁর 'শহর' পর্যায়ের কবিতাগুলি এই সময়েরই রচনা।

পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে ব্রেশট বলেছেন, "এই সময়ে আমার রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ছিলো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তবু সামাজিক জীবনের চরম অসংগতি সম্বন্ধে ছিলাম রীতিমতো ওয়াকিবহাল।"

১৯২৬ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা শুরু করেন এবং বার্লিনে মার্কসীয় শ্রমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

'মানুষের মতো মানুষ' নাটকটি ডার্মস্টাটে প্রথম অভিনীত হয়।

১৯২৭ কবিতা সংকলন 'ডী হাউসপোস্টিলে' প্রকাশিত হয়। 'মানুষের মতো মানুষ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পর ২৩শে মার্চ বার্লিন বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। অভিনয় করেন হেলেনে ভাইগেল।

১৭ই জুলাই গীতিনাট্য 'মাহাগনী শহরের উত্থান ও পতন' নাটকটি অভিনীত হয় বাডেন বাডেন শহরে।

২৭শে নভেম্বর 'এপিক থিয়েটার' সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধটি রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৯২৮ বার্লিনে 'তিন পয়সার পালা'র প্রথম অভিনয়।

১৯২৯ 'বাডেনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে মতৈক্য' এবং 'কেউ বলে "হ্যাঁ", কেউ বলে "না"' শিক্ষামূলক নাটক দুটি অভিনীত হয় বার্লিনে।

১৯৩০ 'সমাধান' একাঙ্কটি প্রথম অভিনীত হয় বার্লিন শহরে। 'ফেরজুখে'র প্রথম তিনটি সংখ্যায় বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়।

১৯৩১ 'তিন পয়সার পালা'র চলচ্চিত্র মুক্তি পায়।

'কুহলে ভাম্পে' চলচ্চিত্রে সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। এ ছবির ঐক্যসংগীত রচনা করেন ব্রেশট।

১৯৩২ গর্কির উপন্যাস অবলম্বনে 'মা' নাটকের অভিনয় বার্লিনে। ফ্যাসীবাদী আক্রমণের ফলে 'রণাঙ্গনে পবিত্র ইওহানা' নাটকের মঞ্চ-প্রযোজনা বিঘ্নিত হয়। অবশ্য বেতার প্রচার সম্ভব হয়েছিলো।

১৯৩৩ হিটলার ক্ষমতায় আসার পর দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। প্রথমে যান ডেনমার্কে, পরে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে এবং ১৯৪১ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়।

১৯৩৪ আমস্টারডাম থেকে 'তিন পয়সার উপন্যাস' প্রকাশিত হয়। লণ্ডন থেকে দু খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'রচনা সংকলন'।

১৯৩৫ প্যারিসে আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে ফ্যাসীবাদী হামলার কবল থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্যে আহ্বান জানান।

১৯৩৬ কোপেনহেগেন শহরে 'স্থূল বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বুদ্ধি', নাটকের অভিনয়।

১৯৩৭ পারিতে 'তৃতীয় রাইখের ভয় ও দুর্দশা' নাটকের অভিনয়।

১৯৩৮ ব্রেশটের দুর্লভতম একাঙ্ক 'শ্রীমতী কারার রাইফেল' প্রথম অভিনীত হয় পারিতে।

১৯৩৯ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় 'সভেণ্ডবোর্গের কবিতাগুচ্ছ'।

১৯৪০ বার্ন স্টুডিও থেকে বেতার নাটক 'লুকুলাসের বিচার' প্রথম প্রচারিত হয়।

১৯৪১ জুরিখের শাউশপল হাউসে 'সাহসী মা আর তাঁর ছেলেমেয়েরা' নাটকের অভিনয়।

১৯৪২ ব্রেশটের কাহিনী অবলম্বনে 'হ্যাংমেন অলসো ডাই' চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। 'সাইমন মাকার্দের দিবাস্বপ্ন' নাটকটি এই সময়ের রচনা।

১৯৪৩ জুরিখে 'সেৎস্যুয়ানের ভালো মানুষেরা' নাটকের অভিনয়।

১৯৪৪ জুরিখে 'গ্যালিলিওর জীবন' নাটকটি অভিনীত হয়।

১৯৪৫ 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন স্বয়েক' এবং 'ককেসীয় খড়ির বৃত্ত' নাটক দুটির রচনা শেষ করেন।

১৯৪৬ ছোট উপন্যাস 'জুলিয়াস সীজারের কাহিনী' এবং বেশ কয়েকটি গল্প এই সময়ের রচনা।

১৯৪৭ ৩০শে অক্টোবর 'মার্কিন বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটি'র সামনে এজাহার। দান। তারপরেই আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে।

১৯৪৮ 'আন্তিগোনে' এবং 'হের পুন্টিলা আর তাঁর ভৃত্য মাত্তি' নাটক দুটি প্রথম অভিনীত হয় সুইজারল্যাণ্ডে।
২২শে অক্টোবর বার্লিনে ফিরে আসেন।

১৯৪৯ স্ত্রী, হেলেনে ভাইগেলের সহযোগিতায় 'বার্লিনার আঁসম্বল' প্রতিষ্ঠা করেন এবং জার্মান শিল্প একাডেমির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। 'বর্ষপঞ্জীর গল্পগুচ্ছ' এবং 'কমিউনের দিনগুলি' এই সময়েরই রচনা।

১৯৫০ 'লুকুলাসের শাস্তি', লুকুলাসের বিচারেরই পরিবর্তিত নাট্যরূপ। তৃতীয় বিশ্ব উৎসবে 'হেনবুর্গার রিপোর্ট' প্রথম অভিনীত হয় বার্লিনে। লেনৎসের কাহিনী অবলম্বের 'ডেয়র হোফমাইসটার' মঞ্চস্থ হয়।

১৯৫১ সম্পূর্ণ রচনাবলীর জন্যে প্রথম শ্রেণীর জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৫২ আনা সেঘার্সের কাহিনী অবলম্বনে 'রুয়েনে জেনি গু আর্ক' মঞ্চস্থ করেন।

১৯৫৩ ১৭৬২ সালে লেখা কার্লো গোজি অবলম্বনে 'তুরানডট' হাস্যকৌতুক নাটকটির প্রথম অংশ রচনা শেষ করেন।

১৯৫৪ 'সংকলিত রচনা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

মার্লো অনুসরণে 'ডন জুয়ান' রচনা করেন।

১৯৫৫ 'ড্রাম ও ট্রাম্পেট' রচনা শেষ করেন।

'লেনিন পুরস্কার' লাভ করেন।

১৯৫৬ ১৪ই আগস্ট বার্লিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ব্রেশটের মৃত্যু প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখিকা আনা সেঘার্সের উক্তিটি এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না—

"ছোট হোক বা বড় হোক, ঘটনাবিহীন এমন কোনো দিন যায় না, যখন ভাবি না ব্রেশটের সম্পর্কে কিছু লেখা উচিত। অনেক কিছুই লিখে গেছেন তিনি, তবু আমার দুঃখ হয়—তাঁর মৃত্যুর পরে যত নতুন নতুন সব ঘটনার ধারা বয়ে চলেছে, সে সম্পর্কে তিনি আর কিছুই লিখবেন না। আমি তাঁর উপদেশ চাই, অথচ তিনি নিরুত্তর; আমি চাই তাঁকে প্রশংসা করি, কিন্তু তিনি আর খুশি হন না; আমি তাঁকে ভর্ৎসনা করি, অথচ তিনি তাতে বিব্রত হন না, আমি তাঁকে বিশেষ কিছু একটা দেখাতে চাই, তাতে তিনি আর বিস্মিত হন না; তাঁকে মজার কিছু বলতে যাই, অথচ তিনি আর হেসে ওঠেন না। তিনি ছিলেন এমন পরিপূর্ণভাবেই আমাদের: মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন দৈস, খোয়া- দেখতে দেখতে চোখের সামনে উঠেছে অট্টালিকা। মনে পড়ে, একবার তিনি বলেছিলেন: "বাগানেই যদি যেতে হয়, ঘরের চারদিকে ঘুরো না; যদি আমার ঘরের মধ্যে দিয়ে লোকজন চলে যায়, আর তখন যদি লিখিও, তাতে আমার ব্যাঘাত হয় না।

সত্যি, এমন অনাড়ম্বর মানুষ আর হয় না।"

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক কন্‌সতান্তিন ফেদিন বলেছেন—

"কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, মঞ্চ, তত্ত্ব ও নির্দেশনা-সংক্রান্ত যাকিছু রচনাবলী, যাতে তিনি এই মহান, শক্তিমান ও অন্বেষক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন, আমাদের জন্যে তা হয়ে রইলো আবহমানকালের অব্যয় উত্তরাধিকার।"

মৃত্যুর পর এ পর্যন্ত নটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কবিতা সমগ্র'।